পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 287 Wednesday, 17 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮৭ সংখ্যা ❋ ৩১ ভাদ্র ১৪৩২, বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কেবিন ৫ হাজার, স্যুট ৮ হাজার! এবার টাকা দিয়ে চিকিৎসা এসএসকেএমেও

নতুন উডবার্ন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ এবার বেসরকারি হাসপাতালের মতোই টাকার বিনিময়ে ভর্তি হওয়া যাবে এসএসকেএম হাসপাতালে। এ দিন এসএসকেএম হাসপাতালের দ্বিতীয় উডবার্ন ব্লকের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দশতলা এই ভবনে রয়েছে মোট ১৩১টি শয্যা। নতুন এই ভবনে রয়েছে সিঙ্গল কেবিন, এইচডিইউ, আইটিইউ-এর মতো পরিষেবা। নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে নতুন এই উডবার্ন ব্লকে ভর্তি হতে পারবেন রোগীরা। এ দিন নতুন এই উডবার্ন ব্লক ছাড়াও এসএসকেএম হাসপাতালের একাধিক নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন, এসএসকেএম হাসপাতালে যে মানের চিকিৎসা এবং সুবিধা পাবেন রোগীরা, বেসরকারি ক্ষেত্রে সেই একই পরিষেবা পেতে গেলে অনেক বেশি খরচ হয় রোগীদের। এসএসকেএম হাসপাতালের নতুন এই উডবার্ন ব্লকে সিঙ্গল কেবিনের ভাড়া পড়বে প্রতিদিন ৫০০০ টাকা করে। স্যুটের ভাড়া পড়বে দৈনিক ৮০০০ টাকা। এইচডিইউ-এর ভাড়া পড়বে ১২০০০ টাকা। আইসিইউ-এর ভাড়া ১৫০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, আরও ২ হাজার টাকা করে ভাড়া বেশি রাখা হয়েছিল। যদিও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ভাড়া কমিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘‘যে মানের পরিষেবা এখানে রোগীরা পাবেন তাতে এই টাকা ভাড়া নেওয়ার পরেও সব খরচ উঠবে না। আপনারা কাজ শুরু করুন, পরে আমরা আবার বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’’ এই কাজে ৬৭ কোটি খরচ হয়েছে। নবান্নের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে অনন্য। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এখানে রোবোটিক সার্জারি করা হবে। রাজ্যে সরকারি ক্ষেত্রে যা প্রথম। পূর্ব ভারতের প্রথম বোন ব্যাংক হচ্ছে। কর্ড ব্লাড ব্যাংক করা হচ্ছে যা অনেক রোগ সারিয়ে দেবে। এদিকে ব্রিকস

নেটওয়ার্কে জায়গা করে নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন পালক যোগ করল এসএসকেএম হাসপাতাল। মঙ্গলবার এসএসকেএমের নবনির্মিত উডর্বাণ-২ ‘অনন্য’ ভবনের উদ্বোধনে এসে এই সুখবর জানতে পেরে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে দাঁড়িয়েই ঐতিহাসিক মুহূর্ত উদযাপন করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক উপহার ঘোষণা করেন। এই সাফল্যে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনাদের জন্য আমাদের একটা ছোট্ট কনট্রিবিউশন-যাতে সবাই মিলে একটা গেট-টুগেদার করতে পারেন, আড্ডা মারতে পারেন, মনটা একটু রিল্যাক্স করতে পারেন। টেনশন ফ্রি হওয়াটাও তো দরকার।’’ তিনি আরও জানান, এই টাকার জন্য কোনও কাজ করতে হবে না, শুধুই আনন্দ করতে হবে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু’মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতির অপেক্ষায় এই খবরে তালা দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আনতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ব্রিকস নেটওয়ার্কে ভারত থেকে যে ২০টি সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে মাত্র দু’টি প্রতিষ্ঠান জায়গা পেয়েছে। একটি পন্ডিচেরি থেকে, অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের আইপিজিএমইআর তথা এসএসকেএম। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান কতটা উন্নত হয়েছে, তা আবারও প্রমাণ করল। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য খাতের আর্থিক উন্নতির কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০১১ সালে যেখানে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট ছিল মাত্র ৩,৬৮৪ কোটি টাকা, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১,৩৫৫ কোটি টাকায়। বিনামূল্যে বাচ্চাদের হার্ট অপারেশন হচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথী চালু হয়েছে - এগুলো সাধারণ মানুষের জন্য বিশাল উপকার। মেডিক্লেমের ওপর জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিও তাঁরই প্রথম ছিল, এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠান যেন শুধু এক ভবনের উদ্বোধন ছিল না, ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি ঐতিহাসিক গৌরবের দিন। আর সেই আনন্দে রাজ্যের তরফে ছিল একপ্রকার ‘পার্টি ফান্ড’ - যা নিঃসন্দেহে এক অভিনব উদাহরণ বলেই মনে করছেন অনেকে।

আদালতের নির্দেশে জামিন পার্থর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির নানা মামলার মধ্যে অন্যতম গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অবশেষে জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ দিন ধরে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা এই প্রাক্তন মন্ত্রীকে মঙ্গলবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত ৯০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের ভিত্তিতে জামিন দেয়। তবে এই জামিন পাওয়া সত্ত্বেও পার্থর এখনই জেল থেকে মুক্তি পাওয়া হচ্ছে না। কারণ এখনও প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের সঙ্গে একাধিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাঁকে দেশের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তদন্তকারীদের ডাকা হলে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে, পাশাপাশি প্রমাণ বা সাক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। আদালতের দেওয়া এই শর্তগুলি মেনে চললেই তাঁর জামিন কার্যকর হবে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার অন্যতম মুখ্য সদস্য। দীর্ঘদিন শিক্ষা দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। সেই সময়ে এসএসসি নিয়োগ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। সিবিআই ও ইডি-দু’টি সংস্থা মিলে তদন্ত শুরু করে। তদন্তের সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একাধিক ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল, যা রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেয়। গ্রুপ সি মামলায় জামিন মিললেও প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে শুনানি শেষ হলেও রায়দান এখনও স্থগিত। তাই কার্যত এই মামলার কারণে তিনি এখনও কারাগারেই থাকবেন। আইনি মহলের মতে, হাইকোর্টের রায় তাঁর পক্ষে না হলে বা জামিন না মেললে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুক্তি মিলবে না।

‘শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে বিজেপি না এলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না’, ২০২৬ নিয়ে আশাবাদী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপর মঙ্গলবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বড় মন্তব্য করলেন তিনি। এর আগে বহুবার শুভেন্দু দাবি করেছেন যে, ২০২৬ সালে রাজ্য থেকে বিদায় হবে তৃণমূল কংগ্রেসের, মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার তিনি বললেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে পদ্ম না ফুটলে বৃত্ত সম্পন্ন হবে না। অমিত শাহের সঙ্গে ঠিক কী কথা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে শুভেন্দু অধিকারী সংবাদমাধ্যমে বলতে চাননি। শুধু বলেন, ‘‘যতগুলি রাজ্যেই বিজেপি সরকার গঠন করুক না কেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটি বাংলায় যদি বিজেপি না আসে তাহলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে না।’’ তাঁর সংযোজন, রাষ্ট্রীয় নেতারা প্রত্যেকেই বিষয়টি নিয়ে আশাবাদী। একসময়ের ৩টি আসন যদি পরে ৭৭ হতে পারে, বা ১০ শতাংশ ভোট যখন ৪০ শতাংশে আসতে পারে তাহলে আসন সংখ্যা ১৭৭ আর ভোট ৪৫ শতাংশ না হওয়ার কোনও কারণ নেই। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্যের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় চান। কোনও দলের ঝাণ্ডা ছেড়ে, সাংবাদিক পরিচয় না দিয়ে প্রান্তিক বহু মানুষের কাছে প্রশ্ন করলে তাঁরা একই উত্তর দেবে যে - বিজেপির হাতে ধরেই

বাংলায় পরিবর্তন চাই। কারণ বিজেপিই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প পশ্চিমবঙ্গে। শুভেন্দুর খোঁচা, এটা এমন এক রাজ্য যেখানে ৯ বছর পর চাকরির পরীক্ষা হয় তাও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। এখানে এমনও অনেক যুবক রয়েছে যে একটা প্যান্ট তিনবার সেলাই করে পরে। তারা জানে বেকারত্বের জ্বালা। কেন বিজেপিই একমাত্র বিকল্প, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। বলেন, ‘‘যে রাজ্যেই বিজেপি সরকার রয়েছে, সেটা যাঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হোক না কেন, নজরদারি থাকে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তাঁর দেশপ্রেম, মমত্ব, জনগণের প্রতি একাত্বতা সর্বজনবিদিত। প্রধানমন্ত্রীর সততা নিয়ে বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।’’ প্রসঙ্গত, আপাতত এখন চর্চায় রয়েছে অমিত শাহর সঙ্গে শুভেন্দুর বৈঠকের বিষয়টি। সূত্রের খবর, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিজেপির সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় দু’জনের মধ্যে। রাজ্য বিজেপির ভিত মজবুত করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সেই সংক্রান্ত দিকনির্দেশও মেলে বলে জানা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে সংগঠন চাঙ্গা করতে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য রাজনীতিতে চলতে থাকা উত্তেজনার আবহে শুভেন্দুর দিল্লি সফর ও শাহর সঙ্গে একান্তে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইনের বৈধতা নিয়ে রাজ্যগুলিকে সুপ্রিম নোটিস

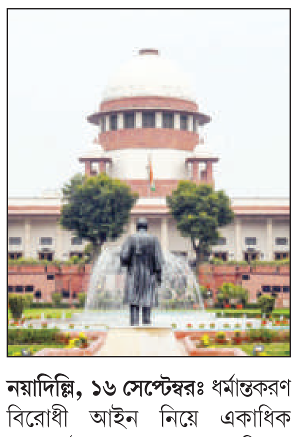

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইন নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্যগুলিকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বিআর গভই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তীসগড়, গুজরাত, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড এবং কর্নাটক, এই নয়টি রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের মতামত জানাতে হবে। পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে ছ’ সপ্তাহ পরে। মামলাকারীদের দাবি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির এই আইন আসলে আন্তঃধর্মীয় দম্পতিদের হয়রানি করতে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। জামিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ এবং সিটিজেনস ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস-সহ একাধিক সংগঠন আদালতে আবেদন জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এই আইনকে হাতিয়ার করে ভিন্ন ধর্মের দম্পতিদের মিথ্যে রূপান্তরের অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। ধর্মপালনের স্বাধীনতাও ব্যাহত হচ্ছে। আদালত জানিয়েছে, রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে কী বক্তব্য রয়েছে তা শোনার পরই আইনের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে, মামলাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী শ্রেষ্ঠি অগ্নিহোত্রীকে নোডাল কাউন্সেল হিসেবে নিয়োগ করেছে আদালত। অন্যদিকে, রাজ্যগুলির তরফে যোগাযোগ ও নথি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন আইনজীবী রুচিরা গোয়েল। বস্তুত, ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইনকে ঘিরে মামলা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে রয়েছে দীর্ঘদিন। ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ প্রথম নোটিস জারি করেছিল। পরে জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ ছ’টি হাইকোর্টে চলা ২১টি পৃথক মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানায়, যাতে সর্বোচ্চ আদালত একযোগে এবং অভিন্ন রায় দিতে পারে। আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছে সিটিজেনস ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন। তাঁদের যুক্তি, এই আইনগুলি নামমাত্র ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হলেও বাস্তবে মৌলিক অধিকার খর্ব করছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মতো মৌলিক মূল্যবোধকেই আঘাত করছে এই বিধান। কেন্দ্র এর আগে যুক্তি দিয়েছিল, প্রতিটি রাজ্যের আইনের বৈধতা পরীক্ষা করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টগুলিরই আছে। কিন্তু আবেদনকারীরা জোর দিয়ে বলেন, এখানে যে সাংবিধানিক প্রশ্নগুলি উঠেছে, তার সমাধান কেবল সুপ্রিম কোর্টের পক্ষেই সম্ভব। ধর্মান্তকরণে প্রশ্ন বহুদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর ইস্যু। রাজ্য সরকারগুলির দাবি, এই আইন দরকার দুর্বল শ্রেণির মানুষ, বিশেষত নারী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের জোরজবরদস্তি বা প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে, সমালোচকদের অভিযোগ, আন্তঃধর্মীয় বিবাহকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং প্রমাণের দায় অভিযুক্তের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সংবিধানবিরোধী। এর ফলে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠী-ভিত্তিক হিংসা বা স্বঘোষিত নজরদার গোষ্ঠীর কাজকর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আইনটি।

মাদক ব্যবসা বন্ধের ডাক অমিত শাহের

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ দেশ থেকে মাদক চোরাচালানকারী ও মাদকের ব্যবসা লোপাট করে দেওয়ার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে শাহ বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি সরকার দেশ থেকে সমস্তরকমের নেশাদ্রব্য মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে সর্বাত্মক ভূমিকায় নামবে কেন্দ্র।’’ দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ হেডস অফ অ্যান্টি নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্সের সভায় এই কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ‘‘ড্রাগস ব্যবসা চক্রকে দেশ থেকে মুছে ফেলার সময় এসে গিয়েছে। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আয়োজিত সভায় শাহ বলেন, ‘‘এর জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাত্রা আরও বাড়াতে হবে। সরকার দেশকে মাদকহীন করতে দৃঢ় পদক্ষেপ করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০৪৭ সালকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধরে এগোচ্ছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মাদকহীন ভারত গড়ে তোলা জরুরি।’’ পাকিস্তান কিংবা কারও নাম না করেই শাহ বলেন, ‘‘বিশ্বের কোনও কোনও প্রান্তে মাদক ব্যবসাই তাদের দেশের অর্থনীতির ভিত। দুর্ঘটনাচক্রে এর মধ্যে দুটি অঞ্চল ভারতের খুব কাছাকাছি রয়েছে। সেখান থেকেই মূলত গোটা পৃথিবীর মাদক তৈরি ও সরবরাহ হয়ে থাকে। ফলে আমাদের এখন সময় এসেছে, এর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো। দেশের ভবিষ্যৎ যুবসমাজকে মাদকের নেশা থেকে মুক্ত করতেই হবে।’’ শাহ জানান, ‘‘মাদক পাচারচক্র তিন ধরনের। একটি হল দেশে ঢোকার সমস্ত পয়েন্টে কাজ করে। আরেকটি হল রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বারগুলিতে কাজ করে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অর্থাৎ দোকান, ভাটি ইত্যাদিতে ঘাপটি মেরে তা বিক্রি করে। এবার এই তিন রকমেরই চক্র ভেঙে ফেলার কাজ করবে সরকার। আমি মনে করি আপনাদের মতো অফিসারদের পক্ষেই তা সম্ভব।’’

পুলিশের জালে অসম সিভিল সার্ভিস অফিসার

বিশেষ প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ৬ বছর আগে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। আর এই ৬ বছরেই কোটি কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত আয়ের অভিযোগ অসমের এক পদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। সোমবার অসম সিভিল সার্ভিসের ওই অফিসারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম নূপুর বোরা। বর্তমানে কামরূপের সার্কেল অফিসার হিসেবে কর্মরত তিনি। তাঁর বাসভবন ও অন্য একটি ভাড়াবাড়িতে হানা দিয়ে নগদ কোটি টাকা ও কোটি টাকার গয়না বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোলাঘাটের বাসিন্দা নূপুর ২০১৯ সালে অসম সিভিল সার্ভিস সার্ভিসে ভাল রেজাল্ট করেছিলেন। বর্তমানে কামরূপ জেলার গোড়োইমারির সার্কেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর গত ৬ মাস ধরে নূপুরের উপর নজরদারি চালানো হয়। বরপেটায় রেভিনিউ সার্কেল অফিসার থাকার সময় নূপুরের বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ‘‘টাকার বিনিময়ে হিন্দুদের জমি সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিক্রি করেছেন এই অফিসার। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছি।’’ মুখ্যমন্ত্রীর স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেলের অফিসাররা নূপুরের গুয়াহাটির বাসভবনে হানা দেন। নূপুর বরার বাড়ি ছাড়াও বরপেটার ভাড়াবাড়িতেও অভিযান চালান অসম পুলিশের ভিজিল্যান্স এবং দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। ওই অভিযানেই তাঁর বাড়ি থেকে নগদ এবং সোনা মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। স্পেশাল ভিজিল্যান্স সেল নূপুরের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত লাট মণ্ডল সুরজিৎ ডেকা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেও তল্লাশি চালায়। ওই ব্যক্তি বরপেটায় রেভিনিউ সার্কেল অফিসে চাকরি করেন। নূপুর বরপেটায় সার্কেল অফিসার থাকার সময় সুরজিৎ তাঁর সঙ্গে মিলে একাধিক জমি দখল করেন বলে অভিযোগ। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন অসম পুলিশের ভিজিল্যান্স শাখার সুপার রোসি কলিতা।

নেপাল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ রাজ্য গোয়েন্দাদের, দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন খোদ রাজীব কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী নেপালের ঘটনার পরে খানিকটা পালটেছে সমীকরণ। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এখন উভয় পক্ষই ‘যুদ্ধবিরতি’ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। নেপালের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ১০০ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত। এদিকে শিলিগুড়ির চিকেন নেক অংশের সঙ্গে নেপালের সীমান্ত যুক্ত। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘‘এই ইস্যুগুলি জাতীয় স্বার্থের। এখানে কোনও তৃণমূল-বিজেপি দ্বন্দ্ব নেই। জাতীয় স্বার্থের জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা নিরাপত্তা ইস্যুতে একজোট।’’ এদিকে কলকাতা সফরে আসা মোদির গলাতেও তৃণমূল বিরোধী কোনও

বার্তা শোনা যায়নি। ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সামরিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে কলকাতায় এসেছিলেন মোদি। এখানে বিজেপি কর্মীদের একটি সভাতেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এদিকে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে মোদির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সিডিএস, তিন বাহিনীর প্রধানরা। সেই অনুষ্ঠানে মোদর গলায় রাজনৈতিক কোনও বার্তা ছিল না। তিনি সেখানে শুধুই সেনার আধুনিকীকরণ থেকে সংস্কার নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। এই সবের মাঝেই জানা গিয়েছে, নেপাল সীমান্তে আরও বেশি সংখ্যক এসএসবি মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের ইন্টেলজেন্স উইং ক্রমাগত তথ্য ভাগ করে চলেছে কেন্দ্রের সঙ্গে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার নিজে সেই সব রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। এদিকে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সমন্বয় বজায় রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। তিনি পিএমও এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এদিকে রিপোর্টে বি করা হয়েছে, কাঠমান্ডু বাজারে নাকি চিনা টাকা ব্যবহার করা যাচ্ছে বলে জানতে পেরেছে বঙ্গ ইন্টেলিজেন্স। যা থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে, পড়শি দেশে চিনা প্রভাব বেড়েছে এই অস্থিরতার মাঝে। এর আগে নেপালের ওলি সরকার এমনিতেই চিন ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই সরকারের পতনের পর নেপালে চিন নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য কী পরিকল্পনা করছে, সেই বিষয়ে ধারণা রাখতে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে কেন্দ্র এবং রাজ্য।

জড়িত মাদকচক্রে! এনসিবি-র রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৬ হাজার বিদেশিকে তাড়াচ্ছে মোদি সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ভিন দেশের অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কয়েক মাস আগে থেকে শুরু হওয়া এই কাজে একাধিক ভারতীয়কেও ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। তাঁদের ফেরত পাঠানোর ধরন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। তবে সেসব এখন অতীত। এবার বিদেশি একাধিক নাগরিককে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ভারতও। সারা দেশে আটক প্রায় ১৬ হাজার বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মাদক পাচার থেকে শুরু করে একাধিক অপরাধে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, এটিই সাম্প্রতিক কালে মাদকচক্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযানগুলির মধ্যে একটি। ভারত সরকার যাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ, মায়ানমার, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া, ঘানা এবং নাইজেরিয়ার নাগরিকরা। এরা বিভিন্ন রাজ্যের ডিটেনশন সেন্টারে আটক রয়েছেন বর্তমানে। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো-র জমা দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত বিদেশিদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার, চোরাচালানে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার প্রমাণ মিলেছে। এখনকার নতুন অভিবাসন আইন অনুযায়ীই ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। ইতিমধ্যেই

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির হাতে ওই বিদেশিদের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়িই পর্যায়ক্রমে শুরু হবে তাঁদের সকলকে ফেরত পাঠানোর কাজ। বিদেশিদের প্রবেশ ও অবস্থান নিয়ে অনেক আগেই আরও কঠোর পথে হেঁটেছে কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫’ অনুযায়ী যাঁরা দেশবিরোধী কাজ বা গুরুতর অপরাধে জড়িত, তাঁদের ভারতে ঢোকা বা থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। পাশাপাশি, প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আটক শিবির বা ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে তুলতে হবে, যেখানে এ ধরনের বিদেশিদের রাখা হবে যতক্ষণ না তাঁদের ফেরত পাঠানো যায়। সেই সব জায়গা থেকেই আপাতত ১৬ হাজার জনকে ফেরত পাঠাচ্ছে ভারত সরকার। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদ, গুপ্তচরবৃত্তি, ধর্ষণ, হত্যা, শিশু পাচার, নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যোগ, মাদক পাচার, সাইবার অপরাধ, ভুয়ো নথি বা জাল নোট ব্যবহার-এই ধরনের অপরাধে জড়িত বিদেশিদের ভারতে প্রবেশ বা থাকা নিষিদ্ধ করা হবে। এখন থেকে যে কোনও বিদেশি ভিসা বা ওসিআই রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে তাঁর বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দিতে হবে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও কোস্টগার্ডকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে অবৈধভাবে ঢুকে পড়া বিদেশিদের শনাক্ত করে বায়োমেট্রিক ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং দ্রুত ফেরত পাঠানো যায়। বিদেশিদের জন্য ‘প্রোটেক্টেড’ ও ‘রেস্ট্রিক্টেড’ এলাকায় ঢোকার ক্ষেত্রে আলাদা অনুমতি নিতে হবে। তবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও চিনের নাগরিকদের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু রাজ্য, জম্মু-কাশ্মীরের নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং আরও কিছু সংবেদনশীল এলাকায় প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচির সূচনা, এবারের ভাবনা স্বচ্ছোৎসব

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি। এবার এই কর্মসূচির মূলত ভাবনা স্বচ্ছোৎসব। এই অভিযানের আওতায় দেশজুড়ে বৃহ স্বচ্ছতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছায় শ্রমদান এবং স্বচ্ছতা ইউনিটগুলির রূপান্তর। স্বচ্ছোসব থিমের অধীনে স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৫ উদযাপনের আসল লক্ষ্য হল, ভবিষ্যকে আরও পরিস্কার, স্বাস্থ্যকর এবং সবুজ করে তোলা।স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচি হল ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে একটি প্রচারাভিযান। এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল, দেশজুড়ে স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে জনগণকে সচেতন করা এবং তাঁদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, যা একটি আবর্জনামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে।

সন্তোষপুর স্টেশন চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

মহেশতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সন্তোষপুর স্টেশন চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রায় ১৫ থেকে ১৬টি দোকান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন একটি দোকান থেকে আগুন দেখা দেয় এবং মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে পাশাপাশি থাকা দোকানগুলিতে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মধ্যে গেঞ্জি-কাপড়ের দোকান ও রসের দোকানও ছিল।তীব্র আগুন ও ধোঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন এগিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।অগ্নিকাণ্ডের কারণে সকাল ৮টা ১৫ মিনিট থেকে আপ ও ডাউন উভয় লাইনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। তবে মাঝেরহাট থেকে বজবজ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন।ব্যবসায়ীদের দাবি, পুজোর মরসুমে বিক্রির জন্য নতুন করে মালপত্র এনেছিলেন তাঁরা। আগুনে সমস্ত সামগ্রী পুড়ে যাওয়ায়. কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা। পুজোর আগে এত বড় লোকসান কীভাবে সামাল দেবেন, ভেবে পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।উল্লেখ্য, গত ৯ মার্চও সন্তোষপুর স্টেশন চত্বরে অনুরূপ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। সেবারও দোকান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

অগ্নিযুগের দুই বীর বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর, অগ্নিযুগের দুই বীর বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ কুমার মিত্র মহাশয়ের বলিদান দিবসে জানাই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিনম্র প্রণাম। মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু লিখেছেন, ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী বিপ্লবীদের উপর ব্রিটিশ পুলিশের নির্বিচার গুলিচালনায় শহিদ হন এই দুই বীর বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের আত্মত্যাগ আজও অমর হয়ে আছে। তাঁদের আদর্শ, দেশপ্রেম ও আত্মবলিদান প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেহরাদূনে প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত জনজীবন, ভেসে গেল শত মিটার রাস্তা, পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি

দেরাদুন,১৬ সেপ্টেম্বর(হিঃস)ঃ উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেহরাদূনে টানা প্রবল বর্ষণে পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। সহস্ত্রধারা এবং রাযপুরের মালদেবতা অঞ্চল যেন জলস্রোতের তাণ্ডবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিশেষত রায়পুর মালদেবতা সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা মুহূর্তের মধ্যে জলের তোড়ে ভেসে যায়। শুধু একটি রাস্তা নয়, আশপাশের একাধিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও দৈনন্দিন জীবন।মঙ্গলবার সকাল থেকেই দেহরাদূন ও আশপাশের এলাকায় টানা মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে আসা জলের ধাক্কায় নদী-নালার জলস্তর হুহু করে বেড়ে যায়। ফলে আশেপাশের নিম্নাঞ্চলগুলিতে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। মালদেবতা অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সম্পূর্ণ ভেসে যাওয়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। গাড়ি চলাচল তো দূরের কথা, স্থানীয় বাসিন্দারা এমনকি পায়ে হেঁটেও বেরোনোর সাহস পাননি।এই ভয়াবহ পরিস্থিতি পরিদর্শনে মঙ্গলবারই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি কেসারওয়ালা এবং মালদেবতা অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টানা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষতির কারণে জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। সমস্ত দপ্তরকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয়. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা পরিস্থিতির বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ধামি বলেন, কেন্দ্র আমাদের পাশে রয়েছে। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই এখন সরকারের প্রথম কাজ। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে।গত রাত থেকে এই অঞ্চলে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্তত ২৫ থেকে ৩০টি জায়গায় রাস্তা পুরোপুরি ভেসে গিয়েছে। অনেক সেতু ভেঙে পড়েছে, ছোট বড় জলস্রোত ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অনেক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে বিদ্যু সংযোগ। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তেমনি আবার জরুরি পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। চিকিৎসা, স্কুল-কলেজ বা বাজারের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।দেহরাদূনের মতো পর্যটননির্ভর শহরে এই ধরনের দুর্যোগ মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর গভীর আঘাত হেনেছে। বহু মানুষ যাঁরা পর্যটনকেন্দ্রিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা সম্পূর্ণ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। দোকানপাটে জল ঢুকে পণ্য নষ্ট হয়েছে। হোটেল-লজের বুকিং বাতিল হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় পর্যটকেরা আটকে গিয়েছেন। বিশেষত সহস্ত্রধারা এবং মালদেবতা অঞ্চলে বহু পর্যটককে উদ্ধার করতে হয়েছে। সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে কাজে নামানো হয়েছে। তাঁদের সহযোগিতায় বিপদে পড়া মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।প্রশাসন ইতিমধ্যেই ত্রাণ শিবির খোলার ব্যবস্থা করেছে। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন তাঁদের অস্থায়ী আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। খাবার, ওষুধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী ধামি আশ্বাস দিয়েছেন, কোনও পরিবারকে এই দু ঃসময়ে একা ফেলে রাখা হবে না। সরকার সমস্ত দাযিত্ব নেবে।প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উত্তরাখণ্ড। বিশেষত বর্ষার সময় পাহাড়ি অঞ্চলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধস এবং বন্যার মতো ঘটনা প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাহাড়ি নদীগুলি অল্প বৃষ্টিতেই ফুলে ওঠে এবং নিচু এলাকাগুলিতে বিপর্যয় ডেকে আনে। এইবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই এমন অস্বাভাবিক আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। টানা বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে ধস নামছে এবং রাস্তা ভেসে যাচ্ছে।এদিকে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশাসন বর্ষার আগে আগাম প্রস্তুতি নেয়নি। জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা হলে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হত না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বলেন, গত কয়েক বছর ধরেই এই অঞ্চলে একই সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু কার্যকর সমাধান বের করা হয়নি। রাস্তা ভেসে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, বাজার বন্ধ থাকে, স্কুল-কলেজে পড়ুয়ারা যেতে পারে না, চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।তবে মুখ্যমন্ত্রী ধামি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অবিলম্বে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তিনি জানান, রাজ্য সরকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা জোরদার করতে চলেছে। পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তা, সেতু এবং নদী ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া. হবে।মালদেবতা অঞ্চলের মানুষ এখনও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। যেকোনও মুহূর্তে আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হতে পারে বলে আবহাওয়া দফতর সতর্কতা জারি করেছে। রাজ্য প্রশাসনও মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে। পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রয়োজনে সেনার অতিরিক্ত বাহিনীও কাজে লাগানো হবে।এই দুর্যোগের ফলে দেহরাদূনের স্বাভাবিক ছন্দ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত। সাধারণ মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছেন না। যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় রাজ্যের অর্থনীতিতেও ধাক্কা লেগেছে। বহু ছোট ব্যবসায়ী ও দিনমজুরের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।সব মিলিয়ে প্রবল বর্ষণে দেহরাদূনের পরিস্থিতি একেবারেই সঙ্কটজনক। মুখ্যমন্ত্রী ধামি বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার। কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে আপাতত দেহরাদূনের মানুষকে আরও কিছুদিন চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে, কারণ প্রকৃতির সামনে মানুষ এখনও অনেকটাই অসহায়।

জণ্ডিস নয় মহামারী, মাস্টার পাড়ায় আতঙ্ক নিরসনে আশ্বাস প্রশাসনের

ত্রিপুরাঃত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মাস্টার পাড়ায় সম্প্রতি জণ্ডিসে আক্রান্ত একাধিক ব্যক্তির খবরে জনমনে তৈরি হওয়া আতঙ্কের জবাবে জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে- এটি মহামারীর আকার ধারণ করেনি। রবিবার সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনের পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, মাস্টার পাড়ায় জণ্ডিসের প্রাদুর্ভাব মহামারী নয়। জনসাধারণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।গত ২২ জুন থেকে আগরতলার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়া এবং সংলগ্ন অঞ্চলে কিছু বাসিন্দার মধ্যে জ্বর, প্রস্রাবের রঙ হলুদ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে একের পর এক বাড়িতে জণ্ডিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায.উদ্বেগ এবং জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র এলাকায়। জনমনে প্রশ্ন ওঠে, এই রোগ কি বৃহৎ সংক্রমণে পরিণত হচ্ছে?এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রবিবার মাস্টার পাড়া সফরে যান ডঃ বিশাল কুমার। তিনি আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নলবাহিত পানীয় জল থেকেই জণ্ডিস সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই জেলাশাসক নিজে বেশ কয়েকটি বাড়ি থেকে জল সংগ্রহ করে নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেন।পরবর্তীতে একটি জরুরি বৈঠকে বসেন জেলা প্রশাসন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিডাব্লিউএস (DWS), আগরতলা পুর নিগম, জেলা স্বাস্থ্য দফতর সহ একাধিক সংশ্লিষ্ট শাখার আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে ডঃ কুমার জানান, আমরা জল পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছি। পুর নিগমকে বলা হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি বাড়ির পানীয় জল পরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে যে পাইপ লাইনগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলিও দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি আরও জানান, পানীয় জলের পাইপ লাইনের উপর যেন নর্দমা নির্মাণের সময় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে স্মার্ট সিটি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে। সেইসঙ্গে, স্মারক নির্দেশ জারি করে প্রতিটি পরিবারকে আগামী ১৫ দিন জল ফুটিয়ে পান করতে বলা হয়েছে।সংক্রমণের মাত্রা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেলাশাসক বলেন, এখন পর্যন্ত ৫০ থেকে ৫২ জনের শরীরে জণ্ডিসের প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখেছি এবং যেভাবে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তাতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।স্বাস্থ্য বিভাগের তরফেও ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরের তরফে আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিসা ও ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, যাতে নতুন করে কেউ সংক্রমিত না হন, তার জন্য জনসচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে এলাকায়। প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন কীভাবে জণ্ডিস থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং কীভাবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে।মাস্টার পাড়ার বাসিন্দারা শুরুতে এই প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ ও স্পষ্ট আশ্বাসের পর স্থানীযদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এলাকার একজন প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আজ জেলাশাসক নিজে এসে দেখে গেছেন, কথা বলেছেন। প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে শুনে এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত।তবে সাধারণ মানুষের আস্থার পরীক্ষা এখানেই শেষ নয়। সামনে রয়েছে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের বাস্তবিক পদক্ষেপ ও দ্রুততার পরীক্ষা। আগামী এক-দু'সপ্তাহ এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রশাসনের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ, জণ্ডিস সাধারণত দূষিত জল বা খাদ্য থেকে ছড়ায় এবং একবার সংক্রমণ ছড়ালে তা নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যাপকতা লাভ করতে পারে।পরিবেশ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এরকম কোনও অঞ্চলে যদি পাইপলাইনে ফুটো থেকে পয় ঃবর্জ্য মিশে যায়, তাহলে সেখান থেকে জলবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। কাজেই শুধু পরিদর্শন নয, দ্রুত পাইপলাইন মেরামতি এবং নিরবচিছন্ন স্বাস্থ্য-পরীক্ষা অত্যাবশ্যক।আপাতত প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিযন্ত্রণে। তবে নাগরিকদেরও দায়িত্ব আছে, তাঁরা যেন প্রশাসনের নির্দেশিকা যথাযথভাবে মেনে চলেন। জল ফুটিয়ে খাওয়া, ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং শরীরে জণ্ডিসের উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করা-এই তিনটি বিষয়েই সচেতন থাকা জরুরি।শেষ পর্যন্ত বলা যায়, এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, শহরের পরিকাঠামো যত উন্নতই হোক না কেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পানীয় জলের পরিকাঠামোয় সামান্য খামতি তৈরি করতেই বড়সড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রশাসনের তপরতাই এখন এই সংক্রমণের সীমাবদ্ধতাকে সুনিশ্চিত করবে। আর সেই লক্ষ্যেই চলছে পুরোদমে কাজ।

জমিদারের অধীন রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ

নিজস্বসংবাদদাতা,অরূপ নস্করঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুতানী গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সর্বপল্লী বীর স্বামী। মাতার নাম সীতাম্মা। তাঁর বাবা স্থানীয.জমিদারের অধীন রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে পড়াশোনা করে পুরোহিত হয়ে উঠুক। কিন্তু ছেলেটির জীবনের জন্য অন্য পরিকল্পনা ছিল। তিরুতানীতে তাঁর প্রথম শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরে তিরুপতিতে লুথিরান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। তারপর মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।১৯০৯ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দর্শনের অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ১৯৩৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বধর্ম ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপক পদ পেয়েছিলেন ।১৯৪৬ সালে তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি । ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন।সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষকদের দেশের সেরা মন হওয়া উচিত। তিনি একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হলো অ্যান আইডিয়া লিস্ট ভিউ অফ লাইফ এবং ইন্ডিয়ান ফিলোজফি। ১৯৬২ সালে তিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। তখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন । তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য কিছু বন্ধু এলেন। আবার ছাত্র-ছাত্রীদেরাও দেখা করতে এল শিক্ষক মহাশয়ের জন্মদিন পালন করার জন্য। বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রছাত্রী তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন তিনি বললেন আমার জন্মদিন পালন করা হবে এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমার ইচ্ছা একটু অন্যরকম। সকলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন তিনি বললেন আমার জন্মদিনটা যদি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয.তাহলে আমি খুব ধন্য হব। সেই প্রথম ১৯৬২ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর প্রথম শিক্ষক দিবস পালন করা হয। সেই থেকে আজও পর্যন্ত ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয।৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। এই দিনটিতে রাধাকৃষ্ণণের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয। আর শিক্ষকরা যে জাতির মেরুদন্ড তা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয। আমরা শিক্ষকরা নিজের নিজের শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিযে.থাকি। তবে শিক্ষক দিবস পালন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নীতি, মহান আদর্শ ও তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভাবনা কে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারব।ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক।মহান পন্ডিত ও দার্শনিকের সম্মানে এবং স্মরণে প্রতিবছর ৫ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বর্তমান সমাজে যে সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষার উন্নযনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। আমাদের শিক্ষকরা আমাদের জাতির ভবিষ্যতের মশালবাহী। তাঁরা আমাদের প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেন। শিক্ষকরা দিশা দেখিয়ে দেন আগামী দিনের পথ চলার। আজ দেশের সকল শিক্ষক- শিক্ষিকা বৃন্দ কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাতে এই দিনটি পালন করা হয়।

বিহার অধিকার যাত্রা শুরু করলেন তেজস্বী, ২০ সেপ্টেম্বর বৈশালীতে সমাপ্তি

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স)ঃ বিহার অধিকার যাত্রা শুরু করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার জেহানাবাদ থেকে শুরু হয়েছে বিহার অধিকার যাত্রা, যা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর বৈশালীতে শেষ হবে।তেজস্বী যাদব এদিন বলেছেন, আমরা 'বিহার অধিকার যাত্রা'-র জন্য রওনা হচ্ছি এবং আমরা বাদ পড়া বাকি জেলাগুলিতে যাব। নতুন বিহার গড়ার নতুন সংকল্প নিয়ে, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র দূর করতে, কৃষক ও শ্রমিকদের সম্মানের জন্য, মা-বোনের নিরাপত্তার জন্য এবং বিহারে কারখানা ও শিল্প স্থাপনের সংকল্প নিয়ে আমরা এই যাত্রা শুরু করছি। প্রথম অনুষ্ঠান জেহানাবাদে অনুষ্ঠিত হবে, এরপর নালন্দা জেলায় অনুষ্ঠান হবে। অনেকের প্রত্যাশা ছিল যে আমরা বাকি জেলাগুলিতেও যাত্রা করব।

লরেটো কলেজে শুরু হল ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ লরেটো কলেজ, কলকাতার ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়-এর মালব্য মিশন টিচার ট্রেনিং সেন্টার, ইউনাইটেড বোর্ড ফর ক্রিশ্চিয়ান হায়ার এডুকেশন ইন এশিয়ার সহযোগিতায় শুরু করল ছয় দিনের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচির মূল বিষয় হল উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জন্য সক্ষমতা নির্মাণ। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (এন ই পি) ও ন্যাক (এন এ এ সি) নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।সোমবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ৬দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের। বক্তব্য রাখেন লরেটো কলেজের টিচার ইন চার্জ সিস্টার ড. এ. নির্মলা, প্রফেসর ড. লক্ষ্মীনারায়ণ সপতি, ড. মাহের স্পার্জন (ডিরেক্টর, সাউথ এশিয়া প্রোগ্রামস, ইউনাইটেড বোর্ড), এবং ড. অমৃতা দাশগুপ্ত (কোঅর্ডিনেটর, আই কিউ এসি , লোরেটো কলেজ)। এছাড়াও কর্মসূচির থিম উপস্থাপন করেন ড. কৌস্তুভা ব্যানার্জি।অতিথিদের বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, লরেটো কলেজ শহরের শিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমিতে সবসময়ই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। লরেটো কলেজের এই ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর বিষয় নির্বাচনেও উঠে আসছে শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের অভিনব ভাবনা ও উদ্ভাবনী প্রয়াস।প্রথমার্ধের একাডেমিক সেশনে ড. মাহের স্পার্জন শিক্ষণ মনোবিজ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ড. বিজয় সলোমন (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ) একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা সংযোজনঃআউটকাম বেসড এডুকেশন-এর উপর বক্তৃতা দেন। আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন হাতেকলমের কার্যক্রমও পরিচালিত হয়, যা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁদের একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষক পরিণত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। উল্লেখ্য, এই ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে লরেটো কলেজ ছাড়াও বাংলার অন্যান্য বহু কলেজের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করছেন। যা গোটা বাংলার শিক্ষার পরিবেশকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হবে বলে মত বহু অধ্যাপকের।

উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি-দুর্যোগের মধ্যেই ধামির সঙ্গে কথা কথা মোদী ও শাহের

দেহরাদূন, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃদেহরাদূন-সহ উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তাঁরা সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।এই সঙ্কটের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরাখণ্ডের পাশে আছে বলে জানিয়েছেন মোদী ও শাহ। মুখ্যমন্ত্রী ধামি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা চলছে উদ্ধাকাজ। প্রশাসনের অধিকারিকরাও উপস্থিত রয়েছেন।

বুধবার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জন্মদিন

চেন্নাই, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ঃরবিচন্দ্রন অশ্বিন। অনেকেই তাঁকে ভারতের কিংবদন্তি স্পিন বোলারদের একজন হিসেবে বিবেচনা করেন।এই ভারতীয় স্পিনারের জন্ম ১৯৮৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে। তিনি একজন ডানহাতি অফ-স্পিন বোলার ও ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বলতে গেলে তিনি ভারতের হয়ে খেলা অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারদের একজন। তিনি ৬টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন এবং ৭৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছেন। তিনি অনিল কুম্বলের পর ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী।টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ৩০০০ এর বেশি রান এবং ৫০০ এর বেশি উইকেট নিযেছেন। আর টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুত ৫০ উইকেট লাভকারী ভারতীয় বোলার হলেন তিনি। তিনি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন আর ২০২৫ সালের আগস্টে তিনি আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা করেন। তিনি আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংস, রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্ট , পঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালস-এর হয়ে খেলেছেন।তাঁর এই সাফল্যের জন্য ২০১৬ সালের আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার এবং আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার পুরস্কার জিতে নেন তিনি। তাছাড়া পাঁচবার আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষদের টেস্ট দলে নাম লেখান এবং ২০১১-২০ দশকের আইসিসির পুরুষদের টেস্ট দলে নাম লেখান । ২০১৫ সালে, ভারত সরকার তাঁকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করে । ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে, অশ্বিন সকল ধরণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ভারত সরকার তাকে চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী প্রদান করে ।

বদলাবে জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলাবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, উল্টে বা।বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনুভূত হবে।এরপর ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর পর থেকে ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। ফলে চাষবাসের ক্ষেত্রে আরও কোনও সমস্যা থাকবে না।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনে সম্পর্কেরও উন্নতি হবে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর ছোট ছোট মুহূর্তগুলি আপনার মনকে আনন্দিত করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে শারীরিক কার্যকলাপ এবং যোগব্যায়ামের জন্য কিছুটা সময় নিন। এটি কেবল আপনার শরীরকে সুস্থ রাখবে না, মানসিক শান্তিও প্রদান করবে।

বৃষঃ যখন আপনি কোন অভিমত দিচ্ছেন তখন অন্যদের অনুভূতির বিশেষ যত্ন নিন। আপনার দ্বারা নেওয়া কোন ভুল সিদ্ধান্ত যে শুধু তাদেরকে বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে তাই নয়, বরং আপনাকেও মানসিক চাপ দেবে। বিবাহের যোগ

মিথুনঃ আজকের দিনে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের যোগাযোগে স্পষ্টতা বজায় রাখা অপরিহার্য। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময়.কাটানো আপনাকে স্বস্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন, যার কারণে আপনার অনেক আটকে থাকা প্রকল্প এগিয়ে যেতে পারে।।

কর্কট রাশি ঃসীমাহীন শক্তিঃ ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আর্থিক উন্নতি

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, কারণ সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আপনি এই দিন আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল দেখতে পাবেন। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সহযোগিতা এবং সমর্থন আপনাকে শক্তি দেবে। শুভ দিন।

কন্যা ঃআজ স্বাস্হ্য সু ঃদর থাকবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযাগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের সৃজনশীলতা এই দিন শীর্ষে থাকবে। তাই এই সময়টিকে আপনার শখ বা প্রকল্পে মনোনিবেশ

বৃশ্চিকঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাত্ ফিরে আসবে। আপনি সবার চাহিদার যত্ন নিতে চেষ্টা করলে আপনি বিভিন্ন নির্দেশ মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে যাবেন।শুভদিন।

ধনুঃধরাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি কোনও পুরনো বিনিযাগে থেকে লাভবান হতে পারেন, তবে সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পারিবারিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করুন এটি পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত করবে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন।

মকরঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৃজনশীলতা শীর্ষে থাকবে, তাই আপনার চিন্তাভাবনা লেখার বা কোনও শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করার সময়.এসেছে। নতুন প্রকল্পে কাজ করা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে।

মীনঃ আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের

আবহাওয়া

পূর্বাভাস রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে। তবুও স্বস্তি নেই, উল্টে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে মহানগরী কলকাতায়। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ শহর ও শহরতলিতে, হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কম হতে পারে, তবে থামবে না। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১১টা ৪৫মনিট এবং রাত ১১টা ৪৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

কলকাতার অভিজাত আবাসনে মহিলার রহস্যমৃত্যু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ মহানগরী কলকাতার অভিজাত আবাসনে এক মহিলার রহস্যমৃত্যু। আবাসনের সামনে থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ১৯ তলা থেকে নিচে পড়েই মৃত্যু। কিন্তু আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই বিষয়টা জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সঞ্চিতা আগরওয়াল। বয়স ৪২ বছর। দুই মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে বাইপাসের ধারের বিলাসবহুল আবাসনে থাকতেন তিনি। সোমবার রাতে ওই আবাসনের সামনে থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হন মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ১৯ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে মহিলার। কিন্তু তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন? নাকি পরিকল্পিত খুন? সেটাই ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মহিলার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পরিবারের দাবি, সঞ্চিতা দেবী সম্প্রতি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। কারও সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। তবে কেন? অবসাদের কারণই কী? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মুখে হাসি ফোঁটাল পুলিশ কাকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নববারাকপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' না, এখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বা তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলা হচ্ছে না, তবে এখানে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি নববারাকপুর থানার ইনস্পেক্টর ইনচার্জ সুমিত কুমার বৈদ্য। তাঁর অধিকৃত এলাকা কয়েকটা খুঁদে প্রতিবন্ধী শিশু হৃদয় ভূমে। গত বছর ২০২৪ সালে নব বারাকপুর থানায় পোস্টিং হয়ে আসেন এক তরুণ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। তাঁর চোখে পড়ে থানার সামনে চলমান একটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের দিকে, তারপর সেই শিশুগুলোর সাথে বিভিন্ন সময়ে আনন্দঘন অনুষ্ঠান, মজা করা ইত্যাদি চলতে থাকে নিরন্তর ভাবে। পুলিশ কাকুকে ভালোবেসে ফেলে হরিপদ বিশ্বাস প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরা। গত বছর পুজোতে সবাইকে পুজোর প্রীতি পোশাক দিলে ও ঠিক মনের আশ মেটেনি। তাই তিনি সোমবার দুপুরবেলা বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের সকলকে নিয়ে নববারাকপুরে একটি জামাকাপড়ের দোকানে গিয়ে হাজির হন। ছেলে মেয়েদের বলেন পছন্দমতো পোশাক বেছে নিতে। ছেলে মেয়েরা অভিভাবকেরা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা সবাই পুলিশ কাকুর এই মিষ্টি ব্যবহারে প্রচণ্ড খুশি হন। যেন দেবি আগমনের অকাল বোধনে প্রথম বাজনা টা বাজিয়ে দিলেন নব বারাকপুর থানার আইসি। অভিভাবকরা বলেন থানার বড়ো বাবুর মানবিক উদ্যোগকে কুর্নিশ ও কৃতজ্ঞতা। বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও বধির শিশু কিশোর দের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত হলাম।

খরিফ মরশুমে ধান সংগ্রহে অনিয়ম ঠেকাতে অগ্রিম পদক্ষেপ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ খরিফ মরশুমে ধান সংগ্রহে অনিয়ম ঠেকাতে রাজ্যের খাদ্য দফতর অগ্রিম পদক্ষেপ নিচ্ছে। ১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা কর্মসূচির আগে রাজ্যের সমস্ত ধান ক্রয়কেন্দ্রে ওজন যন্ত্র যাচাই ও ক্যালিব্রেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় এই কাজের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দফতর জানিয়েছে, কিষান মণ্ডি ও অন্যান্য ক্রয়কেন্দ্রে ব্যবহৃত ওজন যন্ত্র ও ব্রিজ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা ও প্রমাণীকরণ করতে হবে। প্রতি বছরে দু'বার এই কাজ হবে-প্রথম দফায় ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে এবং দ্বিতীয় দফায় ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে। গত বছর ই-পিওপি (ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ পারচেজ) ডিভাইস ও ইলেকট্রনিক ওজন যন্ত্র যাচাই করা হলেও সার্টিফিকেটের মেয়াদ এক বছরের জন্য বৈধ। তাই এ বছর নতুন করে প্রমাণীকরণ করতে হবে। এর জন্য জেলাভিত্তিক লিগ্যাল মেট্রোলজি দফতরের সহযোগিতায় জেলা, মহকুমা এবং ব্লক স্তরে শিবির আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রের জন্য ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

হলে দেখানো হোক 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' হাই কোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা!

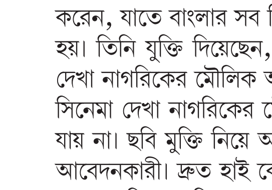

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃকলকাতা হাই কোর্টে এবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার মুক্তি নিয়ে। নদিয়া নিবাসী সায়ন কংসবণিক নামক এক ব্যক্তি মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন, যাতে বাংলার সব সিনেমা হলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর সিনেমা প্রদর্শিত হয়। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো সিনেমা দেখা নাগরিকের মৌলিক অধিকার, সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া কোনও সিনেমা দেখা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। ছবি মুক্তি নিয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করুক, এই আর্জি জানিয়েছেন আবেদনকারী। দ্রুত হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সিনেমার অন্যতম চরিত্র 'গোপাল পাঁঠা' ওরফে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাতির আবেদন হাই কোর্ট খারিজ করেছিল।মঙ্গলবার হাই কোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় জানানো হয়েছে, বাংলায় ' বেঙ্গল ফাইলস' মুক্তিতে আপত্তির অর্থ শিল্পের পথে বাধা তৈরি করা। একইসঙ্গে এ রাজ্যের মানুষকে পছন্দসই সিনেমা দেখার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এছাড়া CBFC-এর ছাড়পত্র পাওয়া কোনও সিনেমার মুক্তিতে বাধা দেওয়ার অর্থ আইন লঙ্ঘন। বাংলা ছাড়া দেশের সর্বত্রই সিনেমার প্রদর্শন হচ্ছে, কোথাও কোনও বাধা নেই। আবেদনকারীর হয়ে মামলা লড়ছেন আইনজীবী সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায় ও নিকুঞ্জ বার্লিয়া। তবে এই সিনেমা নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল বাংলার ইতিহাস বিকৃত করা এবং ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'প্রোপাগান্ডা' সিনেমা তৈরি করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের চেষ্টা করার। ১৯৪৬ সালের 'গ্রেটার ক্যালকাটা কিলিং'-এর প্রভাবশালী চরিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়কে 'প্রোপাগান্ডা' গোপাল পাঁঠা' হিসেবে দেখানোর অভিযোগে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। এই বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করার আবেদন করেছিলেন গোপাল পাঁঠার নাতি। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্টভাবে বলেন, এ ধরনের আবেদন আদালতের আওতায় পড়ে না এবং তাই তা খারিজ করা হয়।

ছাদের উপর কড়া নজরদারি, রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকায় চাপে পুরসভা ও বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেসপ্টেম্বর ঃ ঃরাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ছাদ

ব্যবহারের ক্ষেত্রে। নয়া নিয়ম অনুযায়ী, বহুতল ভবনের ছাদকে আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ধরা হবে না, বরং তা হবে ' প্রপার্টি'। ছাদে কোনও ধরনের বাণিজ্যিক কাজকর্ম, স্টোর রুম নির্মাণ কিংবা বিনা অনুমতিতে শেড বানানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি ছাদে গ্যাস বা কাঠের উনুনে রান্নাও করা যাবে না। বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ শতাংশ ছাদ খালি রাখতে হবে।কাগজে কলমে নির্দেশিকা জারি হলেও তা কার্যকর করা সম্ভব কি না, তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। হাওড়া পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হাওড়ার মতো জনবহুল শহরে প্রতিটি স্পেসের আলাদা মূল্য রয়েছে। মানুষ নানা প্রয়োজনে ছাদকে ব্যবহার করে থাকেন। হাজার হাজার বাড়ি রয়েছে যেখানে ছাদ ব্যবহার হচ্ছে স্টোরেজ হিসেবে কিংবা শেড দিয়ে অন্য কাজে লাগানো হচ্ছে। নির্দেশিকা কার্যকর করতে গেলে বিশাল সমস্যা তৈরি হবে। তাছাড়া, কোনও পদক্ষেপ নিতে গেলেই রাজনৈতিক মহল থেকে বাধা আসবে।শ্রীরামপুর পুরসভার পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ বলেন, আমাদের পুরসভার আয়তন অনেক বড়। জনসংখ্যার ভারসাম্য এবং মানুষের প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরকারি নির্দেশিকা মেনে আইন প্রণয়ন করতে বোর্ড অফ কাউন্সিলারর্সের বিভিন্ন কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো জানিয়েছেন, নির্দেশিকার খবর পেয়েছি, তবে লিখিতভাবে হাতে পাইনি। পুজোর আগেই বোর্ড অফ কাউন্সিলারর্স বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন নিয়ম নিয়ে স্পষ্ট অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। উত্তর হাওড়ার অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, আমাদের আলাদা কোনও স্টোর রুম নেই, তাই বাধ্য হয়ে ছাদ ব্যবহার করি। এখন হঠাৎ যদি বলা হয় সব ভেঙে ফেলতে হবে, সেটা অসম্ভব। মধ্য হাওড়ার কাকলি চক্রবর্তী জানান, ছাদ কমন প্রপার্টি এটা ঠিক, তবে অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ছাদকে স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করে। দক্ষিণ হাওড়ার বাসিন্দা অরূপ নস্করের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই ছাদে শেড তৈরি রয়েছে। এখন যদি সব ভেঙে ফেলতে বলা হয়, সেটা বাস্তবসম্মত হবে না। প্রাক্তন কাউন্সিলাররাও নতুন নির্দেশিকা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। হাওড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার ব্রতেন দাস বলেন, যদি ছাদ সবার জন্য খোলা রাখা হয়, তাহলে আত্মহত্যা কিংবা অপরাধমূলক কাজ বেড়ে যেতে পারে। পিলখানায় খোলা ছাদে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে আগে। তাই সবসময় খোলা রাখা বিপজ্জনক। অন্যদিকে, প্রাক্তন কাউন্সিলার বিভাস হাজরা মনে করেন, ছাদ খোলা থাকলে বৃষ্টির জলে দ্রুত নষ্ট হয়। তাই শেড তৈরি অনেক সময় জরুরি হয়ে ওঠে। নতুন নিয়মগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত।সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের নতুন ছাদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা কার্যকর করার ক্ষেত্রে একদিকে আইনি জটিলতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অসুবিধা প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরকর্তা থেকে শুরু করে বাসিন্দারা-সবার মধ্যেই প্রশ্ন, বাস্তবে এই নিয়ম কতটা মানা সম্ভব হবে।

স্টেট লেভেল কুংফু প্রতিযোগিতায় জগদ্দল দোগাছিয়ার ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী পদক পেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,, জগদ্দল, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ জগদ্দল বিধানসভার অধীনে দোগাছিয়া গান্ধী মোড়ের

সন্নিকটে জয়দেব বিশ্বাস-এর শুভ উদ্যোগে ও প্রশিক্ষণে দোগাছিয়া জনকল্যাণ সমিতি ক্লাবে-শাওলিন উইনচুং উশু কুংফু প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয়ে স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে। ২০২৫-এবছরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাত্র-ছাত্রীরা খুব অল্পদিন প্র্যাকটিস করে ওই ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে। ১২ তম সারা বাংলা সাওলিন কুংফু উশু চ্যাম্পিয়নশিপ শান সু-২০২৫ ঢাকুরিয়ার পিএনটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় ওই দশ জনের মধ্যে ২ জন গোল্ড পদক ও ২ জন সিলভার পদক এবং ৬ জন ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তাদেরকেই সম্মান জানানোর জন্য রাজ্যের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সিফু-রূপম রায়ের উপস্থিতিতে এবং দোগাছিয়া জনকল্যাণ সমিতির ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে দশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় জনকল্যাণ সমিতির প্রাঙ্গণে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এই সম্বর্ধনার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা হয় , রাজ্যের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর সিফু ওর রূপম রায় বলেন আমরা আশা করি তারা আগামীদিনে ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এই ছাত্র-ছাত্রীরা জয়ী হোক। কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাক। সূর্য বিশ্বাস ও আকাশ রায় গোল্ড পদক সম্মান পায় এবং কৌশিক চক্রবর্তী ও মন্দিরা কাপাসিয়া সিলভার পদক পায়। ব্রোঞ্জ পদক পায় যারা রাহুল রাজবংশী, অনিকেত সাও, সৃজিত রায়, সূর্য দীপ সিং, প্রিন্স রায়, দেব সাহা রায়।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে পুজোর আগেই সাড়া জাগানো ছবি দেবী চৌধুরানী রিলিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো মানেই দূর্গা পুজো আর এই উৎসব ঘিরে বাংলা ছবির উদযাপনের পালা। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে সিনেমা তৈরি হয়েছে । বাংলা ছবির অন্যতম পরিচালক শুভজি মিত্রর ছবি দেবী চৌধুরানী বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে ছবিটি ঢ়তৈরি হয়েছে।। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় কে সেখানে দেখা যাবে দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায়। অন্যদিকে ডাকাত সরদার ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে তারা জোর কদমে ছবির প্রচার করতে ব্যস্ত রয়েছেন। সঙ্গে কলাকুশলীরা। কলকাতার দুর্গাপূজার মন্ডপে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। কখনো ঘোড়ায় চড়ছেন ছবির চরিত্রের জন্য। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটিতে বিকেলে ছবির মুখ্য চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (বুম্বাদা) ও শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হাজির হন। তারা বলেন , এই ছবিটি শিহরণ জাগানো কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। সকল দর্শকদের মুগ্ধ করবে। এর

আগেও প্রসেনজিৎ বেশ কয়েকটি ইতিহাস সমৃদ্ধ ছবি করেছেন যেমন চোখের বালি, লালন ফকিরের জাতিস্মর, প্রভৃতি ছবিতেও দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন। এই দেবী চৌধুরানী হয়েওঠার আগে প্রফুল্লর জীবন কথা আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই ছিল। এই ছবিটি আগামী ২৬ শে সেপ্টেম্বর রিলিজ হবে। ' গিরি কান্তর মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার' হয়। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির গোশালা এলাকায় কালী মন্দিরটি আজও রয়েছে।

বহিরাগতদের দৌরাত্ম্যে অশান্ত হাবরা বাণীপুর মহিলা কলেজ, সরব অধ্যক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ সরকারি অনুমোদিত জমি দখল থেকে শুরু করে কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে বহিরাগতদের মদের আসর ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ-সবকিছুর বিরুদ্ধে সরব হলেন হাবরা বাণীপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা বিদিশা ঘোষ দস্তিদার। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চললেও পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কোনও সুরাহা হয়নি। এমনকি শাসক দলের স্থানীয় কাউন্সিলারের মদতেই এসব ঘটছে বলে সরব হয়েছেন তিনি। হাবরা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ৮.৭ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে

বাণীপুর মহিলা কলেজ। নিয়মিত খাজনা দিয়ে এই জমির অধিকার সংরক্ষণ করে আসছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ চত্বরেই রয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের (এনএসএস) একটি ক্লাসঘর, যা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্রীদের সমাজসেবামূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার হওয়ার কথা। কিন্তু অভিযোগ, কলেজ চত্বর ঘিরে কোনও সীমানা প্রাচীর না থাকার সুযোগে বহিরাগত কিছু যুবক ওই ঘর দখল করে নিয়মিত মদের আসর বসাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কলেজ শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যা নামতেই আসর বসে, এমনকি কখনও কখনও কলেজ চলাকালীনও তাদের কার্যকলাপ চলে বলে অভিযোগ। ২০১৫ সালে অধ্যক্ষা হওয়ার পর থেকেই বিদিশা ঘোষ দস্তিদার বারবার এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন বহিরাগতদের। ছাত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যাতে মদের আসর বন্ধ হয়। কোনও কাজ না হওয়ায় অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘরে তালা লাগিয়ে দেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। অভিযোগ, বহিরাগতরা সেই তালা ভেঙে নিজেদের তালা বসিয়ে নিয়েছে। বিষয়টি কলেজের পরিচালন কমিটিতেও আলোচিত হয়েছে। অধ্যক্ষা লিখিতভাবে হাবরা থানা ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ফল মেলেনি। তাঁর দাবি, কলেজের জমিতে বহিরাগতরা একটি অস্থায়ী কাঠামোও তৈরি করেছে। অধ্যক্ষার কথায়, বহিরাগতরা শুধু ক্লাসঘর দখল করে মদের আসর বসাচ্ছে তা-ই নয়, অপরাধমূলক কাজকর্মও চালাচ্ছে। কলেজের জমিও বেআইনিভাবে দখল করেছে তারা। ছাত্রীরা এবং অধ্যাপকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আমি বারবার থানায় ও প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন সুরে বলেন, কলেজ থেকে অনেক দূরে এলাকায় অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করেছে স্থানীয় মানুষ। সারা দিন কাজ করার পর কয়েকজন যুবক সেখানে ক্যারাম খেলে। বিষয়টিকে নিয়ে অকারণে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপির রাজ্য নেতা তাপস মিত্র বলেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক কলেজে ঢুকে মদের আসর বসাচ্ছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ছাত্রীরা যেভাবে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, তা প্রশাসনের ব্যর্থতাই প্রমাণ করছে। শাসক দলের নেতা এবং হাবরার তৃণমূল বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অবশ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখছেন। তাঁর বক্তব্য, কলেজের জমি বাদ দিয়ে পাশের সরকারি জমিতেই তিন বছর আগে সরকার পাট্টা দিয়েছে। আমি অধ্যক্ষাকে বলেছিলাম, কলেজের চারদিকে প্রাচীর তুলে দিন। যদি তহবিল না থাকে, তা হলে আমাকে লিখে জানান, আমি ব্যবস্থা করব। কিন্তু অধ্যক্ষা আর আমার সঙ্গে দেখা করেননি। পরিচালন কমিটির সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করছেন না। মল্লিক আশ্বাস দেন, খুব শীঘ্রই বিডিও এবং পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারকে পাঠিয়ে কলেজের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস জানান, যদি হাবরা থানায় অভিযোগ করা হয়ে থাকে, তা হলে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। এ রকম কিছু হয়ে থাকলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, সরকারি কলেজের জমি দখল থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের দৌরাত্ম্যে ছাত্রীরা যেমন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তেমনি প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে সমস্যার কোনও সমাধানও দেখা যাচ্ছে না। একদিকে অধ্যক্ষার অভিযোগ, অন্যদিকে শাসক দলের অস্বীকার-সব মিলিয়ে অশান্ত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে হাবরা বাণীপুর মহিলা কলেজ।

বসিরহাটের স্বরূপনগরের বিষধর সাপের ছোবলে মৃত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, স্বরূপনগর , ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.)ঃ বিষধর সাপের ছোবলে মৃত এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে , বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার কৈজুরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝের পাড়ার ঘটনা। ঘটনায় প্রকাশ, সোমবার রাতে শর্মা দফাদার গাইন (৪৪), সাপের কামড়ে জখম হয়। কৈজুরি'তে সোমবার রাত ৯ টা নাগাদ বাড়ির মধ্যেই ওই ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে মশারি টাঙানোর সময় ওই ঘটনা। নিজের ঘরে সেই সময় বিষধর সাপ ছিল। ঘরের মধ্যেই সে ছোবল মারে ও লুটিয়ে পড়ে সেখানেই। সোমবার রাতেই স্থানীয় এক ওঝার কাছে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয়.। যদিও সেখানেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। তারপর অবস্থার অবনতি হলে সাঁড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্যেই বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সুন্দরবনে কালো বাজারি রুখতে নতুন নিয়ম

বিশেষ প্রতিনিধি, কুলতলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ এবার পুজোর আগেই সু ঃদরবনে বেড়ানোর বোট বুকিং এর কালো বাজারি বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নিলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। জঙ্গলে পর্যটকদের নিয়ে যেসব লঞ্চ বা বোট যায়, তাদের অনলাইনে আগাম বুকিং করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় এবার বদল আনলো সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রীমত্যা ঝর্না দত্ত (দে) ২. শ্রী সৈকত দত্ত ৩. শ্রী সৌর্য্য দত্ত গত ১৮/০৩/২০১৬ তাং IV-57/2016 নং আমমোক্তার দলীল বলে ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার, খতিয়ান নং- R.S. ৪৪১৫ L.R. ১৬৭৪২/১,১৭৩৪১/১ ও দাগ নং R.S. ১৪০৮৭ L.R. ১৯১৭১ এর ১১.৫০ শতক সম্পত্তি ও ৮.২৫ শতক সম্পত্তির আমমোক্তার করিয়াছি শ্রী অশোক কুমার দত্ত মহাশয়কে, উক্ত আমমোক্তার কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং 26-10-21 তারিখে I-10192/21 নং দলিল বলে শ্রীঋক দত্ত মহাশয় কে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। খতিয়ান বা আমমোক্তারনামায় কোনরূপ অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন।

বৃষ্টি হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবেই, ভ্যাপসা গরমও কাটছে না মহানগরীতে

নিজসস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) ঃ পূর্বাভাস রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে। তবুও স্বস্তি নেই, উল্টে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে মহানগরী কলকাতায়। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ শহর ও শহরতলিতে, হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কম হতে পারে, তবে থামবে না। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

পড়ুয়াদের প্রশিক্ষন দিতে ফলতার শিল্প কারখানা পরিদর্শন এস ভি আই এস টি কলেজের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে শিল্প হয় না,কাজের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হয় এই সবের মাঝে পড়ুয়াদের শিল্প মুখী করতে এগিয়ে এলো এস ভি আই এস টি কলেজ। শিল্প ও ফিল্ড ভিজিটের মধ্যে দিয়ে শিল্প অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হলো তারা।স্বামী

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গত বৃহস্পতিবার ও সোমবার শিক্ষার্থীদের শিল্প অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক শিক্ষা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক শিল্প ও ফিল্ড ভিজিট করে।গত বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের ফলতা সংলগ্ন Alom Poly Extrusions Ltd. এবং Alom Aluminium Pvt. Ltd(প্রসিদ্ধ পলিমার ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী সংস্থা) শিল্প পরিদর্শন করে। এর পরে সোমবার তাদের নিয়ে ফলতা শিল্প নগরীর Datre Corporation Ltd.এ ভিজিট করে,এখানে ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কাজ পর্যবেক্ষণ করে তারা।এই ভিজিটগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উপাদন প্রক্রিয়া, শিল্প পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভ করে। পাশাপাশি, তারা ইন্টার্নশিপ, প্লেসমেন্ট ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সম্পর্কেও অবগত হয়।এই উদ্যোগ সম্পর্কে এস ভি আই এস টির প্রিন্সিপাল ডঃ সোনালি ঘোষ বলেন,SVIST সবসময় একাডেমিয়া ও শিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। প্লেসমেন্ট ড্রাইভ ও কর্পোরেট সংযোগ কর্মসূচির পাশাপাশি এই ধরনের ভিজিট শিক্ষার্থীদের শিল্প মান পূরণে প্রস্তুত করে এবং তাদের কর্মজীবনে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে।এই কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও যৌথ HOD (ECE বিভাগ) শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য বলেন,এই ভিজিটগুলি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের শিল্পক্ষেত্রের প্রত্যাশা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সমন্বিত হতে সহায়তা করে।এই ভিজিটেরকনভেনর তথা এই কলেজর সহকারী অধ্যাপক ও ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট অফিসার ডঃ আতাউর সাফি রহমান বলেন,আমরা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিল্প নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ভিজিট তাদের কর্পোরেট জগতে প্রবেশের প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করবে।এদিন এই ভিজিটগুলিতে দিকনির্দেশনা দেন ডঃ আতাউর সাফি রহমান, শীর্ষেন্দু ভট্টাচার্য. অনিন্দ্য ঘোষ এবং রাজু পাল।এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে SVIST শিক্ষার্থীদের কর্মজীবন উন্নয়ন, শিল্প-প্রস্তুতি এবং সার্বিক পেশাগত বিকাশে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে।অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা এ ধরনের শিল্প কারখানা পরিদর্শন ও ভবিষ্য কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে এবং অনুপ্রাণিত হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

টেন্ডার নোটিস নং ঃ সিভি/ই-অকশন/ এসএমইউ/০১/২০২২, যেটি সিনি. ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল তার সংশোধনী। **"ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটের পরিবর্তে ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা রূপে পড়তে হবে।"** অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। SDAH-199/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 527/PWD/ROAD/BMC, Date-15/09/2025, e-Tender has been invited Renovation surface drain and repairing of road at different locations within Ward No. 27 under BMC. (**APAS SCHEME**) **[Tender I.D : 2025_MAD_903663_1 to 15] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission 23/09/2025 up to 15.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং. ঃ জিইএম/২০২৫/বি/ ৬৬৮০৮০৪, তারিখ ঃ ১৩.০৯.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ০২ বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ের কাঁচরাপাড়াতে "এলএইচবি প্রকল্পের অনুমোদিত কাজের অধীনে প্ল্যান্ট সেট আপ সংক্রান্ত অনবোর্ড /সূচনাকৃত সরঞ্জাম /যন্ত্রপাতির আইএস/আইএসও/আইইসি ঃ ১৭০২৫ ঃ ২০১৭ এবং / অথবা অ্যাক্রেডিটেশন কমিশন ফর কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট বডি (এসিসিএবি) বা অন্য সমতুল জাতীয় / আন্তর্জাতিক মানের বা এজেন্সি প্রদত্ত পরীক্ষা পরিষেবা অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ, শর্তাদি, নিয়ম ও বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠিত /প্রতিষ্ঠিত দক্ষ পরীক্ষা করার ল্যাবরেটরির মাধ্যমে এলএইচবি হুইল সেট-এর উপরিতলের ত্রুটি নির্ণয়ে এডি কারেন্ট অ্যারে / টেস্টিং (ইসিএ/ইসিটি) প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার করতে সংস্থা ভাড়া নেওয়ার কাজের জন্য" ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৮২,৩৯৫.৩৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৯,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিশদ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। MISC-208/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজোর প্রচলন হয় চন্দননগরের কোলে বাড়ি দুর্গোৎসবের

মলয় সুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ চন্দননগরের যে কয়টি প্রাচীন পারিবারিক পুজো এখনো ঐতিহ্য বহন করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলের পাশেই যুগী পাড়া হরের পুকুর ধারে কিছুটা এগুলোই কোলে বাড়ির পুজো। এই বাড়ির অন্যতম বর্ষিয়ান সদস্য আইনজীবী অজয় কোলে জানান , এই পুজো ৯০ বছরের বেশি পুরনো। একদিন রাতে দেবী দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্বর্গীয় পিতা নীলমণি কোলে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এখন সেখানে সারা বছরই নিত্য সেবার ব্যবস্থা থাকে। এখানে গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা মেনে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীর পূজা হয়। বংশানুক্রমে প্রতিমা তৈরি করেন মহাদেব পাল। সীতারাম ওঙ্কারনাথ গুরুদেবের শীর্ষ পরিবারের সকলে। তাই পুজো শুরুর আগেই হরিনাম সংকীর্তন উচ্চারণ করে পুজোর পাঠ চলে। প্রাচীন রীতি মেনে পুজোর মহালয়ার আগে প্রতিপদ দিন থেকে বাড়িতে নিরামিষ খাওয়া দেওয়া হয়। এক চালচিত্র প্রতিমা। অসুরের রং সবুজ, ডানদিকে গণেশের রং গোলাপি, বাঁদিকে কার্তিক সাদা রঙের এবং লক্ষ্মী আর ডানদিকে সরস্বতী রয়েছে।প্রতিবছরই রথের দিন কাঠামো পূজোর মাধ্যমে পুজো শুরু

হয়। ঐদিন অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। সপ্তমীর দিন ভোরবেলায় কলা বউ স্নান করতে পরিবারের সদস্য ও আত্মী-স্বজনরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে ঘট নিয়ে গঙ্গায় যান। সঙ্গে নারায়ণ শিলা থাকে। বাড়ির একমাত্র পুত্র অনমিত্র বলে বলেন, পুজোয় দেবীকে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত অন্ন ভোগ উৎসর্গ করা হয়। প্রথম দিন ছয় রকমের ভাজা ও ছয় রকমের মিষ্টি দেওয়া হয়। সপ্তমীতে সাত রকমের ভাজা ও একই মিষ্টি। নবমীতে নয় রকমের ভাজা ও নয় রকমের মিষ্টি। দশমীর দিন দুপুরে পান্তা ভাত , পোস্তর বড়া, পাঁচ রকমের ভাজা, চালতার টক দেওয়া হয়। বাড়ির বউ মল্লিকা দেবী পূজার দিন গুলিতে ব্যস্ত থাকেন। এই বাড়ির পূজোয় একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পুজোর আগে বিভিন্ন সতী পিঠের স্থান ঘুরে সেখানকার মাটি নিয়ে আসা। যেমন তারাপীঠ, কঙ্কালীতলা, দক্ষিণেশ্বর, রাজবল্লভী মাতা, কিরিটেশ্বরী , মহানাদ প্রভৃতি ধর্ম স্থানে যান। এই কাজটি অজয় বাবু নিজেই করেন। নবমীর দিন দুপুরে অতিথি অভ্যাগত ও পাড়াপড়শিদের পদ্ম পাতায় খিচুড়ি ভোগ , আলুর দম, বেগুনি , চাটনি, পাঁপড় , বোঁদে পাত পেড়ে খাওয়ানো হয়। অষ্টমীর দিন একাধিক কুমারী পূজা হয়। দশমীর সন্ধ্যায় সিঁদুর খেলার পর কাছারী ঘাটে বিসর্জন হয়। আবার আগামী বছরের জন্য পরিবারের সকলের প্রতীক্ষায় থাকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮৭ সংখ্যা, বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২

সুরকীর সুলিল-ঘরনী

চিত্রশিল্পী জ্যোতি চৌধুরী। সুরকার সলিল চৌধুরীর স্ত্রী। গুণী চিত্রশিল্পী জ্যোতি চৌধুরী। তাঁর আর একটি পরিচয় তিনি প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী সলিল চৌধুরীর স্ত্রী। সলিল-জ্যোতির তিন সন্তান। অলোকা,লিপিকা, তুলিকা। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত জীবনে এই গুণী মানুষটির পাশে থাকা, আত্মত্যাগ অতুলনীয়। কলকাতার ভবানীপুরের নামী পরিবারের কন্যা ছিলেন জ্যোতি চৌধুরী। ভালোবেসে বাড়ির অমতেই বিয়ে করেছিলেন ১৯৫২ সালে উদীয়মান সুরকার সলিল চৌধুরীকে। ভালোবাসার মানুষটির জন্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতেও পিছপা হননি তিনি। নিজের আর্ট কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই মুম্বাইতেপাড়ি দেন স্বামী সলিলের সাথে,স্বামীর উন্নতিরজন্যে উন্নতির জন্যই। সলিল চৌধুরীর সঙ্গে জ্যোতির আলাপ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে জ্যোতির মাসির বাড়িতে। এবং সেখানেই ছিল সলিলের মামার বাড়ি। অসম থেকে আসা সলিল মামাবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করছিলেন। জ্যোতির মাসতুতো দাদারা ছিলেন তাঁর বন্ধু। সেই সূত্রেই আলাপ(১৯৪৫), প্রেম এবং পরিণয়। ভবানীপুরে পূর্ণ সিনেমার পিছনে জমিদার গিরিজা শংকর ভট্টাচার্যের কন্যা, আশুতোষ কলেজের ছাত্রী, জ্যোতি'কে ফিলোজফি পড়াতেন সলিল গৃহশিক্ষক হিসেবে। মুম্বইয়ে যখন একটু একটু করে নিজের পায়ের নীচে জমি শক্ত করেছেন সুরকার সলিল। সেই সময় সবসময়ই পাশে ছিলেন স্ত্রী জ্যোতি। ঘনিষ্ঠ বৃত্ত বলে, যুবক বয়সে সলিলের কাজের অনুপ্রেরণা ছিলেন জ্যোতিই। স্বামীর যখন উপার্জন নড়বড়ে, তখন সংসারের হাল ধরেছিলেন অঙ্কনশিল্পী জ্যোতিই তাঁদের সংসারের। অংশ নিয়েছেন বহু প্রদর্শনীতে। ছোটবেলায় জ্যোতি তাঁর মাতামহকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর ছবি আঁকা যা তিনি বজায় রেখেছিলেন নবতিপর বয়সেও। শয্যাশায়ী হয়েও স্কেচ করতেন সুদক্ষ ভাবেই। মুম্বইয়ে 'সুরছায়া'তে ছিল স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে জ্যোতির সাজানো , সুখের সংসার তবে সেই সংসার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীতে সবিতার সঙ্গে সলিলের সম্পর্কের কারণে সন্তানদের নিয়ে সরে আসেন জ্যোতি, যদিও আইনত বিচ্ছেদ হয়নি জ্যোতি,সলিলের কোনদিনই। বাংলো ছেড়ে বান্দ্রার ফ্ল্যাটে থেকে শুরু করেন সন্তান সহ জ্যোতি চৌধুরী। এমনকী, সলিলের মা-ও এক সময় ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সুপ্রতিষ্ঠিত সলিলের সঙ্গে তাঁর উন্নতির সুদিনে বেশিদিন আর সংসার করা হয়নি জ্যোতির স্বামী, সন্তান নিয়ে। কিন্তু এই নিয়ে কখনও কোনও তিক্ততা, প্রকাশ করেননি তিনি প্রকাশ্যে। মর্যাদা দিয়েছেন উভয়ের ব্যক্তিগত পরিসরকেই আজীবন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সবিতা চৌধুরী,সলিল চৌধুরীর স্ত্রীয়ের মর্যাদা,সম্মান পেয়েছিলেন সর্বসমক্ষে। এখনও অনেকেই জানেন না হয়তো, জ্যোতি চৌধুরীই স্ত্রী সলিল চৌধুরীর এবং আইনতভাবে তাই ছিলেন চিরদিনই তাঁরা। সলিল,সবিতার দুই পুত্র,দুই কন্যা-অন্তরা,সঞ্চারী,সঞ্জয়, সুকান্ত। ছয়ের দশকে সিঙ্গল মাদার হিসেবে একা হাতে নিজের তিন মেয়ে অলকা, তুলিকা এবং লিপিকাকে মানুষ করেছিলেন এবং তিনজনকেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

অভিনেতা সৌমিত্র

সৌমিত্র এবং অন্য তারকাদের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য ছিল। অন্যরা সকলেই ওয়ান ডাইমেনশনাল। মানে, ওঁদের লোকেরা মনে রাখবেন শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্য। কিন্তু সৌমিত্র হল মাল্টি-ডাইমেনশনাল। অভিনয়, আবৃত্তি, নাটক, লেখালেখি, ছবি আঁকা.... এরকম বহুমুখী প্রতিভাকে বাঙালি কিন্তু তাঁর টোটালিটির জন্য মনে রাখবে। আর এখানেই সৌমিত্র অন্য তারকাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ওর শেষযাত্রায়। কোভিডের মধ্যেও কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামা দেখে অবাক হতে হয়! শুধুমাত্র এপার বাংলাতেই নয়, ওপার বাংলাতেও সৌমিত্রকে লোকেরা ভীষণ ভালবাসেন। শুধুমাত্র ভার্সেটাইল অভিনেতা নয়, ওর হাতের লেখা, কবিতা, সব বিষয়ে জ্ঞান, পড়াশোনা, মূল্যবোধ, সাহসিকতা, বরাবর মুগ্ধ করত। জীবনে এত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, সৌমিত্র প্রত্যেক মুহূর্তে চেষ্টা করত নিজের কাজকে আরও উন্নত করার। ওর মধ্যে কখনও কোনও ইগো দেখিনি। খুবই বিনয়ী স্বভাবের ছিল। খেলা থেকে রাজনীতি, সব বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও, এটা কখনও দেখাত না যে ও কত বেশি জানে! এছাড়া সৌমিত্রর আরও একটা দিক ছিল। শুধুই কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ছবিতে এটা খুব জরুরি, কিন্তু এইসঙ্গে কাদের সঙ্গে কাজ করছে, কী বিষয়, ওর চরিত্রটা কতটা মানুষের মনে ধরতে পারে, এগুলোও ওর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্ধুদের খুব সম্মান দিত। নিজের কমিউনিটির কথা ভাবত, দেশের কথা ভাবত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও ভয় পায়নি। এত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সতিই আর দেখা যায়নি। সৌমিত্রর আর একটা গুণ ছিল, যে কোনও আড্ডার আসর জমিয়ে দিতে পারত। এত ভাল স্টোরিটেলার এবং এন্টারটেনার ছিল। সে কারেন্ট অ্যাফেয়ারস নিয়ে কিছু বলুক কিংবা কবিতাপাঠ। তার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত তো ছিলই থাকত। আসলে ও তো কলকাতা শহরের অনেক পরিবর্তন দেখেছে, দেশের স্বাধীনতার সাক্ষী থেকেছে। অনেক কিছু শোনার থাকত ওর কাছ থেকে। আর ছিল ওর অপরূপ ক্যারিশমা, কী সুন্দর হাসি! মুখে সবসময় একটা উজ্জ্বল্য। ও মুখের দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করেও ওর হাসি মুখটা কল্পনা করা যায়। ওর সঙ্গে কাজ করার প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। তবে 'অপুর সংসার'-এর শুটের সেই দৃশ্যটির কথা মনে থাকবে। তিনি বরাবরই কমন ম্যানস ইমেজ ধরে রেখে গিয়েছে। ওর মধ্যে স্টারসুলভ কোনও ব্যাপারই ছিল না। নিজে গিয়ে বাজার করত, ব্যাঙ্কের কাজ করত। ও এই স্বাধীনতাটা উপভোগ করত। বলত, 'সিনেমার নায়ক মানে কি নিজেকে ব্লক করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে?' সবার বন্ধু ছিলেন তিনি।

সবার বন্ধু সৌমিত্র

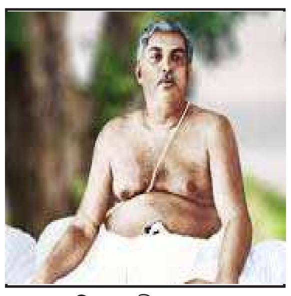

মা মধ্যে দিয়ে নারী জাগরণের কথা বেশি করে ভাবতে হবে। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মা সারদা শক্তি এবং ভক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে অভয় দান করেন। মহিলারা হচ্ছেন ভারতের আদর্শ। তারা হচ্ছেন জাতির মেরুদণ্ড। নারীরাই দেশকে পরিচালনা করে। আজকের বিশ্বে নারীরা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। নারীরা না থাকলে জাতির জাগরণ তৈরি হয় না। নারীরা হচ্ছে প্রেরণা দাত্রী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন। সেই শক্তি গ্রহণ করে সবাই সপ্তম কাজ করে চলে। সংসার নারীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, উত্থিত হবে মহা দৈব্য মহাশক্তি। সেই মহৎ মাতৃ দৈব্যশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মানব সেবায় এবং দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব পরিবারের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী শক্তির উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে। নতুন করে ভারত গড়ার কাজে লাগাতে হবে। নিত্য নতুন বিজ্ঞান আবিষ্কারের নেশায় মত্ত থাকতে হবে। মা ভবতারিণীর শক্তিকে সবার মধ্যে বিতরিত করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ। সেই মানব সম্পদকে সঠিকভাবে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। মাতৃভক্তি দিয়ে স্বদেশ এবং পরিবারকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগরিত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবার মধ্যে বিরাজ করেন। তিনি সবার মা। তাঁর কাছে ধনী দরিদ্র সবাই সমান। তিনি সবার ভালোবাসার ধাত্রী। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদ মায়ের নাম করতেন।

শরৎ সাহিত্যকে ভবঘুরেদের সাহিত্য বললেও তাতে শরৎচন্দ্র রাগ করেননি

নির্মল জানা, কলকাতা

প্রেমঘটিত ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভুলতে প্রথম জীবনে হাতে পয়সা পেলেই শরৎচন্দ্র প্রচুর মদ পান করতেন। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেহুঁশও হয়ে পড়তেন। একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে মদ শেষ। কী করা যায়? গভীর রাতে এক বাঙালি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন তাদেরই পরিচিত এক বর্মি বন্ধুর বাড়ি মদ আনতে।

বর্মি বন্ধুটির হার্টের অসুখ থাকায় তাঁর মদ খাওয়া নিষেধ ছিল। অনেক অনুরোধের পর বন্ধুর স্ত্রী মদের বোতল বের করে দিলেন। এ দিকে শরৎ ও অন্য বন্ধুদের কী খেয়াল হল, তাঁরা মদ খেতে বসে পড়লেন ওই বর্মি বন্ধুর বাড়ির বারান্দাতেই। মদ খাবে না এই শর্তে সেও আসরে যোগ দিল। স্ত্রীর নজরদারিতে গোড়ায় মদ না খেলেও, স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধুদের অনুরোধে যথারীতি মদের গ্লাসে চুমুকও দিয়ে ফেলল। তার কিছু ক্ষণ পরেই হঠাৎ বুক চেপে ধরে বিকট আর্তনাদ, এবং মৃত্যু!

এর পর শরৎচন্দ্র মদ ছেড়ে আফিম ধরেছিলেন। যে নেশা তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি ছিল। ভাল গান গাইতেন, শরতের গানে মুগ্ধ হয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁকে 'রেঙ্গুন রত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। রেঙ্গুনের যৌনপল্লিতেও নাকি শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল।

একবার একটি মেয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, তার বসন্ত রোগ হয়েছে। তা দেখে বন্ধুরা সকলে ভয়ে পালিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পালালেন না। পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকলেন, মেয়েটির চিকিৎসা করলেন। এত কিছু করা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচল না। শরৎচন্দ্র মেয়েটির সৎকারও করেছিলেন।

রেঙ্গুনে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন লোয়ার পোজনডং-এর এক মিস্ত্রিপল্লিতে। সেখানকার মানুষজনের আপদে-বিপদে সাহায্য করা, অসুখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া, সব মিলিয়ে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন মূর্তিমান মুশকিল আসান। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখে বন্ধু গিরীন মিস্ত্রিপল্লিকে মজা করে বলতেন 'শরৎপল্লি'।

এই মিস্ত্রিপল্লিতেই এক অসহায় মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বিপদে পড়েছিলেন। ওই পল্লিতে থাকত এক দম্পতি। বছরখানেক পর মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে যুবকটি তাকে ছেড়ে পালায়। মেয়েটির প্রসব বেদনা উঠলে স্থানীয় লোকজন গেলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকলেন।

সন্তান প্রসবের পর মেয়েটির দুঃখের কাহিনি শুনলেন ও যুবকটির খোঁজে লোক লাগালেন। খোঁজ পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র লোক মারফত যুবকটিকে বলে পাঠালেন, সে যেন তার স্ত্রী ও সন্তানকে গ্রহণ করে। যুবকটি কিন্তু মেয়েটিকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করল। তারা যে বিবাহিত ছিল না সেটাও জানা গেল। ছেলেটি তখন অন্য এক জায়গায় সংসার পেতেছে।

শুনে বেজায় চটলেন শরৎচন্দ্র। অসহায় মেয়েটিকে বললেন, যুবকের বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করতে। মামলা কোর্টে উঠলে যুবকটি বলল, মেয়েটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক আছে। সদ্যোজাত সন্তানটি তার নয়, শরৎচন্দ্রের। আর সন্তান প্রসবের সময় সে কারণেই নাকি শরৎচন্দ্র খরচাপাতি করে ডাক্তার আনিয়ে ছিলেন। বিচারক সব শুনে ডাক্তারের বয়ান নিলেন। ডাক্তার জানালেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে ডাকলেও প্রসবের সময় মেয়েটি তার স্বামীর নাম, মানে ওই যুবকটির নামই করেছিল। যে নাম তার ডায়েরিতে লেখা আছে। বিচারক সিদ্ধান্ত শোনালেন। যুবকটি খোরপোশ দিতে বাধ্য হল।

শরৎচন্দ্রের ছিল মাছ ধরার নেশা। বার্মার পেগুতে থাকাকালীন তিনি প্রায়ই যেতেন মাছ ধরতে। এক দিন পুকুরঘাটে গিয়ে দেখলেন, এক সাহেব বেশ তরিবত করে মাছ ধরতে বসেছেন। এ দিকে অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ধরে ফেললেন একখানা বড় মাছ। তা দেখে ওই সাহেব স্পষ্ট বাংলায় শরৎচন্দ্রের মাছ ধরার তারিফ করে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলেন।

সুদূর পেগুতে সাহেবের মুখে বাংলা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক। পরে জেনেছিলেন, সাহেব অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন, সেখানেই বাংলা শেখেন। কথায় কথায় সাহেব জানালেন, আজ মাছ নিয়ে বাড়ি না ঢুকলে মেমসাহেব তাঁকে আস্ত রাখবেন না।

কারণ, প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি রেঙ্গুন থেকে পেগু এসেছেন স্রেফ মাছ ধরার নেশায়। এখন যদি একটাও মাছ নিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে লজ্জার কথা। সব শুনে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, ''আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।

রেঙ্গুনের বাড়িতে ছিল তাঁর নিজস্ব একটি লাইব্রেরি। কাঠের এই বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন এক ইউরোপীয় সাহেবের কাছ থেকে। এক বার আগুন লাগল সেই বাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব কিছু। তার মধ্যেই ছিল 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর নিজের আঁকা বেশ কিছু পেন্টিংও। সব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে শরৎচন্দ্র পথে এসে দাঁড়ালেন, কুকুর 'ভেলি' আর পোষা কাকাতুয়া 'বাটুবাবু'র সঙ্গে। আক্রান্ত হলেন রোগে। হাত-পা ফুলে যাচ্ছে, যন্ত্রণা। অবস্থা এমন, প্রায়-পঙ্গু পা নিয়ে চলাফেরাই করতে পারেন না। ডাক্তার জানালেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের কারণেই এই দশা, বার্মা ছাড়লে তবেই এ রোগ সারবে।

এ দিকে চিকিৎসার জন্য ছুটি চাওয়া নিয়ে অফিসে বড়সাহেবের সঙ্গে বচসা বাধল। শরৎচন্দ্র খুব উত্তেজিত হয়ে তেড়ে গেলেন সাহেবের দিকে। বাঙালি কেরানির ঔদ্ধত্য দেখে সাহেব স্তম্ভিত!

সে দিনই কাজে ইস্তফা দিলেন শরৎচন্দ্র। ফিরলেন দেশে। দেশে ফিরে চেহারায় বদল আনলেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় দাড়ি রেখেছিলেন। ঘন ঘন সিগারেট খেতেন। খেলতেন দাবা। জীবনচর্চায় ছিল ফরাসি বোহেমিয়া নিজমের প্রভাব। তখন তাঁর গুরু ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলা। বর্মা থেকে ফেরার কয়েক বছর পর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেললেন। শুরু হল আর এক নতুন জীবন।

শরৎচন্দ্রের বার্মা যাত্রাটাও বেশ মজার। যাওয়ার সময় পরিবার বন্ধুবান্ধব কাউকে কিছু না জানিয়ে শরৎচন্দ্র বার্মায় গিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজ বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ঢোকার আগেই তাঁকে যেতে হল 'কোয়ারান্টিন'-এ।

সেই সময় কোনও বন্দরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে প্রবেশের আগে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছুটা দূরে অন্য এক জায়গায় কয়েক দিন রাখা হত। একেই বলা হয় কোয়ারান্টিন। রেঙ্গুন তখন প্লেগে ভয়ংকর বিপর্যস্ত। বর্মার সাহেবসুবোরা ধরেই নিয়েছিল, প্লেগ ছড়িয়েছে তৎকালীন বম্বের বন্দরে জাহাজে জাহাজে যে কুলিরা কাজ করে, তাদের থেকে। রেঙ্গুন ঢোকার আগেই কুলি আর ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও গেলেন আটকে। এক জঙ্গলঘেরা জায়গায় কাটালেন নয় নয় করে সাত দিন। অবশেষে ঢোকা গেল রেঙ্গুন শহরে। হাত একেবারে খালি।

সে সময় রেঙ্গুন শহরে একটিমাত্র বাঙালি হোটেল;'দাদাঠাকুরের হোটেল'। সেখানে থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা জেনে শেষমেশ পৌঁছলেন তাঁর কাছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের নামকরা উকিল। শরৎচন্দ্র সাত দিন আটকে ছিলেন শুনে মেসোমশাই বললেন, ''তুই আমার নাম করতে পারলি না? আমার নাম করে কত লোক পার হয়ে যায়, আর তুই পড়ে ছিলিস করনটিনে!''

বর্মি ভাষা শিখে শরৎচন্দ্র যদি বার্মায় ওকালতি করে তা হলে তাকে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না, এ কথা শরতের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়কে অঘোরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু শরতের আর উকিল হওয়া হল না। কারণ, তিনি বর্মি ভাষার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারলেন না।

উকিল না হয়েও প্রায় তেরো বছর তিন মাস বার্মায় কাটিয়ে ফেললেন শরৎচন্দ্র। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন উত্তর বর্মার অলিতে-গলিতে। মিশেছিলেন চোর, ডাকাত, খুনি... হাজারও মানুষের সঙ্গে। বিচিত্র সেই সব অভিজ্ঞতা! সারাটা জীবন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোথাও মন টেকেনি। তার প্রভাব তাঁর সাহিত্যে এসে পড়েছে। অনেকে বলেন শরৎ সাহিত্য ভবঘুরে সাহিত্য।

বাংলা চলচ্চিত্রে অভিজাত শিল্পী ছিলেন ছবি বিশ্বাস

শ্যামল জানা, দেউলটি

শরৎকুঠি, দেউলটি। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল,তার ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের দর্পণ।

কর্মসূত্রে হোক বা ব্যাক্তিগত কারণ, বাসা ছিল তাঁর অনেক ও নানান জায়গায় ছড়িয়ে। জন্মের পর দেবানন্দপুর,ভাগলপুর,রেঙ্গুন,বার্মা বা শিবপুরের ভাড়া বাড়ি।নিজের বাড়ি কিন্তু এটাই। যে কুটিরের প্রতিটি কোণায় লেগে রয়েছে তার স্পর্শ,আবেগ বিজড়িত মুহূর্ত, হৃদয়স্পর্শী সব লেখার সৃষ্টি। পাশেই বয়ে চলেছে রূপনারায়ণ আদি অনন্ত।মেজদিদি,ললিতা, চন্দ্রমুখী এই সব চরিত্রের রচয়িতার টানেই একদিন সকালে পৌঁছে গেছিলাম তাই হাওড়ার জেলার সামতাগ্রামে। দেউলটির খুব কাছে। ২০০৭ সাল থেকে এটি হেরিটেজ কমিশনের ঐতিহ্য ভবন হিসাবে স্থান পেয়েছে। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ব্যাবহৃত জিনিস দিয়ে সাজিয়ে বাড়িটি বর্তমানে সংগ্রহশালা হিসাবে সংরক্ষিত।

পায়ে পায়ে যত এগোলাম এই মন্দিরের ভিতরের পথে যেনো চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো রামেরসুমতি, শ্রীকান্ত,দেবদাস,দত্তা,নিস্কৃতি, মহেশ, দেনাপাওনা,বৈকুণ্ঠের উইল। এই সব চিরস্মরণীয় লেখার সৃষ্টি এই বাড়িতেই। রয়েছে নিজের হাতে সযত্নে লাগানো সেই পেয়ারা গাছটি,যার উল্লেখ রয়েছে 'রামের সুমতি' তে।

সামতাবেড়ে তার দিদি অনিলা দেবীর বিয়ে হয়। সেই সূত্রে এখানে যাতায়াত তাঁর ছিলই। পছন্দের ছিল এ গ্রাম। দিদির সুবাদেই ১৯১৯ সালে মাত্র ১,১০০ টাকার বিনিময়ে এই জমি কেনেন। গোপাল দাসের তত্ত্বাবধানে ১৯২৩ সালে তৈরি হয় এই বাড়ি। গৃহ প্রবেশ করেন ১৯২৬ সালে।১৯২৬-১৯৩৮ জীবনের এই শেষ বারোটি বছর অতিবাহিত করেন এই বাড়িতে। ১৯৯৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাড়িটি,যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধার করে হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়। নদীর দিকে মুখ করা তার লেখার ঘর। স্পর্শ করলাম উঠোন পেরিয়ে তার ঘরটিকে। এখানেই দিনের উজ্জ্বলতায় বা রাতের অন্ধকারের স্তব্ধতায় যাঁর কলমের নিব চুঁইয়ে নেমে এসেছিল কত না হৃদয়স্পর্শী লেখা।

চেয়ার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মন আনমনা হয়ে যাচ্ছিল বারবার।যে ঘরে তিনি লিখতেন তা আজও সেভাবেই রয়েছে। এতই জীবন্ত, মনে হচ্ছিল বারবার আজও বুঝি তিনি লিখছেন,সেই কালো গরীব মেয়েটির কথা বা অভাগীর স্বপ্নের কথা।শোবারঘর,টান টান করা বিছানা সযত্নে গোছানো,বালিশ, ঘড়ি,রেডিও,ঠাকুরের সিংহাসন সবই রয়েছে আগের মতোই। আছে সোফা, হুঁকো,আলমারিতে বই,বেলজিয়াম কাঁচের একটি আয়না। আছে একটি চরকা,জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শরৎচন্দ্র এটি নিয়ে আসেন। ঘরের কোণে আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

চারিদিকে গাছগাছালি,পুকুর,ধানী জমি,ধানের গোলা নিয়ে রয়েছে তার বাড়িটি। যৌবনের অনেকটা সময় বর্মায় কাটিয়েছিলেন বলেই হয়তো শেষ জীবনের নিজের বাড়িটিও তাই বার্মি স্টাইলে তৈরি, দোতলা বারান্দা ঘেরা। এখানে তিনি ছাড়াও থাকতেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী ও দাদা স্বামীভেদানন্দ,তিনি বেলুড় মঠের মহারাজ ছিলেন। বাড়ির ভিতরের বাগানে তাঁদের তিনজনের সমাধি আজও বিরাজমান। আছে বাড়ির আরও অনেক অজানা তথ্য।

কথাসাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কেউ জমি দিতে চাইছিল না। তার একটি মাত্র কারণ শরৎ চন্দ্র মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারতো। গ্রামবাসীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে গ্রামের অবিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে শরৎবাবু মেলা মেশা শুরু করলে কোনও মেয়েরা আর ঘরে থাকবে না। সবাই তখন ঘর ছেড়ে শরৎবাবুর সঙ্গে বার্মাতে পালিয়ে যেতে পারে। ঘরের মেয়ে কোনও লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে তাতে ঘরের বদমান হতে পারে। সেই কারণে শরৎবাবুকে নিজের বাড়ির জন্য সমতাবেড়েতে জমি কিনতে বেশ বেগ পেতে হয়। গ্রামবাসীরা শরৎবাবুকে জমি দিতে নারাজ ছিল। তবে বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শরৎবাবুর পক্ষে হয়ে কথা বলায় গ্রামবাসীরা রাজি হয়ে যায়। তবে গ্রামের মধ্যে মদ্যপান করা চলবে না। মদ্যপান করতে গেলে সেটা শহরে গিয়ে করতে হবে। শরৎ চন্দ্র যে পাড় মাতাল সেই খবরও গ্রামবাসীরা পেয়ে গিয়েছিল। তার ফলে গ্রামবাসীরা আগাম অঙ্গীকার করিয়ে নিল যে গ্রামের মধ্যে মদ খাওয়া চলবে না। তবে হুকো খেতে পারে। তাতে কোনও বাধা দেবে না। তামাক সেবন করতেন শরৎবাবু। তবে তিনি যখন সামতাবেড়েতে নিজের বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন তখন তিনি মদ ত্যাগ করেন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার ভাষার গুরুত্ব

নারায়ণ সান্যাল

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র মর্যাদা শাস্ত্রীয় ভাষার স্বীকৃতি ও আমাদের দায়বদ্ধতা। ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম শক্তিশালী প্রতীক। ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, চিন্তাধারা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতার যে বহুমাত্রিক রূপ ভাষার ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, তা কোনও রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাংলা ভাষা সেই অর্থে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা, যার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য, সাহিত্যের ভাণ্ডার এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামের উত্তরাধিকার রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, বাংলা কেবলমাত্র একটি আঞ্চলিক ভাষা নয়, এটি বিশ্বমানবতার অংশ হয়ে উঠেছে। বহু বছর আগে থেকেই বাংলাকে বিশ্বের সপ্তম সর্বাধিক কথিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আজ প্রায় ৩০ কোটির বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান, যারা বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করছেন।

বাংলা ভাষার মর্যাদা কেবল এর বক্তার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং এর ঐতিহাসিক সংগ্রাম, সাহিত্যিক অবদান এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্যেও নিহিত। ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের নজির বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত ইতিহাস শুধু বাঙালির জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্য এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। ভাষার অধিকারের জন্য মানুষ যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, তা আন্তর্জাতিকভাবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ফলেই ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এ স্বীকৃতি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলা ভাষার সাহিত্য ধারা তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। একদিকে চণ্ডীদাস, জয়দেব থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য, অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ কিংবা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়;

সবাই বাংলা ভাষাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এশীয় নোবেলজয়ী, যিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা বা জীবনানন্দের নির্জনতার কাব্যও বাংলা ভাষার স্বকীয়তাকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সহজ অথচ গভীর ভাষাশৈলী বাংলা সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠীকে দেশ-বিদেশে প্রসারিত করেছে। এই সাহিত্য ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে বাংলা কেবল একটি ভাষা নয়, এটি বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার অবস্থান আজ ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলন;সবক্ষেত্রেই ভাষা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় গঠিত হয়েছে। তাই অনেকের মতে, বাংলা ভাষা একটি শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। ভারত সরকার যে কয়েকটি ভাষাকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দিয়েছে, সেগুলির মতোই বাংলা ভাষার রয়েছে অন্তত এক হাজার বছরের প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্য। পাল, সেন ও মুসলিম আমলে রচিত বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবী ও শাক্ত সাহিত্য, আর পরবর্তী কালের আধুনিক সাহিত্য একে নিঃসন্দেহে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার উপযুক্ত করে তোলে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শাস্ত্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে এক বড় বঞ্চনা। যে ভাষা একুশে ফেব্রুয়ারির মতো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ধারণ করেছে, যে ভাষা নোবেলজয়ী সাহিত্যিক উৎপাদন করেছে, যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেন, সেই ভাষাকে অবহেলা করা মানে কেবল ভাষাটির প্রতি নয়, এর বক্তাদের প্রতিও অবিচার করা।

আজকের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার চ্যালেঞ্জও কম নয়। একদিকে বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতে ইংরেজি ভাষার প্রভাব বেড়ে চলেছে। কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলার ব্যবহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক পরিবারেই সন্তানদের সঙ্গে বাংলায় কথোপকথনের অভ্যাস কমছে। এ প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা শুধু সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

অন্যদিকে, ডিজিটাল যুগে বাংলা ভাষার ব্যবহারকে প্রসারিত করা জরুরি। প্রযুক্তির সঙ্গে ভাষাকে একীভূত করতে না পারলে বাংলা আরও পিছিয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই গুগল, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বাংলা ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে সেই ব্যবহারের মানোন্নয়ন, শব্দভাণ্ডারের সঠিক প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর বাংলা কনটেন্ট তৈরির দিকে আরও জোর দিতে হবে। একইসঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মতো বাংলা সাহিত্যিকরা অনূদিত হওয়ায় বিশ্বমঞ্চে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। আজকের প্রজন্মের লেখকদেরও সেই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে কয়েকটি পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, ভারত সরকারকে অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দিতে হবে। এ দাবি কেবল রাজনৈতিক বা আবেগপ্রসূত নয়, বরং যুক্তি ও ইতিহাসের ভিত্তিতেই এর যৌক্তিকতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বাংলা ভাষার পাঠকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে হবে। যাতে তরুণ প্রজন্ম বাংলার সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

'দৃষ্টিকোন' নানা কথা নানা ভাবনা

দুলাল ভদ্র, নদিয়া

শান্তিপুরে ছিল ইন্দ্র ময়রার দোকান। তাঁর আসল নাম ছিল ভোলা। ডেলা চিনি তৈরির বিখ্যাত কারিগরদের পদবী ছিল ইন্দ্র। ভোলা ময়রার রূপবতী মেয়ে নিখুঁতি। সে প্রায়ই বাবার মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসত। একদিন বাবার অনুপস্থিতিতে সে দোকানে বসে খেলার ছলে তার পুতুলের জন্যে মিষ্টি করার জন্যে ছানা আর ময়দার ডেলা পাকিয়ে তেলে ভাজে। বাবাকে আসতে দেখে টকটকে লাল সেই ছানা ভাজা কড়াই থেকে নামিয়ে গামলার রসে ডুবিয়ে দিয়েই পালায় নিখুঁতি। দোকানে ফিরে মেয়ের কীর্তি দেখে রেগে আগুন হন ভোলা। এরই মধ্যে ভোলা ময়রার দোকানে এক খরিদ্দার আসে। তখন দোকানের সব মিষ্টি ফুরিয়ে গিয়েছে। নাছোড় ওই ক্রেতাকে শেষপর্যন্ত আপন খেয়ালে মেয়ের তৈরি করা মিষ্টি দেন ভোলা। সেই মিষ্টির স্বাদে বিভোর হয়ে ক্রেতা পরদিন ফের ভোলার দোকানে আসেন। জানতে চান, আগের দিনের মিষ্টির নাম কী। কানে কম শুনতেন ভোলা ময়রা। তিনি ভাবেন, যে এই মিষ্টি তৈরি করেছে, তার নাম জানতে চাইছেন ক্রেতা। বলেন, নিখুঁতি। উচ্ছ্বসিত ক্রেতা আবার ওই মিষ্টির অর্ডার দেন। ব্যাস, পথ চলা শুরু করে অনন্য নিখুঁতি। বঙ্গবাসী পেয়ে যায় নতুন স্বাদের মিষ্টি। যা আজও শান্তিপুরের গর্ব।

শান্তিপুরের নিকুতি এর আকার কিন্তু অন্য জায়গার নিকুতির থেকে আলাদা হয়ে থাকে। এই মিষ্টির উৎপত্তিস্থল নদীয়ার শান্তিপুর, এবং সেখানকার নিকুতি অত্যন্ত বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। নিকুতির সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও, এটি পশ্চিমবঙ্গের এক জনপ্রিয় মিষ্টি, বিশেষ করে শান্তিপুরে এর উৎপত্তি ও পরিচিতি। ছানা ও ময়দা দিয়ে তৈরি, এটি ছোটো পান্তুয়ার মতো দেখতে এবং ভোলা ময়রার রূপবতী কন্যা 'নিকুঁতি' থেকে এর নাম এসেছে বলে একটি প্রচলিত লোককথা রয়েছে। বাঙালির হাজারো মিষ্টির ভিড়ে উজ্জ্বল শান্তিপুরের নিখুঁতি।

দূরদর্শনের ৫০

১৫ ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ কলকাতা দূরদর্শনের ৫০ তম জন্মদিন, আজ থেকে ঠিক ৪০ বছর আগে,পুরানো দূরদর্শন ভবনে (রাধাফিল্ম স্টুডিও) কলকাতা দূরদর্শন আয়োজন করে মহালয়ার সর্ব প্রথম বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান

'যা দেবী সর্বভূতেষু' যেটি সেই সময় ন্যাশানাল টেলিকাস্ট করা হয়েছিল প্রথম। অনুষ্ঠানটির দূরদর্শন প্রযোজক ছিলেন- শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতি মালতি বন্দ্যোপাধ্যায়, খুব কম দিনের প্রস্তুতিতে তৎকালীন কারীগরি প্রযুক্তিও একেবারেই অতি সাধারণ,এভাবেই গড়ে তোলেন ইতিহাস, অনুষ্ঠানটির দূরদর্শন নাট্যরূপ ও সঙ্গীত রচনা করেন- অধ্যাপক শ্রী শান্তিময় কারফর্মা, সঙ্গীত পরিচালনা করেন-শ্রী রামানুজ দাশগুপ্ত, নৃত্য নিরর্দেশনা- শ্রী বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্তোত্র পাঠে -শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতে - দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, সুজাতা সরকার,রবিন মুখোপাধ্যায়, রামানুজ দাশগুপ্ত,অতনু সান্যাল প্রমুখ স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ, নৃত্যে- নরেশ কুমার, শ্যামল মহারাজ,শুভাশীষ ভট্টাচার্য,অভয় পাল,আদিত্য মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ নারায়ন, পান্নালাল ভট্টাচার্য,দীপক দাস, রাজু মুখার্জি,মনীন্দ্র নাথ প্রামানিক, ডাঃ, মালবিকা মিত্র (দুর্গা), ডঃ,বর্ণালী মিত্র (দুর্গা)।

অনন্যা চট্টোপাধ্যায়,রত্না গোস্বামী, ডঃ,মহুয়া মুখোপাধ্যায়,বাণী দেবনাথ,পুস্পিতা মুখোপাধ্যায়, শম্পা গঙ্গোপাধ্যায়,জোনাকি গঙ্গোপাধ্যায়,কৃষ্ণা দাস।

মহালয়া থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভার সাইনবোর্ডে বাংলার ভাষা বাধ্যতামূলক!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দেবীপক্ষের শুরুতেই জলপাইগুড়ি পুরসভার মাতৃবন্দনা শুরু। মহালয়ার দিন থেকে শহরের সব সাইনবোর্ডের ভাষা বদলানো হচ্ছে। অফিস, দোকান, শপিংমল-যেকোনো স্থানের সাইনবোর্ড বা গ্লোসাইন বোর্ড লেখা হবে বাংলায়। মহালয়ার সকাল থেকেই এই নির্দেশিকা জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় কার্যকর হতে চলেছে। পুর কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট নির্দেশ, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নাম সাইনবোর্ডে সবচেয়ে উপরের অংশে বড় হরফে বাংলায় লেখা থাকতে হবে। যদি দেখা যায় কোনও প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশ মানছে না, তা হলে তাদের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর হামলার ঘটনা রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি করেছে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আরও বেশি সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় অবস্থান অনুসরণ করে পুরসভার তরফেও বাংলা ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষায় সাইবোর্ডে ব্যবহারে আপত্তি নেই। তবে অগ্রাধিকার দিতে হবে বাংলাভাষাকেই। মহালয়ার দিন পাঁচটি দোকানের সাইনবোর্ড বাংলায় লিখে কর্মসূচির সূচনা করতে চলেছে পুরসভা। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজি নববর্ষের দিন শহরের সব সাইনবোর্ড হবে বাংলায়, এটাই টার্গেট পুরসভার। পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। স্বর্ণ ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক বিকাশ দাস বলেন, পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। ইতিমধ্যেই পুরসভার এই নির্দেশিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সমস্ত ব্যবসায়ী একে স্বাগত জানিয়েছে। মহালয়ার দিন থেকেই আমরা নিজেদের দোকানের সাইনবোর্ড বদলে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু করব।

১০২৯ বছরের রীতি মেনে বিষ্ণুপুর মল্ল রাজবাড়িতে মুহুর্মুহু কামান ফাটিয়ে শুরু হল দেবী মৃন্ময়ীর পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাজা নেই, নেই রাজত্বও। তবু নিয়ম মেনে কৃষ্ণা নবমীতে দেবী এলেন। স্থানীয় মাধব সায়েরে মহাস্নান পর্বের পর বড় ঠাকুরানী প্রবেশ করলেন সুপ্রাচীন মন্দিরে। রীতি মেনে পার্শ্ববর্তী গোপাল সায়েরের পাড় থেকে মুহুর্মুহু গর্জে উঠলো কামান। ঢোল, কাঁসর, সানাই এর শব্দে সূচীত হল দেবীর আগমন। গত ১০২৯ বছরের রীতি মেনে আজ এভাবেই বড় ঠাকুরানীর মন্দিরের সাথে সাথে প্রাচীন মল্ল গড় বিষ্ণুপুরে শুরু হয়ে গেল রাজ কূলদেবী মৃন্ময়ীর পুজো। হাজারের বছরের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সারা রাজ্যে পুজো শুরু হওয়ার সপ্তাহ দুই আগেই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে মৃন্ময়ীর পুজো শুরু হয়ে যায় বিষ্ণুপুর মল্ল রাজ বাড়িতে। এদিন সাত সকালেই বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারের হাতে আঁকা বড় ঠাকুরানীর পট নিয়ে রাজ পুরোহিতরা হাজির হন রাজ দরবার লাগোয়া মাধব সায়ের নামের একটি পুকুরে। হাজির হন রাজ পরিবারের সদস্যরাও। সেখানে একপ্রস্থ পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে দেবীকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর সেই পট বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা করে রাজ পুরোহিতেরা নিয়ে আসেন মৃন্ময়ী মন্দির চত্বরে। মন্দির চত্বরে বড় ঠাকুরানীর প্রবেশের মূহুর্তে গোপাল সায়েরের পাড় থেকে পরপর তিনটি তোপধ্বনী করা হয়। এরপর বড় ঠাকুরানীর পট রাখা হয় মন্দির চত্বরের একটি বেদীতে। সেখানে আরেক প্রস্থ পুজো পাঠের পর রাজ পরিবারের সদস্যারা দেবীকে বরণ করেন। এরপর পান পাতায় পা রেখে দেবী প্রবেশ করেন মৃন্ময়ীর মূল মন্দিরে। মূল মন্দিরের প্রবেশের মূহুর্তে আরো তিনটি তোপধ্বনী করা হয় গোপাল সায়েরের পাড় থেকে। সুপ্রাচীন রাজ পরিবারের পুজো। তাই মৃন্ময়ীর পুজো পদ্ধতিও সম্পূর্ণ আলাদা। মল্ল রাজ পরিবারের একেবারে স্বতন্ত্র বলীনারায়নী পুঁথি অনুসারে এই পুজো হয়। পুজোর সুপ্রাচীন নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণা নবমীতে মন্দিরে আসেন বড় ঠাকুরানী অর্থাৎ মহাকালী। এরপর মান চতুর্থীর দিন একই ভাবে মন্দিরে আসবেন মেজ ঠাকুরানী অর্থাৎ মহা সরস্বতী ও ষষ্ঠীর দিন মন্দিরে আসবেন ছোট ঠাকুরানী অর্থাৎ মহা লক্ষ্মী। অষ্টমী ও নবমীর মধ্যরাতে মন্দিরে পুজো হবে খচ্চরবাহিনী বা মহামারীর। মহামারী থেকে প্রজাদের বাঁচাতেই এই পুজোর প্রচলন বলে শোনা যায়। কথিত আছে অতীতে শাক্ত মতে এই পুজো হত। হত নরবলিও। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে এসে মল্ল রাজ পরিবার বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই জীব বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। বদলে শব্দকে ব্রহ্ম জ্ঞান করে সময় নির্ঘন্ট অনুযায়ী তোপধ্বনী করা হয়। জানা যায় আজ থেকে এক হাজার বছর আগে মল্লরাজাদের রাজধানী ছিল জয়পুরের প্রদ্যুম্নপুর গ্রামে। কথিত আছে মল্ল রাজ জগমল্ল শিকারে বেরিয়ে একবার পথ ভুলে চলে আসেন বন বিষ্ণুপুরে। ক্লান্ত শরীরে জঙ্গলের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় তিনি ঘুমিয়ে প।লে বিভিন্ন দৈব ঘটনা ঘটতে থাকে তাঁর সঙ্গে। পরে তিনি দৈব নির্দেশে ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওই বটগাছের তলায় দেবী মৃন্ময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি মল্ল রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে সরিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। এরপর থেকেই মহাধূমধামে শুরু হয় দেবীর পুজো। রাজত্ব থেকে রাজপরিবারের বিপুল পরিমাণ আয় থাকায় অতীতে পুজোর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে ছিল বিপুল জেল্লা ও আভিজাত্য। সময়ের সাথে সাথে মল্লরা রাজত্ব হারালেও কূলদেবী মৃন্ময়ীর পুজোতে তার তেমন প্রভাব পড়তে দেননি মল্ল পরিবার। ভাটা পড়েনি মৃন্ময়ী পুজোকে ঘিরে রাজপরিবারের নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিষ্ণুপুরের মানুষের আবেগে। বয়সের বিচারে বাংলার অন্যতম প্রাচীন পুজো হলেও এই পুজোর নিয়ম নীতি রয়েছে প্রথম দিন থেকে প্রায় একই রকম। একসময় মৃন্ময়ীর তোপধ্বনী শুনে গোটা মল্ল রাজত্ব এমনকি গোটা রাঢ়বঙ্গে পুজোর নির্ঘন্ট পরিমাপ করা হত। এখন বিভিন্ন কারনে সেই তোপের আকার ছোট করে দেওয়া হয়েছে। মৃন্ময়ী মল্লরাজ কূলদেবী হলেও বিষ্ণুপুরের আপামর মানুষের কাছে মৃন্ময়ীর পুজো এক আলাদা আবেগের নাম।

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:**-NIT no- 219/CGP dt 15.09.2025 Tenderid-2025_ZPHD_903153_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** REPAIRING OF ROAD FROM PWD ROAD TO BARODUARY DURGAMANDIR UNDER BOOTH NO 118 ; Estimated Amount- Rs. 137068.00 **SL. NO 2:**-NIT no- 220/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903157_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONSTRUCTION OF DRAIN AND CULVERT FROM PWD ROAD TO BARODUARI DURGA MANDIR UNDER BOOTH NO 118 ; Estimated Amount- Rs. 116943.00 **SL. NO 3**:-NIT no- 221/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903160_1Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM H/O RANJIT MANNA TO H/O GOUR KOLEY UNDER BOOTH NO 119 ; Estimated Amount- Rs. 117354.00 **SL. NO 4**:-NIT no- 222/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903162_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** REPAIRING TO PAIRAGACHA ABAITANIK ICDS KITCHEN CENTRE UNDER BOOTH NO 119 ; Estimated Amount- Rs. 143518.00 **SL. NO 5:**-NIT no- 223/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903163_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONTRUCTION OF CC ROAD FROM H/O BHOLANATH GHOSH TO SWAPAN GHOSH PLACE UNDER BOOTH NO 120; Estimated Amount- Rs. 115674.00 **SL. NO 6**:-NIT no- 224/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903165_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONTRUCTION OF CC ROAD FROM H/O BHOLANATH MAITY TO H/O MUKUNDA MAITY UNDER BOOTH NO 120 ; Estimated Amount- Rs. 112069.00 **SL. NO 7**:-NIT no- 225/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903167_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM H/O KARTICK DAS TO H/O SK NUR BOX UNDER BOOTH NO 120 ; Estimated Amount- Rs. 149374.00 **SL. NO 8**:-NIT no- 226/CGP dt 15.09.2025 Tenderid-2025_ZPHD_903171_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** INSTALLATION OF STREET LIGHT FROM ANITA MISTTANNYA BHANDER TO BLDO OFFICE UNDER BOOTH NO 130 ; Estimated Amount- Rs. 113829.00 **SL. NO 9**:-NIT no-227/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903172_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** REPAIRING OF HIGH DRAIN FROM ANITA MISTANNA BHANDER TO H/O NABA KUMAR CHAKRABORTY UNDER BOOTH NO 130 ; Estimated Amount- Rs. 145788.00 **SL. NO 10:**-NIT no- 228/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903174_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONSTRUCTION OF CC DRAIN WITH COVER FROM H/O JAYDEB GHOSH TO H/O NABA GHOSH UNDER BOOTH NO 131 ; Estimated Amount- Rs. 136051.00 **SL. NO 11:**-NIT no- 229/CGP dt 15.09.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_903175_1 Publish Date-16.09.2025 10.00 AM **Name of The Work:** CONSTRUCTION OF CC DRAIN WITH COVER FROM H/O MRITYUNJAY GHOSH TO H/O NILMANI GHOSH UNDER BOOTH NO 131 ; Estimated Amount- Rs. 130851.00 **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:**-22.09.2025, 11.00 AM**,DATE of opening technical & Financial BID **24.09.2025 12.00 PM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

এসএসসিতে নোয়া খোলা নিয়ে বিতর্ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গত রবিবারের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা ঘিরে কালনা পরীক্ষাকেন্দ্রে 'নোয়া খুলতে বলা হয়েছে' অভিযোগ ভাইরাল হতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি জানান, এই অভিযোগের বড় অংশটাই বিভ্রান্তিকর প্রচার। তিনি বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর করেছি। ওই পরীক্ষাকেন্দ্রে মূল প্রবেশপথে পরীক্ষার্থীদের চেকিংয়ের দায়িত্বে ছিল একটি বেসরকারি সংস্থা। সেই সংস্থার এক কর্মী এক পরীক্ষার্থীনীকে হলে ঢোকার আগে নোয়া খুলতে বলেন, যেহেতু নোয়াটি ধাতব। পরীক্ষার্থীনী তৎক্ষণাত পরীক্ষাকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষকে জানালে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়। ওই পরীক্ষার্থীনী নোয়া পরেই নিরাপদে পরীক্ষা দেন।'' অর্কবাবু স্পষ্ট জানিয়েছেন, ' একটি বিচ্ছিন্ন ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা। একে ধর্মীয় রঙ দিয়ে উসকানিমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার সব ধর্মের প্রচলিত আচরণবিধিকে সমান সম্মান করে।'' পুলিশ জানিয়েছে, এই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলার অন্য কোনও পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে এ ধরণের অভিযোগ আসেনি। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যদি কারও সঙ্গে এই রকম কোনও ঘটনা ঘটে থাকে, তারা যেন স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কল কারখানা, নেই বিশ্বকর্মা পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপাড়া হিন্দমোটর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত গঙ্গাপাড়ের শিল্পাঞ্চলগুলির কলকারখানা একের পর এক বন্ধ। দেখতে দেখতে বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল প্রত্যেক বছরের মত এবছর। হুগলি শিল্পাঞ্চলের বন্ধ কল কারখানা গুলির শ্রমিকরা আশা করে থাকেন এই বুঝি বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ পাওয়া যাবে কিন্তু সেই আশীর্বাদ আর তারা পায় না তারা বলেন বিশ্বকর্মা এই শিল্পাঞ্চল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একসময় এই কল কারখানাগুলোই চালু ছিল তখন সেখানে এই বিশ্বকর্মা পুজোর সময় রমরমা পুজো হতো শ্রমিকেরা আনন্দ করত এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা ছিল হিন্দমোটরে সেখানে একসময় ১৪০০০ শ্রমিক ছিল আর সেই কারখানা বন্ধ। নেই বিশ্বকর্মা পুজো শ্রমিকদের হাহাকার। রিষড়ায় অনেক কল কারখানা ছিল এখন সব বন্ধ দুই একটা হযতো চলছে বন্ধ জেকে স্টিল কুসুম কোম্পানি সহ অনেক কারখানা শ্রীরামপুরেও কারখানা বেশ কিছু বন্ধ। এছাড়া রিষড়া শ্রীরামপুর ভদ্রেশ্বর ত্রিবেনীতে বেশ কিছু কারখানা সেগুলো বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে আবার কখনো কখনো চালু থাকে যখন বন্ধ থাকে হাজার হাজার শ্রমিক পথে বসে যায় একসময় বিখ্যাত ব্যান্ডেল শাহাবগঞ্জের ডানলপ কারখানা বিশাল বড় ছিল হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করতো এখন সেই কারখানা বন্ধ উঠে গেছে কারখানা হাজার হাজার শ্রমিক বেকার এইসব কারখানা থেকে বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এক সময় এখানে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পুজো হতো আনন্দ করতেন শ্রমিকরা জানালেন বন্ধ কারখানার বেশ কিছু শ্রমিক তারা এখন সেই সব দিনগুলির কথা ভাবে এদের কথা না ভেবেছে বামফ্রন্ট সরকার না ভেবেছে বর্তমান রাজ্য সরকার তাই আক্ষেপ করেন শ্রমিকরা তারা বলেন আমরা বেকার খেতে পারছি না কেউ আর ভাবে না আমাদের কথা। বিশ্বকর্মা পুজো আসলে মন খারাপ হয়। এই কথাগুলো বলেন বন্ধ হিন্দমোটর কারখানার বেশ কিছু শ্রমিকেরা তারা আরো বলেন আগে কারখানার বিভাগে বিভাগে বিশ্বকর্মা পুজো হতো আলোকসজ্জা ছিল প্রচুর সবাইকে পূজোর ভোগ দেওয়া হতো আর এখন সব ফাঁকা শুনশান কারখানায় এখন জঙ্গলে ভরা কবে বিশ্বকর্মা আশীর্বাদ করবে মুখ ফিরে তাকাবে সেই আশায় আছেন শ্রমিকেরা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
1) Miradebi Agarwal- W/o- Radhesham Agarwal
2) Raju Mondal- S/o- Ramesh Mondal
3) Sumit Sarkar- S/o- Lt. Madhumita Sarkar- W/o- Sumit Sarkar
আমোক্তারনামা দাতাঃ **1) Pradip Agarwal S/o- Lt. Kanai Agarwal**
ঠিকানাঃ **JALPAIGURI, Realtors**
গ্রহীতাঃ **M/S, Mystyle villas Pvt. Registor office Kadamtala, Jal**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ----- নং বহি ----- নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **1) 2739 Dt- 27.12.05 2) 4624 Dt- 6.12.24 3) 860 Dt- 2.3.2017**
নামজারি কেস নংঃ **MN/___/0702/____**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪-পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
1) RS Khatian-2528, RS Plot-319, LR Plot-310, JL No- 07 (2) RS Khatian-2982/2- RS plot- 205 J.L. No.07 (3) RS Khatian-2931, 3767/10, 3767/9, RS plot 43, 44, LR plot-84,85, JL No.07
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **1) Miradebi Agarwal**
2) Raju Mondal
3) Sumit Sarkar

Office of the Shirakole Gram Panchayat
Vill - Shirakole, P.O - Shirakole, P.S - Usthi, Dist - South 24 Parganas, Pin- 743513

NOTICE INVITING TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/APAS/SGP/001/2025-26 Dated: 16/09/2025

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 19 Nos. different work(s). Last date of dropping of Sealed Tender Form **23/09/2025 4:30 PM**. Date of opening of Tender **24/09/2025 at 2.00 PM**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Shirakole Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Purulia-I Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.- WBPUR/EO/Niet- 04/25-26 dt.09.09.2025**, for 6 nos. scheme within the jurisdiction of Purulia-I Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **18.09.2025 up to 6.55 pm** respectively. Details may be obtained from **website: https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

কাটিহার মণ্ডলে ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৩৭_২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার মণ্ডলের ওএলএসে ডিএসডিসির ওএইচই পথের উল্লংঘন অপসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা। (অনুসূচী-II)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,৯৮,৪৬,১৯৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪৯,২০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য টেন্ডারদাতাগণকে কেবলমাত্র অনলাইনে, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনও অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। আপলোড করা টেন্ডারের নথি অংশে বিশদ টেন্ডার যত্ন সহকারে পড়ুন। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের নাম** নিম্নরূপঃ **১. ইলেক্ট-ওটি-২৫-২৬-এসপিপিও-২২,** সাঁতরাগাছি ঃ সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ-এর প্ল্যান্ট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং বসানোর কাজ (পর্যায়-২)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৯৭,০৭,৭৭৮.৫৭ টাকা, **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৮,৯৮,৫০০ টাকা। **২. ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-প্যানেলস-২৩,** সিনিয়র ডিইই(জি)/সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেশনে পুরোনো প্যানেল এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সমূহের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৬,৪১,৬৬০.৮৭ টাকা, **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৮৩,২০০ টাকা। **৩. ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-ফ্যাসেড-২৪,** সাঁতরাগাছি ঃ উত্তোলিত রাস্তার ওপরে আচ্ছাদন, সিলিং, সম্মুখভাগের আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১৩,৮৫,৯৭৫.৮৯ টাকা, **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,০৬,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৮.১০.২০২৫ তারিখ। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-633)**

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No.: 2095/WS/SD **Dated-15/09/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT14/9e/25 and Tender Id No-2025_MAD_902988_1 to 3** for Supply of Shaft socket & etc., Renovation & Installation of pump set under 15th F.C. Tied. Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **14/10/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Mirzapur Bankipur Gram Panchayat
Mirzapur-Bankipur, Singur, Hooghly

E-Tender are invited of Pradhan Mirzapur Bankipur GP for different schemes from Reputed Vendors, **NIT Memo NO- 382/MBGP/APAS/Booth 119,Sl. No. 1 to 6, Publish Date: 16.09.2025.** Last date of submission of Bid(Online): **22.09.2025 at 12.00 am**. **Bid Opening Date(Technical) - 24/09/2025 at 12.00 am**. Details are available at the Gram Panchayat Notice Board and website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Pradhan
Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

e-Tender Notice

eTender Notice No. – SGP/05/15th CFC/2025-26, ID No.- 2025_ZPHD_904036_1 Dated 16/09/2025 e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **16/09/2025 to 25/09/2025**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayat

Maliara Gram Panchayat
Maliara, Bankura

Notice Inviting e-Tender E-NIT NO- 04/APAS/2025-26)

Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 13 nos different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং:** ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, **কাজের নামঃ** "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের অধিক্ষেত্রে অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসি-এর ওএইচই পাসের রিমুভ ইনফ্রিঞ্জমেন্ট" সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা। (সিডিউল-II)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৮,৪৬,১৯৫/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৪৯,২০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারত সরকার
শিক্ষা মন্ত্রক
উচ্চশিক্ষা বিভাগ

অরুণাচল প্রদেশের পাপুম পারে জেলায় অবস্থিত রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগ

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। তবে, নির্বাচনের বিস্তৃত সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য এবং সংশোধিত অবসরকালীন বয়স (৭০ বছর) বিবেচনা করে, এখন পদটি পুনঃবিজ্ঞাপন করা হচ্ছে। অতএব, এখন প্রার্থীরা আগে আবেদন করেছেন বা করেননি তা নির্বিশেষে তাদের কাছ থেকে নতুন আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই নতুন বিজ্ঞাপনের বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলিই কেবলমাত্র এই পদের জন্য বিবেচনা করা হবে।

উপাচার্য, যিনি একাডেমিক এবং প্রশাসনিক প্রধান, তিনি হবেন বলে আশা করা হচ্ছেঃ

- সর্বোচ্চ স্তরের যোগ্যতা, সততা, নৈতিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির অধিকারী ব্যক্তি।
- একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, যার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা স্বনামধন্য গবেষণা এবং/অথবা একাডেমিক প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং একাডেমিক নেতৃত্বের প্রমাণ থাকতে হবে।
- এই বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্র প্রাপ্তির শেষ তারিখে ৬৫ বছরের বেশি বয়স না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বেতন এবং পরিষেবার শর্তাবলী

- এই পদের বেতন প্রতি মাসে ২,১০,০০০- টাকা (স্থায়ী) এবং বিশেষ ভাতা ১১,২৫০/- টাকা এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ভাতা প্রদান করা হয়।
- চাকরির শর্তাবলী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন, সংবিধি এবং অধ্যাদেশে বর্ণিত হবে।

নিয়োগের পদ্ধতি

- বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিধান অনুসারে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত নামের একটি প্যানেল থেকে নিয়োগ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনটি **http://www.education.gov.in** এবং **https://www.rgu.ac.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
- প্রার্থীদের নীচের লিঙ্ক অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমর্থ পোর্টালে "**শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন**" করতে হবেঃ

https://vcrec.samarth.ac.in/index.php/

- উপরের লিঙ্কটি **১৭.০৯.২০২৫**, রাত ১০:০০টা থেকে **১৬.১০.২০২৫**, রাত ১৭:০০টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে।

cbc21201/11/0015/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR.-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE-III/29/22/25-26
Name of the work: **Construction of Tap Water Platform at 15/45, 43/6, 79/3 N.N. Road 2 Patuapara Lane, 35/2 Canal East Road and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost: ₹ **2,49,787.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/30/15/25-26
Name of the work: **Repair of Footpath at 106, 140 N.M. Road, P-27, P-247, P245 etc. CIT Scheme VI (S) Road and its surrounding areas in Ward No. 30.** Estimated Cost: ₹ **4,51,365.57.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE-III/014/32/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of IPS Footpath and resetting of Kerb & Channel at 46/C, B.B. Ghosh Sarani and its surrounding areas in Ward No. 14.** Estimated Cost: ₹ **3,81,415.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **40 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/4/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Sewer at 111 R.R.L Mitra Road and surrounding area in Ward No. 34.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,49,587.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/1/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Sewer/Drain at 9A R.R.L Mitra Road Gully in Ward No. 34.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,48,731.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of passage at 9A R.R.L Mitra Road Gully and adjacent location in Ward No. 34.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,48,923.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE-III/34/APAS/3/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Development of passage at 83E, 82J Raja Rajendra Lal Mitra Road in Ward No. 34.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,49,014.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(8) NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-3/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Uttaran Sanitary Latrine at 98, 100 Suren Sarkar Road and its surrounding area in Ward No. 33.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,769.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(9) NIT No.: KMC/EE-III/33/APAS-8/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Development of remaining portion of footpath at Hemchandra Naskar Road in Ward No. 033.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,388.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **23.09.2025 up to 12 noon (for Sl. No. 1 to 9)**. Date and time of opening of Bid: **25.09.2025 on or after 12 noon (for Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 9).**

(10) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/3/25-26
Name of the work: **Improvement of passage at 103, Ultadanga Main Road (Hatath Pally) in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,51,088.00.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(11) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/4/25-26
Name of the work: **Improvement of Sewer at 4, Basanti Colony in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,49,124.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(12) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/5/25-26
Name of the work: **Improvement of Passage at 4, Bidhannagar Main Road in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,867.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(13) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/6/25-26
Name of the work: **Renovation of Sanitary Latrines at 4, Basanti Colony in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,99,638.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(14) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/7/25-26
Name of the work: **Improvement of passage at 4 Basanti Colony in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,689.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(15) NIT No.: KMC/EE-III/32/APAS/9/25-26
Name of the work: **Renovation of Toilet inside BRS-IV in Ward No. 32.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,24,410.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **23.09.2025 up to 2 p.m. (for Sl. No. 10 to 15)**. Date and time of opening of Bid: **25.09.2025 after 2 p.m. (for Sl. No. 10 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 - 2 p.m. (for Sl. No. 10 to 15).**

(16) NIT No.: KMC/EE-III/29/23/25-26
Name of the work: **Renovation of Sanitary Latrine at 43/4, 49, 102, Narkeldanga North Road, 237/3, 237/5 Maniktala Main Road and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost: ₹ **3,49,759.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(17) NIT No.: KMC/EE-III/29/24/25-26
Name of the work: **Renovation of Sanitary Latrine at 86/8, 86/13, 86/23 N.N. Road, 1/1, 3 Motilal Sen Lane and different places in Ward No. 29.** Estimated Cost: ₹ **3,49,805.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **24.09.2025 up to 12 noon (for Sl. No. 16 & 17).** Date and time of opening of Bid: **08.10.2025 on or after 12 noon (for Sl. No. 16 & 17).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 16 & 17).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 17).**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/060/2025-2026/APAS/40/01
Name of the work: **Renovation of C.C. Passage with allied works at Fathepur Village Road near Pr. No. J-56/D in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,51,181.19.** Earnest Money: ₹ **9,100.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/061/2025-2026/APAS/40/02
Name of the work: **Renovation of C.C. Passage with allied works at Fathepur Village Road near Burial Ground in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,83,293.35.** Earnest Money: ₹ **7,700.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/063/2025-2026/APAS/41/03
Name of the work: **Improvement of Drainage System with allied works at Fathepur Village Road near Pr. No. J-67, J76 in Ward No. 133, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,90,223.91.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/072/2025-2026/APAS/49/01
Name of the work: **Improvement of surface drain with allied works at Shahi Astabol near Pr. No. F-10 in Ward No. 134, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,75,614.08.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/134/071/2025-2026/APAS/49/02
Name of the work: **Improvement of surface drain with allied works at Shahi Astabol near Pr. No. F-28, F29 in Ward No. 134, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,30,547.48.** Earnest Money: ₹ **8,700.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **23.09.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5).** Date and time of opening of tender: **25.09.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 to 5).**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/135/054/2025-2026/D
Name of the work: **Restoration of pathway to be disturbed by S. W. Deptt. at Mudialy Road, Tikiapara, Shyamlal Lane N/H/No. P-83/D, P-181/1, G-172, H-128 etc. in Ward No.-135, Br. XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,92,949.26.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **09.10.2025 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **11.10.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2025 - 5 p.m.**

(7) NIT No.: KMC/XV/135/055/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Development of drainage system with ancillary works at Paharpur Road & Rameswarpur Road Bye Lane N/H/No. H-84/A & I-95/A etc. in Ward No.-135, Br. XV Uttaran area.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : ₹ **2,95,269.71.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **65 Days.** Date and time of uploading of N.I.T. & other documents (online) : **18.09.2025 - 12 noon.** Documents download/sell start date and time (online) : **18.09.2025 - 4 p.m.** Documents download/sell end date and time (online) : **09.10.2025 - 4 p.m.** Bid submission start date and time (online) : **18.09.2025 - 4 p.m.** Bid submission closing date and time (online) : **09.10.2025 - 4 p.m.** Bid opening date and time for Technical Proposals (online): **11.10.2025 - 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 6 & 7).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:-

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/15/2025-2026/APAS
Name of the work: **Lowering of road surface & allied civil work at Sambhunath Pandit Hospital Lane (Xing of A.T.M Road to J.D.N. Road) in Ward No.-70 (APAS/01/159/156/0001).** Estimated cost (incl. GST & CESS) : ₹ **4,24,689.09.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **25.09.2025 - 5 p.m.** Date and time of opening of tender : **09.10.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2025 - 12 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:-

(1) NIT No.: KMC/IX/076/046/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of surface drain by desilting at Nazir Lane and J.K. Paul Road in Ward No. 76.** Estimated Amount (incl. GST & CESS) : ₹ **1,45,757.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No.: KMC/IX/073/022/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of road side guard railing by painting at A.T.M. Road and S.P.M. Road in Ward No. 71 & 73.** Estimated Amount (incl. GST & CESS) : ₹ **1,26,516.29.** Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **75 Days.**

(3) NIT No.: KMC/IX/073/020/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of road side guard railing by painting at Harish Mukherjee Road, Hazra Road and D.L. Khan Road in Ward No. 71 & 73.** Estimated Amount (incl. GST & CESS) : ₹ **3,25,233.67.** Earnest Money: ₹ **6,600.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(4) NIT No.: KMC/IX/082/066/2025-2026/R
Name of the work: **Emergency repairing works of pot holes (by means of paver block) in the KMC area up to the end of 2025-26 under Borough-IX.** Estimated Amount (incl. GST & CESS) : ₹ **4,00,000.00 (on actual basis).** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.10.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1) and 09.10.2025 - 12 noon (for Sl. No. 2 to 4).** Tender will be opened on : **10.10.2025 - 12 noon (for Sl. No. 1) and 11.10.2025 - 12 noon (for Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1), 18.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 2 & 3) and 16.09.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 4).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tender two bid system for the following work:-

NIT No.: EEC/BX/089/034/2025-2026
Name of the work: **Construction of a semi under ground water tank for Chhat Devotee at K.I.T Ground (South-West corner of G.B. Lane & D.P.S Road crossing) in Ward No. 089, Br.X.** Estimated Value (incl. GST & CESS) : ₹ **1,23,428.15.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Time of Completion: **30 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **25.09.2025 - 12 noon.** Date and Time of opening of Bid: **09.10.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:-

NIT No.: KMC/XIV/127/042/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Desilting of open surface drain at Sarsuna Main Road near Pre. No. 52, 84 and 101 in Ward No. 127.** Work Value : ₹ **1,58,277.35.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **14 Days.** Last Date and Time of submission of bid : **25.09.2025 upto 11 a.m.** Tender will be opened on : **08.10.2025 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1091/25-26

গৃহস্থালী

বাগানে লেটুস চাষ করার কথা ভাবলে মাথায় রাখুন কয়েকটি বিষয়

মাঝেমাঝেই বাড়িতে নানা খাবারের সঙ্গে লেটুসের ব্যবহার মন্দ হয় না। তা স্যান্ডউইচ হোক বা বার্গার বা বিভিন্নরকমের স্যালাড।

সবেতেই লেটুসের জুড়ি মেলা ভার। কলকাতার বাজারে লেটুস মিললেও তা একেবারেই সস্তা নয়। অনলাইনে আনারও কম ঝক্কি নয়। মাঝে মাঝে নানা ছাড় মিললেও দামের কথা ভাবতে হয় বইকি। সেক্ষেত্রে অনেকেই রান্নাঘরের বাগানে লেটুস চাষ করার কথা ভেবে থাকেন। কীভাবে আপনার বাগানে লেটুস চাষ করবেন -

প্রথমেই বলি, আপনার রান্নাঘরে যদি পর্যাপ্ত রোদ না পৌঁছায় তাহলে চিন্তা নেই। তার কারণ লেটুস চাষের জন্য প্রচুর রোদ প্রয়োজন পড়ে না। তাই আলো থাকবে কিন্তু প্রখর রোদ থাকবে না এমন জায়গায় আপনার সাধের লেটুস গাছ বসান। ছোট টবেই এই গাছ চাষ করা যায়। তাই অল্প জায়গা থাকলে কোনওরকম দুশ্চিন্তা না করে ছোট টবেই এই গাছ বসাতে পারেন। যদি গাছের আকার বড় হয় তাহলে জায়গা কতটা আপনার রান্নাঘরের তা বুঝে ব। টবের বন্দোবস্ত করতেই পারেন। ভেজা মাটিতে লেটুস গাছ ভালো হয়। তাই লেটুস গাছে পর্যাপ্ত জল দেবেন। তবে খেয়াল করবেন যাতে গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াতে না পারে।অবশ্যই এই গাছ বসানোর আগে মাটির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মাথায় রাখবেন এই গাছের জন্য সবসময় দোআঁশ মাটি ভালো। তাই বাগানের মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট সার মিশিয়ে লেটুসের জন্য মাটি তৈরি করা ভালো।

জানালার কাঁচে দাগ তুলতে পিঁয়াজেই লুকিয়ে সমস্যার সমাধান

পুজোর আগে বাড়ির অন্দরমহলের চেহারা পরিবর্তন করতে চাইলে কি করবেন দেখে নিন। বাড়ির আসবাবপত্র থেকে জানালা, দরজা। সবকিছুকে পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে তুলতে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। জানালা-দরজা বা বিভিন্ন কাচের আসবাবপত্রে জেদি দাগ তুলতে বেশ সমস্যা হয়। কিন্তু জানেন কি আপনার হেঁশেলে থাকা পিঁয়াজ দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন আপনি। এক নিমেষেই চলে যাবে জেদি দাগ। রইল টিপস। পিঁয়াজে থাকা প্রাকৃতিক অ্যাসিড ও বিভিন্ন যৌগ আপনার বাড়ির বিভিন্ন আসবাবপত্র ও জানালা-দরজার কাঁচে থাকা জেদি দাগ এক নিমেষেই মুছে ফেলতে পারে।আপনার হেঁশেলে থাকা পিঁয়াজ নিয়ে তা মাঝখান থেকে কেটে কাচের উপর ঘষে নিন। দেখবেন কীভাবে নিমেষের মধ্যে কাচে থাকা জেদি দাগ

উঠে গিয়েছে। কাঁচের মধ্যে পিঁয়াজ ঘষে নিয়ে একটি শুকনো পুরনো কাগজ বা মাইক্রোফাইবার কাপ। দিয়ে হালকা করে মুছে নিলে নতুনের মতো দেখাবে কাচের সামগ্রী। বাজারচলতি বিভিন্ন রাসায়নিক স্প্রে যেগুলি পাওয়া যায় তা অনেকসময়ই ব্যবহারের পর কাচের উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় অনেকসময় বাড়িতে শিশু থাকলে রাসায়নিক জিনিস ব্যবহারের বদলে প্রাকৃতিক জিনিসের উপরই ভরসা রাখেন। সেক্ষেত্রে হেঁশেলে থাকা পিঁয়াজ দিয়ে চটজলদি সমাধান।শুধু তাই নয় প্রচুর সময়ও বাঁচে এক্ষেত্রে। মাত্র ৬০ সেকেন্ডেই আপনার জানালা বা দরজা বা আয়না, টেবিল কাচ পরিষ্কার হবে পিঁয়াজ দিয়ে সহজেই।

পুজোয় কি ভাবে নিজের বাড়ির ঠাকুরঘর সাজিয়ে তুলবেন দেখে নিন

সামনেই পুজো। তাই এই মরসুমে নিজেকে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি বাড়ির অন্দরমহলকে নতুন রূপ দেওয়া, সবকিছুরই জোরকদমে চলে

পরিকল্পনা। তবে বাড়ির বিভিন্ন জায়গা সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি সাজিয়ে তুলতে হবে পুজোয় আপনার ঠাকুরঘরও। তাই পুজোর আগে কীভাবে নতুন রূপ দেবেন আপনার বাড়ির ঠাকুরঘরকে দেখে নিন-

যদিও বেশ ঝক্কির কাজ, তবুও সম্ভব হলে পুজোর আগে আপনার বাড়ির ঠাকুরঘর রঙ করে নিতে পারেন। উজ্জ্বল ও হালকা রঙ নির্বাচন করুন এক্ষেত্রে। ছোট জায়গা নিয়েই যেহেতু বাড়ির ঠাকুর ঘর সাজে তাই তা রঙ করাতেও খুব সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।

ঠাকুরঘরের সিংহাসনটির ভোল বদলেও পুজোয় আপনার থাকুরঘরকে অন্য রূপ দিতে পারেন। যদি আপনার ঠাকুরঘরের সিংহাসনটি পুরনো হয় তাহলে চেষ্টা করুন তা পালিশ করে নেওয়ার জন্য। অথবা ওয়ালপেপার দিয়ে সাজিয়েও সিংহাসনের চেহারা পাল্টেও ঠাকুরঘরের রূপ পরিবর্তন করতে পারেনন।

পুজোর ওই চারদিন ঠাকুরঘরে আলপনা দিলে তা এক্কেবারে অন্যরকম লাগবে দেখতে। বাড়ির অন্দরেও সেক্ষেত্রে একতা পুজো পুজো ভাবে থাকবে। ঠাকুরঘরের প্রবেশের মুখে সুন্দর আলপনা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে পারেন আপনার ঠাকুরঘর এই পুজোতে। চাইলে বিভিন্ন রঙ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন রঙ্গোলিও।

পুজোর সময় আপনি নিজে সেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঠাকুরঘর সাজিয়ে তোলার ক্ষেত্রে দেবদেবীর নতুন জামা, বিছানা, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই নতুন কিনতে পারেন। এতে সবকিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পালটে যাবে ঠাকুর ঘরের ভোল। সঙ্গে পুজোর ওই চারদিন থাকুরঘরে সুগন্ধি ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে পরিবেটা পাল্টে ফেলতেত পারেন। এতে ঘরে পজিটিভিটিও বজায় থাকবে।

বাড়ির আসবাবপত্র পরিষ্কারে জল ব্যবহার করেন? সাবধান

ঘরের আনাচকানাচ পরিষ্কার করতে জলের প্রয়োজন হয় সকলেরই। জামা কাপড় কাচা থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন পরিষ্কার করা এসব কিছুতেই জলের দরকার। কিন্তু গেরস্থালির এমন অনেক জিনিস আছে যা নিত্য প্রয়োজন হয়। অথচ তা জল

দিয়ে একেবারেই পরিষ্কার করা যায় না। জল দিয়ে পরিষ্কার করতে গেলেই তা নষ্ট হবেই হবে। ঘরের কোন কোন জিনিস জল দিয়ে পরিষ্কার করা যা না, তা জেনে নিন।

এক্ষেত্রে সবার উপরে রয়েছে কাঠের আসবাবপত্র। কখনও জল দিয়ে বাড়ির কোনও কাঠের আসবাবপত্র পরিষ্কার করবেন না। এক্ষেত্রে ওই আসবাবপত্রে যে পালিশ থাকে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা বিষয় থেকেই যায়। তাই সবসময় চেষ্টা করবেন শুকনো কাপ। দিয়ে কাঠের আসবাবপত্র পরিষ্কার করার। ভুলেও জল দিয়ে কখনও আয়না পরিষ্কার করবেন না। এতে করে আয়নার কাচ নষ্ট হয়ে যায়। আয়না পরিষ্কার করার জন্য অনেক ধরনের ক্লিনার পাওয়া যায়। চেষ্টা করুন সেগুলি ব্যবহার করার।

বাসন পরিষ্কার করতে যতই জলের ব্যবহার হোক না কেন, রূপো ও পিতলের বাসন জল দিয়ে কখনই পরিষ্কার করবেন না। বরং জলের বদলে তেঁতুল, নুন ও ভিনিগার দিয়ে পরিষ্কার করুন। এতে এই বাসনগুলির জৌলুস দীর্ঘদিন বজায় থাকবে।

চামড়ার সোফা বা কোনও আসবাবপত্র জল দিয়ে পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকুন। জল দিয়ে চামড়ার কোনও আসবাপত্র পরিষ্কার করলে তাতে ছত্রাক জন্মানোর সম্ভবনা থেকে যায়। নষ্ট হয়ে যায় জেল্লা। তাই বাড়ির এই জিনিসগুলি কখনই জল দিয়ে পরিষ্কার করবেন না।

যোগী সরকারের নতুন প্রযুক্তি উদ্যোগঃ উত্তরপ্রদেশে গড়ছে আন্তর্জাতিক টেকনোলজি হাব

১৬ সেসপ্টেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশকে আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যোগী সরকার। আগামী ২৫ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর গ্রেটার নয়ডার ইন্ডিয়া এক্সপো মার্টে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউপি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে রাজ্যের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি, উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপের সম্ভাবনা। UPITS 2025-এ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ হবে ‘ ৫’-এ তৈরি করা ২০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠা আইটি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের বিশেষ প্যাভেলিয়ন। ইউপি ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন লিমিটেড-এর উদ্যোগে তৈরি এই প্যাভেলিয়নে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের মূল মঞ্চ, ভিআইপি লাউঞ্জ, এবং আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া। প্যাভেলিয়নে অত্যাধুনিক ভিডিও ওয়াল নির্মাণের জন্য স্মার্ট এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। স্টার্টআপদের জন্য থাকবে আলাদা কার্ভ ওয়াল, যেখানে রাজ্যের নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং টেকনোলজিতে অর্জিত সাফল্য তুলে ধরা হবে। এছাড়াও, ১৫০ বর্গফুটের অ্যানামরফিক ডিসপ্লে স্ক্রিন থাকবে, যা লাইভ ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি সেটআপের সঙ্গে যুক্ত। প্যাভেলিয়নে এআই মডেলের প্রদর্শনী হবে, যা স্থাপত্য ও ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে। এই মঞ্চ কেবলমাত্র এআই মডেলের প্রদর্শনীর জন্য নয়, বরং রাজ্যের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের প্রগতি বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠবে। প্যাভেলিয়নের বিশেষ স্থানে রাখা হয়েছে স্টার্টআপদের জন্য জায়গা, যেখানে যোগী সরকার তুলে ধরবে রাজ্যে উদ্ভাবন ও শিল্পসাহায্যের বিভিন্ন উদ্যোগ। এতে দেখানো হবে, রাজ্য সরকার কীভাবে উদীয়মান শিল্পপতিদের সহায়তা করছে এবং কতদূর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই প্রদর্শনী মঞ্চ রাজ্যের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সাফল্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থাপন করবে এবং নবীন উদ্যোগ ও উদ্ভাবকদের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। রাজ্য সরকারের আশা, এই উদ্যোগ শুধু রাজ্যের প্রযুক্তিগত ভাবমূর্তিই শক্তিশালী করবে না, বরং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী এবং শিল্পপতিদেরও আকৃষ্ট করবে। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি উদ্যোক্তারা রাজ্যের উদ্ভাবনী সক্ষমতা ও সম্ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবেন। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় উদ্যোগগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হবে। UPITS 2025-এ যোগী সরকারের বিশেষ লক্ষ্য, রাজ্যের বিভিন্ন সাফল্য, নীতি এবং প্রযুক্তিতে অর্জিত অগ্রগতি আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরা। স্টার্টআপের জন্য আলাদা কার্ভ ওয়াল এবং এআই মডেল প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হবে, কিভাবে রাজ্যের উদ্ভাবনী উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্যাভেলিয়নে থাকছে লাইভ ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি সেটআপ, যা প্রতিটি কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পরিবেশকে আরও উৎসাহিত করবে। আন্তর্জাতিক মানের প্যাভেলিয়ন, অত্যাধুনিক প্রদর্শনী এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রদর্শনী, সব মিলিয়ে UPITS 2025-কে করবে একটি আন্তর্জাতিক স্তরের প্রযুক্তি মঞ্চ। যোগী সরকারের লক্ষ্য, এটি রাজ্যের প্রযুক্তিগত ভাবমূর্তিকে শুধুমাত্র শক্তিশালী করবে না, বরং দেশের এবং বিশ্বের বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের কাছে উত্তরপ্রদেশকে একটি প্রধান প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র প্রযুক্তি প্রদর্শনীর জন্য নয়, বরং রাজ্যের স্টার্টআপ এবং উদীয়মান উদ্যোগগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। রাজ্য সরকার চাইছে, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশকে টেকনোলজি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক অটুট, শুল্ক নিয়ে ট্রাম্পকে কড়া বার্তা মাস্কোর

মস্কো, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘অপরাধে’ ভারতের উপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। পাশাপাশি, একাধিকবার শাসানিও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে ফের ভারতের পাশে দাঁড়াল ‘বন্ধু রাশিয়া। আমেরিকাকে কড়া বার্তা দিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রক সাফ জানাল, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক অটুট। চেষ্টা করলেও কেউ ভাঙতে পারবে না।

সম্প্রতি ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, বহিরাগত হুমকি এবং সমালোচনার মুখে পড়লেও ভারত সর্বদা রাশিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। সত্যি বলতে, অন্য কিছু কল্পনা করা কঠিন। দু’দেশের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের চেতনা এবং ঐতিহ্যকে সম্মান করে নয়াদিল্লি। মহাকাশ অভিযান, পারমাণবিক শক্তি, তেল অনুসন্ধান, সামরিক এবং আসমরিক-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারত এবং রাশিয়া যৌথভাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের অন্যায্য দাবির কাছে মাথানত না করায় বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়নি ভারত-আমেরিকার। তার উপর রুশ তেল কেনায় ভারতের উপর রীতিমতো দাদাগিরি শুরু করে আমেরিকা। চাপানো হয় ৫০ শতাংশ শুল্ক। বাণিজ্যচুক্তির কোনও অগ্রগতি না-হলে শুল্ক নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন না বলে জানায় হোয়াইট হাউস। তবে মাঝে মধ্যে নয়াদিল্লির সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বললেও আড়ালে ‘বন্ধু’ দেশগুলির কাছে ট্রাম্প অনুরোধ করছেন, ভারতের উপর যেন ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হয়। এই পরিস্থিতিতে ফের ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কড়া বার্তা দিল রাশিয়া। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে হুমকিই এখন মার্কিন কৌশল। এবার মার্কিন প্রশাসনের দাবি, আমেরিকায় উপাদিত ভুট্টা কিনতে হবে ভারতকে। মার্কিন বিদেশসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, মার্কিন ভুট্টা না কিনলে আমেরিকার বাজারে ব্যবসা করার সুযোগ হারাতে পারে নয়াদিল্লি! উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না-করায় ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক সাক্ষাৎকারে নতুন করে শুল্ক-হুমকি দিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব। ঠিক কী বলেছেন তিনি? কতকটা ট্রাম্পের কায়দায় লুটনিক বলেছেন, ভারত আমাদের কাছে জিনিস বিক্রি করে এবং আমাদের সুবিধা নেয়। কিন্তু ওরা তাদের অর্থনীতি থেকে আমাদের বিরত রাখে। এখানেই না থেমে মার্কিন বিদেশসচিব বলেন, ভারত তাদের ১৪০ কোটি নাগরিককে নিয়ে গর্ব করে। তা হলে কেন ১৪০ কোটি মানুষ এক বুশেল (৩৫.২ লিটার ধারণক্ষমতার একটি পরিমাপ) মার্কিন ভুট্টা কিনবে না? ওরা আমাদের কাছে সব কিছু বিক্রি করে, তবে কেন আমাদের ভুট্টা কিনবে না?উল্লেখ্য, সোমবারই ভারতে আসছেন আমেরিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ব্রেন্ডন লিঞ্চ। মঙ্গলবার বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসবেন বলেই জানা গিয়েছে।

দক্ষিণপন্থীদের কাছে মাথা নত করব না’, গর্জে উঠলেন স্টারমার

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ অভিবাসন-বিরোধী আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ব্রিটেন। প্রতিবাদ দেখাতে লন্ডনের রাজপথে নামেন লক্ষ মানুষ। এই পরিস্থিতেতে গর্জে উঠলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। বললেন, অতি দক্ষিণপন্থীদের কাছে মাথা নত করব না। স্টারমার বলেন, দক্ষিণপন্থীদের কাছে ব্রিটেন কখনই মাথা নত করবে না। হিংসা লুকাতে তাঁরা জাতীয় পতাকাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। জাতীয় পতাকায় লাল এবং সাদা রঙের সংমিশ্রণ দেশের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। নাগরিকদের ধর্ম, বর্ণ এবং অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে তাদের উপর আক্রমণ বরদাস্ত করব না। তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার সব মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যায় না। পুলিশের উপর আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণ হচ্ছে ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতেও। স্টারমারের সংযোজন, ব্রিটেন এমন একটি দেশ যা সহনশীলতা, বৈচিত্র্য এবং শ্রদ্ধার উপর নির্মিত দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জাতীয় পতাকা আমাদের বৈচিত্র্যময় দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার তাদের কাছে কখনই আত্মসমর্পণ করব না, যারা এই পতাকা হিংসা, ভয় এবং বিভাজনের কাজে ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার অতি দক্ষিণপন্থী নেতা টমি রবিনসনের নেতৃত্বে মধ্য লন্ডনে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিশাল মিছিলে শামিল হন প্রায় এক লাখ মানুষ। এই মিছিলের নাম দেওয়া হয় ‘ইউনাইট দ্য কিংডম’। ব্রিটেনের বহু জায়গা থেকে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিলে হাজির হন মানুষজন। পুলিশের দাবি, এই মিছিলে যোগ দেন প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার মানুষ। হামলা চালানো হয় বেশ কিছু পুলিশ কর্মীর উপরও। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এই মিছিলের কারণে মধ্য লন্ডনের বহু রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় রাজধানীর রাজপথে।

৩০ বছর আমেরিকায়,শিখ বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার, তুঙ্গে বিতর্ক

ওয়াশিংটন, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ৩০ বছর ধরে আমেরিকায় বাস করছেন, কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিতে এবার বিপাকে পড়লেন ৭৩ বছর বয়সি শিখ বৃদ্ধা। সম্প্রতি ওই শিখ বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন অভিবাসন দপ্তর। এই ঘটনা সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন আমেরিকার বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়।

জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম হরজি কৌর। দুই সন্তানকে নিয়ে গত ৩০ বছর ধরে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়াতে বাস করতেন তিনি। কাজ করতেন এক কাপড়ের দোকানে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে তাঁদের সংসারে সবকিছুই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু সমস্যা বাঁধে গত সপ্তাহে সোমবার নিয়ম মেনে চেক-ইন করানোর জন্য সান ফ্রান্সিসকোতে অভিবাসন দপ্তরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়, আমেরিকায় থাকার জন্য বৈধ কাগজপত্র নেই হরজিৎ-এর। এর পরই তাঁকে আটক করে অভিবাসন দপ্তর।

বৃদ্ধার পুত্রবধূ মঞ্জি কৌর জানিয়েছেন, ১৯৯২ সালে দুই সন্তানকে নিয়ে ভারত থেকে আমেরিকা গিয়েছিলেন হরজিৎ। আমেরিকার নাগরিক হওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানালেও ২০১২ সালে সে আবেদন খারিজ করে যায়। এরপর থেকে গত ১৩ বছর ধরে প্রতি ৬ মাস অন্তর নিয়মিত অভিবাসন দপ্তরে হাজিরা দিয়ে আসছেন তিনি। সরকারের তরফে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল প্রয়োজনীয় নথি না মেলা পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রের অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে আমেরিকায় থাকতে পারবেন তিনি।

এই ঘটনায় মার্কিন প্রশাসনের উপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ আমেরিকার শিখ সম্প্রদায়। গত শুক্রবার হরজিতের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। শিখদের দুই সংগঠন ইনডিভিসিবল ওয়েস্ট কন্ট্রা কোস্টা কাউন্টি এবং শিখ সেন্টার-এর প্রতিনিধিরা যোগ দেন সেই বৈঠকে। মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক রাজনৈতিক নেতাও যোগ দেন সেই বিক্ষোভে। এই ঘটনায় তদন্তের আর্জি জানানোর পাশাপাশি বৃদ্ধা হরজিতকে দ্রুত তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। হরজিতের পরিবারও রীতিমতো উদ্বিগ্ন। পরিবার জানিয়েছে, ৭৩ বছর বয়স হওয়ায় বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন তিনি। তার থাইরয়েড সমস্যা, মাইগ্রেন, অ্যাঞ্জাইটি, হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন হরজিৎ। এই অবস্থায় বন্দি জীবন তাঁর জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁর পরিবার।

ইউরোপের ধাঁচে মধ্যপ্রাচ্যে ‘মুসলিম ন্যাটো’ গঠনের প্রস্তাব ইরানের

১৬ সেপ্টেম্বর ঃ গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে একা হাতে দাবিয়ে রেখেছে ‘ছোট্ট রাষ্ট্র ইজরায়েল। গত ৩ বছর ধরে হামাসের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ছে ইরান, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া, কাতারের মতো রাষ্ট্রগুলিতে। এহেন পরিস্থিতিতে ইজরায়েলকে ‘জবাব’ দিতে ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে জোটবদ্ধ করতে উঠেপড়ে লাগল ইরান। মুসলিম সহযোগী সংস্থা-র বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে ইরানের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হল, ন্যাটোর মতো মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে ‘মুসলিম সামরিক ফ্রন্ট’ গঠনের।

কাতারে বসতে চলেছে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে সতর্কবার্তা দিলেন ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের প্রাক্তন কমান্ডর তথা এক্সপিডিয়েন্সি কাউন্সিলের সদস্য মোহসেন রেজাই। তিনি বলেন, ওআইসি যদি উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয় তবে ভবিষ্যতে সৌদি আরব, তুরস্ক এবং ইরাক ইজরায়েলের হামলার মুখে পড়বে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এর একমাত্র সমাধান হল মুসলিম দেশগুলিকে নিয়ে একটি সামরিক জোট গঠন করা।

রেজাইয়ের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন ইরানের কোম প্রদেশের প্রধান শিয়া ধর্মগুরু জালাল রাজাভি মেহর। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই ধরনের সামরিক বাহিনী গঠন না করা হলে ভবিষ্যতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জন্য সমূহ বিপদ। সামরিক বাহিনী কেমন হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, এক সেনাবাহিনী এমন হওয়া উচিত যেখানে একক কমান্ডের অধীনে পুরো বাহিনী কাজ করবে। প্রতিরক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন শত্রুর উপর হামলা চালিয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করতেও দ্বিতীয়বার ভাবা হবে না।

তবে প্রস্তাব উঠলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইজরায়েল গঠন হওয়ার পর তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে মিশরের নেতৃত্বে দেশটির উপর হামলা চালায় সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক ও লেবানন। তবে মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে পিছু হঠে মুসলিম দেশগুলি। ১৯৬৭ সালের এই যুদ্ধের পর নীলনদ দিয়ে বহু জল গ।ড়িয়েছে। ধাপে ধাপে সহবস্থান ও শান্তির পথে হেঁটেছে ইহুদি রাষ্ট্র ও বাকি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। তবে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর সব শান্তি প্রক্রিয়া বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়া হামলার পথে হেঁটেছে ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনকে কার্যত ধ্বংস করার পাশাপাশি ইজরায়েলের কোপে প।ছে ইরান, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া। সম্প্রতি মার্কিন সুনজরে থাকা কাতারেও হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম ন্যাটো গঠনের প্রস্তাব ‘ হলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলির একজোট হওয়া বেশ কঠিন। ধর্ম এক হলেও মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ কম নেই। প্রথমত, শিয়া সুন্নি সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম বিশ্ব। এই দুই সম্প্রদায়ের বিভাজন এতটাই যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে নামতেও পিছুপা হয় না তারা। তাছাড়া মুসলিম ন্যাটো গঠিত হলে তার রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে সংঘাত কম হবে না। ইসলাম ধর্মের ধ্বজা কার হাতে রয়েছে তা নিয়েও গুরুতর সমস্যা রয়েছে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। তাছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্নেহধন্য আরব আমিরশাহি, কাতার, ওমান-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি। ইরানের প্রস্তাব মেনে আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে এই জোট তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবে কতদূর এগোয় সেটাই দেখার।

পুরীর সমুদ্র সৈকতে কলেজছাত্রী গণধর্ষণ, তিনজন গ্রেপ্তার

১৬ সেপ্টেম্ববর ঃ পুরীর সমুদ্র সৈকতের কাছে ১৯ বছর বয়সী এক কলেজছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে আরও কয়েকজনের এই ঘটনায় জড়িত থাকার সঃদেহ রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতে স্থানীয .থানা ও পুলিশ জোরদার তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলেজছাত্রী তাঁর এক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে নিভৃতে কিছু সময় কাটাতে ব্রহ্মগিরি থানার বলিহারচণ্ডী মঃদির সংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিলেন। সেই সময়ই ঘটনাটি ঘটেছে। প্রথমে স্থানীয় কয়েকজন যুবক তাঁদের ছবি এবং ভিডিও ধারণ করে। পরে সেই ছবি-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করে।

Name Change
I, SK ANIS ALI S/o Sk Erfan Ali residing at Vill.-Shyamsundarpur, PO.-Aniya, P.S.-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712706 West Bengal, do hereby declare my actual name SK ANIS ALI instead of SK. ANIS and my wife's actual name RABIA KHATUN instead of RABIA BEGAM, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 16/09/2025. SK. ANIS and SK ANIS ALI along with RABIA KHATUN and RABIA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change
I, Seikh Rasid & Rasid Sk (Old Name) S/O–Abbas Ali Sekh resident of Vill- Babupur, Po-Palgachhi, Ps-Baishnabnagar Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732127 do hereby declared that I have changed my name from Seikh Rasid & Rasid Sk to Rasid Sekh and henceforth I shall be known as Rasid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/09/2025. My name Rasid Sekh (new name) & (old name) Seikh Rasid & Rasid Sk both are same and one identical person.

Name Change
I ,MURSHIDA KHATUN (OLD NAME) W/O QUTUBUDDIN AHMED , RESIDING AT HAZRAT EKDIL SHAH ROAD,P.O. - KAZIPARA,P.S - BARASAT DIST - N. 24. PGS. KOLKATA - 700125 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURSHIDA AHMED (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT , DATED 12/09/2025 MURSHIDA AHMED (NEW NAME) MURSHIDA KHATUN(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Smt Atreyee Chakraborty W/O-Sri Arindam Bhaumik, resident of P-69, Jadu Colony, P.S.- Behala, Kolkata - 700034, that my daughter name is wrongly written as ‘ASHABARY BHAUMIK’ in the birth Certificate, but actual/correct Name is ‘ASHABARI BHAUMIK’ vide an Affidavit before The 1 ST Class Judicial Magistrate, Alipore on 13/08/2025. That Ashabary Bhaumik and Ashabari Bhaumik is the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Bikash Koely (পুরাতন নাম) পিতা মৃত তিনকড়ি কোলে গ্রাম পোঃ গোপালবেড়া, থানা খণ্ডঘোষ জেলা পূর্ব বর্ধমান পিন নং ৭১৩৪২৭ স্থায়ী বাসিন্দা। নোটারি পাবলিক হুগলী জেলা আরামবাগ কোর্ট এফিডেভিট দ্বারা Bikash Koley (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ (SL 883) এফিডেভিট বলে Bikash Koely (পুরাতন নাম) এবং Bikash Koley (নতুন নাম) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

Name Change
I Hasina Khatun W/o - Saiful Islam Mondal D/o - Salam Uddin Mondal residing at Vill & P.O. Lakshipur, P.S. Chapra, Dist. Nadia, Pin. 741123, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Hasina Khatun (old name) to Hasina Khatun Mondal (new name) and henceforth I shall be known as Hasina Khatun Mondal in all purpose, vide affidavit no. 104 sworn Before In The Court Of Ld. Judicial Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia Dated 04/09/2025, Hasina Khatun Mondal & Hasina Khatun & my father Salam Uddin Mondal & Salamuddin Mondal both are same & one identical person.

Name Change
I ,MURSHIDA KHATUN (OLD NAME) W/O QUTUBUDDIN AHMED , RESIDING AT HAZRAT EKDIL SHAH ROAD,P.O. - KAZIPARA,P.S - BARASAT DIST - N. 24. PGS. KOLKATA - 700125 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURSHIDA AHMED (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT , DATED 12/09/2025 MURSHIDA AHMED (NEW NAME) MURSHIDA KHATUN(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ,BAKUL MOLLA S/O AIJEL MOLLA MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS BAKUL SEKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 6-8-25 I BAKUL MOLLA AND BAKUL SEKH IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS BAKUL MOLLA R/O, VILL+ PO BANGALJHI P.S CHAPRA NADIA.

Name Change
I, Moslem Ali Mondal (old name) son of Late Fajerali Mondal, residing at Paschim Sripur, Boral, Rajpur Sonarpur(m), Dist: South 24 Parganas, Pin: 700154, West Bengal, have changed my name and shall henceforth as Moslem Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/09/2025. Moslem Ali Mondal and Moslem Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I. Bikash Mondal S/0 Late Ajit Mondal. village and po. Jalalkhali, P.S-Kotwali. District-Nadia (W.B.) Pin-741102. vide an affidavit sworn before the 1st class Executive Magistrate in the Krishnanagar Courton 04-09-2025. Affidavit No.: 14601. That Bikash Mondal and Bikash Kumar Mondal is the same and one identical Person. and deceased Ajit Mondal, and Ajit Kumar Mondal is the same and one identical Person.

Name Change
I ,BAKUL MOLLA S/O AIJEL MOLLA MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS BAKUL SEKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 6-8-25 I BAKUL MOLLA AND BAKUL SEKH IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS BAKUL MOLLA R/O, VILL+ PO BANGALJHI P.S CHAPRA NADIA.

Name Change
I Bikash koely (Old Name) S/O Lt Tinkari Koley Residing at Vill +P.O. – Gopalbera P.S Khandaghosh ,Dist – Purba –Bardhaman ,Pin No. – 713427 . Have changed my name and shall henceforth be know as Bikash Koley (New Neme) As declared before the Notary Public Arambagh Court Hooghly District vide Affidafit (SL – 883) Date 03.09.2025 Bikash Koely (Old Name) and Bikash Koley (New Name) Both are one and the same Identical Person

Name Change
I , Bikash Mondal S/0 Late Ajit Mondal Village and p.o - Jalalkhali. P.S.-kotwali, District Nadia W.B.Pin-741102. vide an affidavit Sworn before the 1st class Executive Magistrate in the Krishnanagar Court on 04-09-2025. Affidavit No. 14597. That my grandfather late Girindranath Mondal and Late Girindra Mondal is the same and one identical Person.

Name Change
I, Jaynab Nisha (Old Name) D/o Md Hussain Residing at 99/H/7, Cossipore Road, P.o+P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin - 700002 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Zainab Nisha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-09-2025. Jaynab Nisha (Old Name) and Zainab Nisha (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Jamshed Ali Mandal (old name) son of Late Anchhar Ali Mondal, residing at Vill- Bara Chupria, PO-Bara Chupria, PS- Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jamsed Ali Mondal (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistratd at Ranaghat, Nadia Vide Affidavit Sl.No- 89169 dated 01/08/2025. Jamshed Ali Mandal and Jamsed Ali Mondal both are same and one identical person.

তিস্তা উপচে বন্ধ উত্তরবঙ্গ-সিকিমের রাস্তা, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ধসের প্রকোপ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ টানা ভারী বৃষ্টিতে তিস্তা নদী উপচে ওঠায় উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের একাধিক সড়ক যোগাযোগ

বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিস্তা বাজার এলাকায় তিস্তা নদীর জল রাস্তায় উঠে আসায় দার্জিলিংগামী যান চলাচল বন্ধ। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, যানবাহনগুলি আপাতত নিজেদের ঝুঁকিতে চলাচল করছে, তবে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। গত কয়েকদিনের অবিরাম বৃষ্টির জেরে ধস দার্জিলিংয়ের রিমবিক-লোধামায়। লোধামার ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষতি। বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর। আবার কোথায় শূকরের খোয়ার ভেসে গেছে। রিমবিক- লোধামার সঙ্গে মিরিকের সংযোগকারী রাস্তা ধসে ক্ষতিগ্রস্থ, বন্ধ যান চলাচল। এদিকে, সিকিমে সিঙ্গতাম- রংপো সড়কের ২০ মাইল (বারডাং) এলাকায় ধস নামায় এনএইচ ১০ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ধস সরানোর কাজ শুরু হলেও অবিরাম বৃষ্টির কারণে মাটি ও পাথর সরে যাওয়ার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে দ্রুত ওই সড়ক আংশিকভাবে খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। ধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক গ্রামীণ সড়কও। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে নির্মীয়মাণ সিঙ্গতাম-টিয়াবাড়ি সাহিস ধুরা অঞ্চলের সড়ক বৃষ্টির জেরে ভেঙে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অবহেলা ও দীর্ঘদিনের দেরিতে কাজ হওয়ার কারণে অর্ধেক প্রস্তুত রাস্তাই এই প্রবল বর্ষণে ভেসে গেছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। রিম্বিক-লোধোমা সমষ্টির অন্তর্গত আপার লিঙ্গসেবুং এলাকার এক বাসিন্দার বাড়িতে গত রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ধস নেমে রান্নাঘরের অংশ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও বড় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। পরিবারটি রাতেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। লাগাতার বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এনএইচ ১০ বর্তমানে তিস্তা চেকপোস্ট এলাকা পর্যন্ত সচল থাকলেও রাবিঝোড়ার কাছে তিস্তার জল উপচে রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। সিঙ্গতাম- রাভাংলা রোড নাগধরায় এবং খামদং রোডও ধসে বন্ধ রয়েছে। টানা ২৪ ঘণ্টার বৃষ্টিতে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বারবার ধস নামায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের উপর বড়সড় প্রভাব পড়েছে। প্রশাসনের তরফে পর্যটক ও স্থানীয়দের অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামোদরের পাড়ে প্রায় ১০০ একর এলাকায় পিকনিক স্পট গড়ার বিশেষ উদ্যোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বড়শুল, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজো পেরোলেই সামনে পিকনিকের মরশুম। আর সেই পিকনিকের জায়গা যদি হয় দামোদর নদে পাড়ে চারিদিকে সবুজে ঘেরা এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে তাহলে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে শীতের মরশুমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ও এলাকায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দামোদরের পাড়ে প্রায় ১০০ একর এলাকায় পিকনিক স্পট গড়ার বিশেষ উদ্যোগ পঞ্চায়েতের। শীত নামলেই দামোদরের চর থেকে শুরু করে আশপাশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিড় জমায় পর্যটকরা। সেই ভিড় টানতেই বর্ধমান ২ ব্লকের বড়শুল ২ পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় ১০০ একর এলাকা জুড়ে পিকনিক স্পট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যদিও এই এলাকায় পিকনিক স্পট করার উদ্যোগ আগেও নেওয়া হয়েছিল, শুরু হয়েছিল কাজও। বিভিন্ন কারণবশত তা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এবছর শীতে আগে এই জায়গাকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চায়েত। বেলনা জোড়বাঁধ এলাকায় অবস্থিত এই স্থানটি প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য এক আদর্শ জায়গা। এখানে রয়েছে তিনটি বড় পুকুর, আম ও অন্যান্য গাছ। সবুজে ঘেরা এই শান্ত পরিবেশে নানা প্রজাতির পাখি ও প্রজাপতির আনাগোনা সহজেই চোখে পড়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকেও জায়গাটি অত্যন্ত সুবিধাজনক। কলকাতা থেকে ট্রেনে শক্তিগড় স্টেশন হয়ে বা ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মাত্র ৪ কিমি পথ, আমড়া তথা শক্তিগড় ল্যাংচা বাজার থেকে ৩ কিমি এবং বর্ধমান শহর থেকে সেচখাল বা ডিভিসি বাঁধ ধরে ৮-৯ কিমি দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া যায় প্রস্তাবিত এই স্পটে। প্রধান রমেশ চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রধান থাকার সময়

পিকনিক স্পটের কাজ অনেকটাই এগিয়েছিল। বসার চেয়ার বসানো, পুকুর চারদিকে রাস্তা তৈরির মতো কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে আর্থিক সমস্যার কারণে মাঝপথে কাজ বন্ধ থাকে। এবার পুনরায় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেপ্টেম্বর থেকেই কাজ শুরু হবে। কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হলে এই শীতের মরশুমেই পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে পিকনিক স্পট। ফলে একদিকে যেমন পিকনিক স্পটকে কেন্দ্র করে এলাকায় কর্মসংস্থান বাড়বে তেমনই বাড়বে পঞ্চায়েতের আয়ও।

আন্তর্জাতিক ই-কমার্স সংস্থা থেকে দিনের পর দিন চুরি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন উৎসবের মরশুমের আগে অভিনব পদ্ধতিতে

একটি আন্তর্জাতিক ই-কমার্স সংস্থার বিভিন্ন জিনিস চুরি করে বিক্রি করতে যাওয়ার সময় সোমবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের নওদা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন দুই যুবক। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ছ' লক্ষ টাকা মূল্যের ২৪ ধরনের জিনিস। বিশ্ব বিখ্যাত ওই আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ঘোল খাইয়ে মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু যুবক যেভাবে দিনের পর দিন তাদের দামি দামি মাল চুরি করে চলেছিলেন তা জানার পর চোখ কপালে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলার তাবড় পুলিশকর্তাদের। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে নওদা থানার পুলিশ পাটকাবাড়ী হাই স্কুলের কাছে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল। সেই সময় একটি ইকো ভ্যানকে আসতে দেখে পুলিশ গাড়িটিকে আটকায়। এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই অ্যামাজন কোম্পানির বহু জিনিস উদ্ধার হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এই চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িতে থাকার অভিযোগে ডোমকল থানার কুশাবাড়ি - সর্দারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাশিদুল বিশ্বাস (২৫) এবং ওই একই থানা এলাকার মুরাল্পুর-বাগডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সলমান মন্ডল (১৮) নামে অপর এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' ধৃত যুবকদের ১০ দিনের পুলিশে হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হচ্ছে। ধৃত ওই যুবকদের হেফাজত থেকে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র, বিভিন্ন মেশিন, দামি জলের বোতল, জুতো সহ আরও নানারকম জিনিস উদ্ধার হয়েছে। যা সবই ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা, অ্যামাজনের বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই মামলার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, আন্তর্জাতিক ওই ই-কমার্স সংস্থার সঙ্গে জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন যুবক নির্দিষ্ট কোনও দ্রব্য অর্ডার করার পর 'ক্যাশ অন ডেলিভারি'র সুযোগ নিত। কিন্তু মালটি যখন তার কাছে পৌঁছানোর জন্য 'ডেলিভারি বয়' যেত তখন হঠাৎ করেই সেই অর্ডার জালিয়াতরা বাতিল করে দিত। এসডিপিও (বেলডাঙা) উত্তম গড়াই বলেন, আবার অনেক সময় ক্রেতাকে ফোন করে বাড়িতে পাওয়া যায়নি, ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখিয়ে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত 'ডেলিভারি বয়'রা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও একটি বিশেষ মালের অর্ডার বাতিল করে দিতেন। তিনি জানান, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ক্রেতার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল না পৌঁছালে তা 'মার্চেন্ট কোম্পানি'র কাছে ফিরে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই চক্রের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন ব্যক্তি গোটা প্রক্রিয়ায় কিছু ফাঁকফোকরের কথা জানতেন। সেই সুযোগ নিয়ে ক্রেতার কাছেও মাল পৌঁছাতেন না এবং 'ডেলিভারি' না হওয়া সেই মাল কোম্পানিতে ফেরতও দিতেন না। তার পরিবর্তে সেগুলো একটি নির্দিষ্ট 'ওয়ার হাউসে' ফেলে রাখা হতো। এরপর নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সেই দ্রব্য নষ্ট বা হারিয়ে গেছে বলে 'সিস্টেমে' দেখিয়ে গোপনে সেখান থেকে বের করে নেওয়া হত।' পুলিশ সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে তারা আরও জেনেছেন পলাশীর একটি 'ওয়ার হাউসে'র কয়েকজন আধিকারিক এবং কিছু অসাধু 'ডেলিভারি বয়ের' মদতে আন্তর্জাতিক ওই ই-কমার্স সংস্থার মালচুরির কাজ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। এসডিপিও বলেন, 'আন্তর্জাতিক ওই ই-কমার্স সংস্থাকে যেভাবে প্রত্যন্ত এলাকার কিছু যুবক দিনের পর দিন ঠকিয়ে চলেছিলেন তা যথেষ্ট অভিনব। কীভাবে এই পাচার চক্র কাজ করতো আমরা তা খতিয়ে দেখছি।'

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু শিশু কন্যার, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ির সামনে এক মনে খেলছিল ৯ বছরের এক শিশু কন্যা। রোজ রাতের এই সময়ে সে খেলত বাড়ির সামনের ওই এলাকায়। কিন্তু সোমবার রাতে ঘটে গেল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এলাকা। এই এলাকার সামনে দিয়েই চলে গিয়েছে এশিয়ান হাইওয়ে। বাড়ির সামনেই দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় বলি হল শিশুকন্যা। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা মৃত্যু হয়েছে ৯ বছরের শিশুকন্যার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকায়। জানা যায়, বাড়ির সামনে খেলছিল হাসিমারা এলাকার বাসিন্দা অজয় কুমার শায়েরর ৯ বছরের মেয়ে। সেই সময় একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে শিশুকন্যাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কার জেরে একরত্তি ছিটকে পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে শিশুটিকে। কালচিনি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। কারণ দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৩০ মিটার দূরেই রয়েছে ট্রাফিক পুলিশের পোস্ট। পুলিশের চোখের সামনে দ্রুত গতিতে বাইক চলছে কীভাবে উঠছে প্রশ্ন।

ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। মঙ্গলবার সকালে দেহটি উদ্ধার হয়। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত কন্দখোলা বাইপাস এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, কন্দখোলা বাইপাসের পাশে স্থানীয়রা একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর কপালে একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। কীভাবে মৃত্যু হল ওই ব্যক্তির, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয়ও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

রায়গঞ্জ মেডিক্যালে কর্মবিরতি সাফাইকর্মী, ওয়ার্ডবয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর আর দু'সপ্তাহ বাকি নেই। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত রায়গঞ্জ মেডিক্যালে এজেন্সি নিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষী, সাফাইকর্মী, ওয়ার্ডবয় ও ওয়ার্ডগার্ল মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন আগস্ট মাসের বেতন পাননি বলে অভিযোগ। অভিযোগ, এখনও মেলেনি পুজোর বোনাসও। এই অভিযোগ তুলে দ্রুত বেতন ও বোনাসের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন তাঁরা। এদিন দুপুরে তাঁরা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগের সামনে সুপারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভেও সামিল হন। এর আগে সোমবার রাতে তাঁদের একাংশ কাজ বন্ধ করে সরব হন।

আইআরসিটিসিতে টিকিট কাটতে গেলে বাধ্যতামূলক আধার কার্ড

মালিগাঁও, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ এবার আইআরসিটিসিতে টিকিট কাটতে গেলে বাধ্যতামূলক আধার কার্ড। আধার কার্ড না থাকলে বিপুল বিপদে পড়তে হবে যাত্রীদের, এমনই জানিয়েছে ভারতীয় রেল। এ বার থেকে অনলাইনে টিকিট কাটতে গেলে প্রথম ১৫ মিনিট আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। আগামী ১ অক্টোবর থেকে রেলের অধীনস্থ সংস্থা আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইট কিংবা মোবাইল অ্যাপে টিকিট কাটতে গেলে এই নিয়ম মানতে হবে যাত্রীদের। বুকিং চালু হওয়ার প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে আধার পরিচয়পত্র ছাড়া সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটা যাবে না। প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে টিকিট কাটার জন্য যে কোনও যাত্রীর ক্ষেত্রেই ' আধার অথেন্টিকেশন' বাধ্যতামূলক। সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম্স (সিআরআইএস) এবং আইআরসিটিসি-কে সেই অনুযায়ী সিস্টেম আপডেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আধার কার্ড ছাড়া টিকিট কাটতে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে যাত্রীদের।

বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ নৈহাটির গৌরীপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলগেটের পানি ট্যাংকির ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে পরিতক্ত এলাকা থেকে দশ থেকে বারোটি বোমা উদ্ধার হওয়াতে এলাকায় চাঞ্চল্য। বাসিন্দাদের থেকে খবর পেয়ে নৈহাটি থানার পুলিশ এসে বোমাগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তৃণমূল নেতৃত্বদের অভিযোগ বিধানসভা ভোটের আগে অশান্ত করার জন্য বিজেপি এই চক্রান্ত করেছে।

ভয়াবহ ভাঙনের কবলে লালগোলা, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ ভাঙনের আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না মুর্শিদাবাদে। পুজোর মুখেই ভয়াবহ ভাঙনের কবলে লালগোলা। ভাঙনের জেরে সাত বিঘা ফুলকপি ও বাঁধাকপির জমি, তিন বিঘা বেগুনের জমি এবং দুই বিঘা পাটের জমি ইতি মধ্যেই পদ্মার নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। আর সেই কারণেই দুশ্চিন্তার চাষিরা। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, লালগোলার রাধা কৃষ্ণপুর যেভাবে নদীর ভাঙন হচ্ছে, তাতে পুজোর আগে গ্রামের বাসিন্দারা চিন্তিত। শুধু তাই নয়,

তারানগরে গ্রামে মোট ১২০ টি বাড়ির মানুষজন এখন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কালিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় বসবাস করছেন। গ্রামের বাসিন্দারা এই ভয়াবহ ভাঙনের জেরে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় ব্লক প্রশাসন থেকে কোন সহযোগিতা পাচ্ছেন না গ্রামবাসীরা, অভিযোগ উঠছে এমনটাই। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হঠাৎই পদ্মা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ভাঙন শুরু হয়েছে। ভাঙন কবলিতরা ওই এলাকার বাড়ির আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করতে শুরু করেছেন। ঘটনার পরে পুলিশ প্রশাসনের দেখা মিললেও, এখন পর্যন্ত ব্লক প্রশাসন অর্থাৎ লালগোলার বিডিও দেবাশীষ মন্ডল সেই স্থানে পৌঁছাননি বলেই দাবি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, ভাঙন রোধের জন্য গত দু'মাস আগেই মুর্শিদাবাদের লালগোলা বিধানসভার বিধায়ক মহম্মদ আলী সাড়ে সাত লক্ষ টাকার কাজের শিলান্যাস করেছিলেন। তৈরি করা হচ্ছিল মাটির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের কাজ। কিন্তু তারপর দৈনন্দিন ভাঙন হলেও বিধায়কের দেখা মেলেনি বলেই অভিযোগ উঠেছে এবার।

প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে ক্ষতিগ্রস্থ টয় ট্রেনের লাইন, বন্ধ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কার্শিয়াং, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড় ঘুরতে গিয়ে অধিকাংশ পর্যটকদের স্বপ্নের সফর হয়ে থাকে টয় ট্রেন সফর। দিন কয়েক ধরেই প্রতিকূল আবহাওয়া আর সেই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টি, যে বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টয় ট্রেনের লাইন। টয় ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সাময়িকভাবে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, কার্শিয়াংয়ের রংটং এবং তিনধরিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে লাইনের উপর। কোথাও আবার উপড়ে পড়েছে গাছ। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে টয়ট্রেন চালানো সম্ভব নয় আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং এর মধ্যে টয়ট্রেন পরিষেবা। তবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দ্রুত টয় ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই রেল কর্মীরা ধস সরানোর কাজে হাত লাগিয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় ধস নেমেছে এবং গাছ উপড়ে পড়েছে সেগুলি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গেছে, দ্রুত রেললাইন সংস্কার করার পর ট্রায়াল রান হবে এবং তারপরেই পুনরায় টয় ট্রেন পরিষেবা চালু করে দেওয়া হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে টয় ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াই মুখ ভার পর্যটকদের। কেননা পুজোর ছুটিতে অনেকেই রয়েছেন যারা পাহাড় ঘুরতে গিয়ে টয় ট্রেনে চড়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন কতটা পূরণ হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ বৃষ্টি বন্ধ না হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রেল কলোনিকে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের আওতায় আনার দাবি কয়েক হাজার বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ রেলের কোন পরিষেবাই মেলে না। রেল পরিষেবায় অসন্তুষ্ট রেল কলোনির বাসিন্দারা রাজ্য সরকারের পরিষেবা চান। আর সেই কারণে জংশন রেল কলোনিকে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের আওতায় আনার দাবি তুলেছেন আলিপুরদুয়ার জংশন রেল কলোনির ১০টি বুথের কয়েক হাজার মানুষ। পাড়ায় সমাধানের শিবিরে এই আবেদন রেল কলোনির বাসিন্দাদের। বিষয়টি বিধানসভায় তোলার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানের শিবিরে এমনই আবেদন জানালেন আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১০টি বুথের কয়েক হাজার বাসিন্দা। আবেদন পেয়ে বিষয়টি বিধানসভায় আলোচনার আশ্বাস দিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। উল্লেখ্য, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের অধীনে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। এই ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার আলিপুরদুয়ার জংশনে অবস্থিত। এখানে ডিআরএম বিল্ডিং, রেল অফিস-সহ রেল কোয়ার্টার রয়েছে। এই এলাকা আলিপুরদুয়ার বিধানসভা এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ১০টি বুথ রয়েছে। ১০টি বুথে ১০ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করেন। এখানকার মানুষেরা লোকসভা ও বিধানসভা ভোট দিতে পারলেও এখানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত বা পুর প্রশাসন কার্যকরি নয়। ফলে এখানে পথ, আলো থেকে রাস্তা, পানীয় জল সব পরিষেবা দেয় রেল। কিন্তু রেলের এই পরিষেবায় খুশি নন স্থানীয় বাসিন্দারা। আর সেই কারণে তারা রেল এলাকাকে রাজ্য সরকারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। পাড়ায় সমাধানের শিবিরে এই বিষয়টি তুলে ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো গাড়ি চালকসহ একই পরিবারের ৩ সদস্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহারের চিলকিরহাট এলাকায় পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় চারজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হলো। সোমবার গভীর রাতে (দেড়টা নাগাদ) ঘটনাটি ঘটে, যখন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার দিন চারজনের পরিবার দেওয়ানহাটের বাড়ি থেকে চান্দামারিতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যান। অনুষ্ঠানের পর ফেরার পথে চিলকিরহাট এলাকায় পৌঁছালে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। গাড়িতে ছিলেন সঞ্জয় দাস (২৬), অমিত দাস (২৪), পার্থ দাস (২৪) এবং মৌমিতা দাস (২৮)। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ধনঞ্জয় বর্মন (২৮)। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা সকলেই গুরুতর অবস্থায় ছিলেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা গাড়িটিকে জলে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে। ঘটনায় মারা যান সঞ্জয়, অমিত এবং পার্থ। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে মৌমিতা দাসের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়। পুলিশ মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। তবে এখনও দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। এই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাটি স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছাপ ফেলেছে। পারিবারিক আনন্দের যাত্রা মুহূর্তের মধ্যে মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণত হয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসন এলাকায় নিরাপত্তা এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ এবং গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারানোর পেছনের কারণ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত চলছে। পরিবার ও স্থানীয় জনসাধারণের জন্য এই দুর্ঘটনা একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

FORM NO. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered Office from one State to another

Before the Regional Director, Eastern Region
In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of PUSPA TRADING PRIVATE LIMITEDhaving it's Registered office at "707A, GATE NO. 1 PODDAR COURT 18 RABINDRA SARANI,KOLKATA, WEST BENGAL, INDIA, 700001"
....Petitioner
Notice is hereby givento the General Public that the Company proposes to make application underSection 13 of the Companies Act, 2013, to the Regional Director, Eastern Region seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 9th September 2025to enable the company to change it's Registered office from "West Bengal" to "Chhattisgarh"
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration may deliver an objection in writing along with reasons to the Regional Director, Eastern Region at the Address Corporate Bhawan, 6th FloorPlot No.IIIF/16, in AA-IIIFRajarhat, New Town, Akandakeshari, Kolkata-700135 within 21 days from the date of publication of this notice, with a copy simultaneously served upon the Company at its Registered Office at the address mentioned above.
FOR AND ON BEHALF OF
PUSPA TRADING PRIVATE LIMITED
Sd/-
Date:13.09.2025 Rakesh Saraogi (Director)
DIN:01097074 Place : Kolkata

বালিজুড়ির বনেদি পরিবারে শুরু হল শতাব্দীপ্রাচীন দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন রীতি মেনে মহালয়ার আগেই শুরু হল দুর্গাপুজো। সোমবার কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে দেবীর বোধনের মধ্য দিয়েই রায় ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বনেদি পুজোয় সূচনা হল শারদোৎসবের। গ্রামের যমুনা পুস্করনীতে নবপত্রিকা স্নান ও মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেবীর আগমন ঘটে। সকালেই দুই পরিবারের সদস্যরা শোভাযাত্রা সহকারে মঙ্গলঘট ভরে দুর্গামন্দিরে নিয়ে আসেন। এর পরেই মায়ের আরাধনা শুরু হয়। সাধারণত সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্নানের জন্য এই পুকুরেই শোভাযাত্রা হয়, তবে বালিজুড়িতে বোধনের দিনেই সেই ছবি দেখা গেল। বাড়ির এক মহিলা জানান, আজ থেকেই আমাদের মায়ের পুজো শুরু হয়ে গেল। বাড়ি বাড়ি নিরামিষ খাওয়া-দাওয়া হবে। ১৫ দিন ধরে মা'কে ভোগ দেওয়া হবে। প্রতিদিন সকালে বোধনের ভোগ, সন্ধ্যায় আরতি সব মিলিয়ে উৎসবের আবহ। রায় ও চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এই প্রাচীন পুজো ঘিরে শুধু পরিবারের সদস্যরাই নন, মেতে ওঠেন গোটা গ্রাম। গ্রামের অন্যান্য বাড়িতেও নিরামিষ খাওয়া ও উৎসবের আমেজে কাটছে দিন। প্রত্যেক পরিবারের সদস্য নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পুজোর কাজে যুক্ত থাকেন। মহালয়ার আগেই শুরু হওয়া এই

পুজোকে কেন্দ্র করে এখন উৎসবের রঙে রঙিন বালিজুড়ি। আগামী ১৫ দিন ধরে চলবে ভোগ, আরাধনা ও নানা আচার। গ্রামজুড়ে বাজবে ঘণ্টা-শঙ্খ, ভেসে আসবে ধূপের গন্ধ আর ভক্তিমূলক সংগীতের ধারা।

Moukhali Gram Panchayat
under Bishnupur Block
Vill.-Moukhali, P.O.-Charashyamdas, P.S.-Bishnupur, Dist-South 24 Parganas
Notice Inviting E-Tender No. (1) Moukhali/eTender/2025-26/SL-33U(Tender ID-2025_ZPHD_903540_1 & 2025_ZPHD_903540_2),
Sealed Tender is invited by the undersigned through E-tendering for total **2(Two)Nos**. works. Last date of submission of Bid **23/09/2025 at 12.00 P.M**. Date of Opening of Bid(Technical) **25/09/2025 at 12.30 A.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Moukhali Gram Panchayat

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসআর.ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি/এলএমজি/২২ অফ ২০২৫-২৬, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/২০-আরটি; কাজের নাম ঃ লামডিং ডিভিশনের ৩ বছরের জন্য এলএইচবি কোচগুলিতে মেসার্স অটোমিটারস অ্যালায়েন্স লিমিটেডের স্থাপিত ৪.৫ কিলোওয়াট রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জারের সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ব্রেকডাউন রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য**: ৪৭,০০,০১০.২৪/- টাকা; **বায়না মূল্য**: ৯৪,০০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলির **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-১০-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১১:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-১০-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

FORM NO. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered Office from one State to another
Before the Regional Director, Eastern Region
In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of NKP EXPORTS PRIVATE LIMITED having it's Registered office at "ROOM NO 707A, PODDAR COURT, GATE NO 1, 18, RABINDRA SARANI,SEVENTH FLOOR, KOLKATA, WEST BENGAL, India, 700001"
....Petitioner
Notice is hereby givento the General Public that the Company proposes to make application underSection 13 of the Companies Act, 2013, to the Regional Director, Eastern Region seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 9th September 2025to enable the company to change it's Registered office from "West Bengal" to "Chhattisgarh"
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration may deliver an objection in writing along with reasons to the Regional Director, Eastern Region at the Address Corporate Bhawan, 6th FloorPlot No.IIIF/16, in AA-IIIFRajarhat, New Town, Akandakeshari, Kolkata-700135 within 21 days from the date of publication of this notice, with a copy simultaneously served upon the Company at its Registered Office at the address mentioned above.
FOR AND ON BEHALF OF
NKP EXPORTS PRIVATE LIMITED
Sd/-
Date:13.09.2025 Rakesh Saraogi (Director)
DIN:01097074 Place : Kolkata

FORM NO. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the newspaper for shifting of Registered Office from one State to another
Before the Regional Director, Eastern Region
In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of SARGAM VINCOM PRIVATE LIMITEDhaving it's Registered office at "707A, GATE NO. 1 PODDAR COURT 18 RABINDRA SARANI,KOLKATA, WEST BENGAL, INDIA, 700001"
....Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application under Section 13 of the Companies Act, 2013, to the Regional Director, Eastern Region seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 9th September 2025to enable the company to change it's Registered office from "West Bengal" to "Chhattisgarh"
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration may deliver an objection in writing along with reasons to the Regional Director, Eastern Region at the Address Corporate Bhawan, 6th Floor, Plot No. III F/16, in AA-IIIFRajarhat, New Town, Akandakeshari, Kolkata-700135 within 21 days from the date of publication of this notice, with a copy simultaneously served upon the Company at its Registered Office at the address mentioned above.
FOR AND ON BEHALF OF
SARGAM VINCOM PRIVATE LIMITED
Sd/-
Date:11.09.2025 Rakesh Saraogi (Director)
DIN:01097074 Place : Kolkata

SHIBRAMPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-Rajnagar Biswambhar, Block-Namkhana, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-250/SGP/2025, Dated-16/09/2025, NIT NO. 251/SGP/2025, Dated- 16/09/2025 NIT NO. 252/SGP/2025, Dated-16/09/2025, NIT NO. 253/SGP/2025, Dated-16/09/2025, NIT NO. 254/SGP/2025, Dated-16/09/2025, NIT NO. 255/SGP/2025, Dated-16/09/2025, NIT NO. 256/SGP/2025, Dated-16/09/2025 Last date of Submission on or before **24/09/2025 (up-to 04.30PM)**, Date of Opening- **25/09/2025 (From 04.30 P.M)**. (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in)**
Sd/-Pradhan
Shibrampur Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫৫আর-২৫-২৬, তারিখ ঃ ১০-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.** ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫৫আর-২৫-২৬। **কাজের নাম** ঃ গোসালা বাজারের কাছে পার্কিং এলাকা প্রশস্তকরণ এবং গোসালা গোল পার্ক থেকে গোটানগর পার্কিং পর্যন্ত কম্পাউণ্ড ওয়ালসহ সহ পাথওয়ে ব্যবস্থার সম্বন্ধিত বৈদ্যুতিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য** ঃ ১,২৩,১৮,৯৩৭/- টাকা। **বায়নার ধন** ঃ ২,১১,৬০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-14/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 40(Forty) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. **Reference Tender ID: 2025_DM_903094_1 to 2025_DM_903094_40**. Document download/sell starting from **16.09.2025 up to 22.09.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **16.09.2025 up to 22.09.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **24.09.2025 at 16:05 A.M**. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT
Under Amta-I Dev. Block
VILL+P.O.-Panpur, P.S.- Amta, Dist- Howrah, Pin-711401(W.B.)
GRAM PANCHAYAT TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No. **240/Bhan/APAS/2025**, SI No 01 to 12 Date-**15.09.25, (wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- 16-Sep-2025 11:00 AM, Closing Date:- 22-Sep-2025 18:00 PM, Opening Date(Technical):- 25-Sep-2025 11:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial) :-To be Notified latter on Detail information available at this GP Office during the working hours.
Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

KUSUMGRAM GRAM PANCHAYET
(Monteswar Panchayet Samity)
P.O.-KUSUMGRAM :: DIST.- PURBO BARDHAMAN
E-mail ID: prodhan.kusumgramgp@gmail.com
E-Tender Notice
Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work from Fund-APAS (Amader Para Amader Samadhan) 2025-2026 e-NIT-561/KGP/APAS Fund 2025 dated-16/09/25, Tender ID = 2025_ZPHD_903178_1 to 27. Last date of submission-22.09.25 at 2.00PM. Opening date 24.09.25 at 2.05PM. e-NIT-562/KGP/APAS Fund-2025 dated - 16/09/25, Tender ID=2025_ZPHD_903195_1 to 6. Last date of submission-22.09.25 at 2.00pm. Opening date 24.09.25 at 2.05 PM. e-NIT-563/KGP/APAS Fund 2025 date 16/09/25. Tender ID=2025_ZPHD_903213_1 to 9. Last date of submission - 23.09 25 at 12:00PM. Opening date 25.09.25 at 12.05pm.
Sd/- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayat

আবার নতুন সম্পর্কে হার্দিক?

বিশেষ প্রতিনিধি, মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ একটা নিরামিষ সেলফি। যার পেছনে ঝাপসা ছায়া। আর এভাবেই ফের একবার ক্রিকেট ছাপিয়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনায় হার্দিক পাণ্ড্যা। নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর এবার নাকি মাহিকা শর্মার নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার! অন্তত সমাজমাধ্যমে কান পাতলে এমনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কে এই মাহিকা শর্মা? অর্থনীতি ও ফাইনান্সে স্নাতক হওয়ার পর মডেলিং ও অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন। তারপর ফ্যাশন দুনিয়ায় তরতরিয়ে উত্থান। তনিস্ক, ভিভো, ইউনিক্লো-র মতো ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেনে মুখ হয়েছেন। মনীশ মালহোত্রা, অনিতা ডোঙরে, তরুণ তেহেলানির মতো খ্যাতনামা ডিজাইনারদের শো-তে র‍্যাম্পে হেঁটেছেন। ২০২৪ সালে ভারতীয় ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ডসে পেয়েছেন 'মডেল অব দ্য ইয়ার (নিউ এজ)' খেতাব। পেশাদারিত্বের জন্যও মাহিকার বেশ নামডাক রয়েছে। একবার গুরুতর চোখের সংক্রমণ নিয়েই শো-তে অংশ নেন তিনি। আরেকবার গৌরব গুপ্তার শো চলাকালীন র‍্যাম্পে ওঠার সময় হিল ভেঙে গেলেও কাউকে কিচ্ছুটি বুঝতে না দিয়ে সাহস দেখিয়ে হাঁটা শেষ করেন। পরে এল-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাহিকা বলেন, ''চোখ এতটাই লাল ছিল যে দাঁড়ানোই কঠিন হয়ে পড়ছিল। তবু ওই শোটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকায় দর্শকদের ভালোবাসা আমায় নতুন শক্তি দেয়।'' উল্লেখ্য, ২০২০ সালের মে মাসে নাতাশা স্ট্যানকোভিচকে বিয়ে করেন হার্দিক। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে হিন্দু ও খ্রিস্টান রীতিতে ফের একবার। অথচ সবাইকে চমকে দিয়ে ঠিক পরের বছর জুলাইয়ে যৌথ বিবৃতিতে আলাদা হওয়ার ঘোষণা। তাঁদের চার বছরের সন্তান রয়েছে অগস্ত্য। যাকে দুজন মিলে বড় করবেন বলে আগেই জানিয়ে দেন হার্দিক-নাতাশা। সমাজমাধ্যমে রটেছে, মাহিকার ওই সেলফির পেছনে ঝাপসা ছায়া নাকি হার্দিকের! এই সম্পর্ক নিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ মুখ খোলেননি। তবে যা রটে তার কিছু তো বটে!

নতুন স্পনসর পেয়ে গেল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ টাইটেল স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপে খেলতে নেমেছে ভারত। এশিয়া কাপের আগে ভারত সরকারের নতুন আইনের জন্য সরে গিয়েছে ড্রিম-ইলেভেন-এর পর আর অপেক্ষা না করে দ্রুত নতুন স্পনসরের জন্য আবেদনপত্র চেয়ে বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করেছিল বোর্ড। তার কয়েকদিনের মধ্যেই স্পনসরের নাম চূড়ান্ত হয়ে গেল। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, টিম ইন্ডিয়ার নতুন স্পনসর হচ্ছে অ্যাপোলো টায়ার্স। রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, ড্রিম-ইলেভেন-এর থেকে বেশি টাকা দেবে এই নতুন সংস্থা। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রতিটা ম্যাচের জন্য অ্যাপোলো টায়ার্স সাড়ে চার কোটি টাকা করে দেবে। এতদিন ড্রিম-ইলেভেন দিত চার কোটি টাকা। যার অর্থ, এই নতুন সংস্থার থেকে বোর্ডের আয় বাড়বে। চুক্তি হয়েছে ২০২৭ সাল পর্যন্ত, এই পর্বে মোট ১৩০টা ম্যাচ খেলা হবে। স্পনসর হওয়ার দৌড়ে অ্যাপোলো টায়ার্সের পাশাপাশি জেকে টায়ার্স ও অনলাইন ভিডিয়ো এডিটিং সফ্টওয়্যার সংস্থা ক্যানভাও

ছিল। বিড়লা অপ্টাস পেইন্টস আগ্রহ প্রকাশ করলেও তারা বিডিংয়ে যোগ দিতে চায়নি। তাই তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ বোর্ড একমাত্র বিডিংই চেয়েছিল নতুন স্পনসরের জন্য। ২ সেপ্টেম্বর বোর্ড একটি বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করে নতুন স্পনসরের জন্য আবেদন করতে বলে। ১২ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়েছিল। ১৬ তারিখ অর্থাৎ, আজ ছিল বিডিং। সেটার পর চূড়ান্ত হলো অ্যাপোলো টায়ার্স জিতল বিডিংয়ে। এ বার বিসিসিআই জানিয়েছিল, এ বার বেটিং, জুয়া বা অনলাইনে টাকা গিয়ে খেলতে হয় এমন কোনও সংস্থা বিডিংয়ে অংশ নিতে পারবে না। ক্রিপ্টোকারেন্সি, মদ বা টোব্যাকো প্রস্তুতকারী সংস্থাও আবেদন করতে পারবে না। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে সারোগেট বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এই সংস্থাগুলো নিজের প্রচার করে। এ বার সেটাকেও সুযোগ দেয়নি বোর্ড। পাশাপাশি ছিল একটি ব্লকড ক্যাটিগরি। বিসিসিআই-এর সঙ্গে যেই সংস্থাগুলো চুক্তিবদ্ধ রয়েছে তাদের যেই সেক্টরে ব্যবসা সেই সেক্টরের ব্যবসা করা অন্য সংস্থা বিড করতে পারবে না। যেমন- অ্যাডিডাস (স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারী সংস্থা), আইডিএফসি ব্যাঙ্ক (ব্যাঙ্কিং, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও এনবিএফসি), ক্যাম্পা (নন অ্যালকোহলিক পানীয়), এসবিআই লাইভ (ইনস্যুরেন্স)। এই সংস্থাগুলো যেই সেক্টরে ব্যবসা করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলো বিড করতে পারবে না।

ইতিহাস রচনা আনন্দকুমারের, স্কেটিং বিশ্বকাপের প্রথম সোনা এল ভারতে

বেইদাইহে, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৫ সাল ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ক্রিকেট তো বটেই, হকি, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, শুটিংয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সাফল্য চলতি বছরে অর্জন করেছে ভারত। এবার আরও একটি বিশ্বখেতাব এল দেশে, তাও এমন একটি ক্রীড়ায়, যেখানে আগে কখনও সাফল্যের মুখ দেখেনি ভারত। চিনের বেইদাইহেতে অনুষ্ঠিত স্পিড স্কেটিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ সোনা জিতে ভারতের আনন্দকুমার ভেলকুমার ইতিহাস রচনা করেছেন। ২২ বছর বয়সি আনন্দ ১:২৪.৯২৪ মিনিট সময় নিয়ে সিনিয়র পুরুষদের ১০০০ মিটার স্প্রিন্টে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। আনন্দ এর আগে একই চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতে ভারতকে প্রথম সিনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদক এনে দিয়েছিলেন। তিনি এই দৌড়টি ৪৩.০৭২ সেকেন্ডে সম্পন্ন করেন। আনন্দর এই ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারত এখন কেবল ক্রিকেট বা ব্যাডমিন্টনেই নয়, স্পিড স্কেটিংয়ের

মতো চ্যালেঞ্জিং ক্রীড়াতেও বিশ্বের একটি বড় শক্তি হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, ভারতের জন্য গর্বের এই বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। জুনিয়র বিভাগে, তরুণ স্কেটার কৃষ শর্মা ১০০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতে প্রমাণ করেছেন, স্কেটিংয়ে ভারতের ভবিষ্যৎও অত্যন্ত উজ্জ্বল। সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ২০২৫ সালের স্পিড স্কেটিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রথম জয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লিখেছেন, 'এটি ভারতীয় খেলাধুলার জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত! আনন্দকুমার ভেলকুমার ২০২৫ সালের স্পিড স্কেটিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতেছেন। উল্লেখ করার মতো যে, ভারতের এই ঐতিহাসিক অর্জনের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এখন ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিশ্বের কোনও মঞ্চেই পিছিয়ে নেই। আনন্দকুমারের এই জয় কেবল আগামী প্রজন্মকেই অনুপ্রাণিত করেনি বরং এটাও বলে দিয়েছে যে যদি স্বপ্ন বড় হয় এবং কঠোর পরিশ্রম সত্য হয়, তাহলে কোনও গন্তব্য দূরে নয়। এই জয় কেবল একজন খেলোয়াড়ের নয়, এটি ১৩০ কোটি ভারতবাসীর জয়, এমন একটি মুহূর্ত যার জন্য সমগ্র দেশ গর্বিত হতে পারে।'

যুবরাজ সিং ও রবিন উথাপ্পাকে তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তলব পেলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং এবং রবিন উথাপ্পা। উথাপ্পাকে ২২ সেপ্টেম্বর এবং যুবরাজকে ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডি সদর দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে। মামলাটি অনলাইন বেটিং অ্যাপের অর্থ পাচার মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। উথাপ্পা বর্তমানে এশিয়া কাপের ধারাভাষ্যকার দলের অংশ। দিল্লিতে এই মামলায় এখন পর্যন্ত চারজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকে তলব করা হয়েছে। এর আগে, ফেডারেল সংস্থা এই মামলায় প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং শিখর ধাওয়ানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। মামলাটি 1xBet নামক একটি বেটিং অ্যাপ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ইডি বুঝতে চাইছে, এই অ্যাপে ক্রিকেটারদের কী ভূমিকা বা সম্পর্ক ছিল। যুবরাজ বা উথাপ্পা এই বেটিং অ্যাপের প্রচারে তাঁদের ছবি ব্যবহার করেছেন এবং বিনিময়ে কোনও অর্থ নিয়েছেন কি না সেটা নিয়েও তদন্ত করছে ইডি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-এর অধীনে তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে এবং উথাপ্পা এবং যুবরাজের বক্তব্যও এই আইনের অধীনে রেকর্ড করা হবে। ইডি এই অবৈধ নেটওয়ার্কে তাঁদের কোনও আর্থিক বা অ-আর্থিক অংশীদারিত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সোমবার এই মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ এবং অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বক্তব্যও রেকর্ড করা হয়েছে। তাঁকে টানা সাত ঘণ্টা জেরা করা হয়। এরপর মঙ্গলবার, এই মামলায় ইডির সামনে হাজির হয়ে নিজের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাও। তবে, 1xBet-এর ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা অবশ্য ইডির সমন পেলেও এখন হাজিরা দেননি। এর আগেও, ইডি বেশ কিছু চলচ্চিত্র ও ক্রিকেট জগতের বেশ কিছু তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। সম্প্রতি, প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না এবং শিখর ধাওয়ানকেও এই মামলায় দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এর বাইরে আরও কিছু কোম্পানি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও তদন্তের আওতায় এসেছে।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে কড়া জবাব বিসিসিআইয়ের

আইসিসি মানল না পিসিবির অভিযোগ

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দেয় হ্যান্ডশেক ইস্যু। ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটাররা হাত না মেলানোকে কেন্দ্র করে জলঘোলা শুরু করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্ট এবং ভারতীয় দলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অভিযোগ জানানো হয় আইসিসির কাছে। যদিও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিসিসিআই এবং আইসিসি উভয় পক্ষই পিসিবির অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানান, ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ শেষে হ্যান্ডশেক কোনও বাধ্যতামূলক প্রথা

নয়। তিনি বলেন, ''ক্রিকেটের নিয়মে খেলা শেষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলানোর কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এটা নিছক সৌজন্যবোধের ব্যাপার। সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। আমরা ক্রিকেটারদের পাশে রয়েছি।'' ওই আধিকারিক আরও বলেন, ''বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখানো ভারতীয় দলের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাঁর কথায়, ''যে দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতটাই খারাপ, তারা আমাদের প্রতি সদিচ্ছা না দেখিয়ে প্রতিনিয়ত অপপ্রচার চালায়, তাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করাটাই বরং প্রশ্ন তোলার মতো। সূর্যরা একদম সঠিক কাজ করেছে। আমরা কোনও অপ্রয়োজনীয় সৌজন্যে বিশ্বাস করি না।'' এই বিতর্কে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফ্টের ভূমিকাও নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে পিসিবি। তাদের অভিযোগ, পাইক্রফ্ট আইসিসির আচরণবিধি এবং এমসিসির নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। এমনকি তাঁর অপসারণের দাবিও তোলা হয় পিসিবির পক্ষ থেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি লেখেন, 'আইসিসির কাছে আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হোক।' তবে আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় কোনও গলদ নেই। বরং পাইক্রফ্ট শুধু পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আঘাকে সতর্ক করেছিলেন, যাতে টসের সময় হাত মেলানো নিয়ে কোনও লজ্জাজনক পরিস্থিতি না তৈরি হয়। আইসিসি সূত্রে স্পষ্ট বার্তা, 'হ্যান্ডশেক রীতি হলেও কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম নয়। এই বিষয়ে কোনও নিয়মভঙ্গ হয়নি। তাই পিসিবির অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।' পাকিস্তান আরও জানায়, তারা প্রয়োজনে আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না। যদিও ক্রিকেটবিশ্ব এখন পিসিবির এমন অবস্থানকে কৌশলী চাপ সৃষ্টি বলেই দেখছে। বেশিরভাগ বোর্ডই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ার পক্ষে। একটি শীর্ষ ক্রিকেট ওয়েবসাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'আইসিসি পিসিবির দাবি খারিজ করে দিয়েছে। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।' তাই এহেন অবস্থায় পাকিস্তান পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গ্র্যান্ড সুইস টুর্নামেন্ট জিতে নিলেন বৈশালী, মঞ্চে ট্রফি হাতে মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন মা-ও

সামারকন্দ, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার আর বৈশালী ফের একবার ইতিহাস গড়লেন। টানা দ্বিতীয়বার জিতে নিলেন ফিডে গ্র্যান্ড সুইস (মেয়েদের বিভাগে)। এই জয় নিছক কেরিয়ারে পালক গুঁজল না, সোজা পৌঁছে দিল ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে। যদিও সবকিছু ছাপিয়ে আলোচনায় একটি বিশেষ আবেগঘন মুহূর্ত-ট্রফি দেওয়ামাত্র তা তুলে ধরতে বৈশালী মঞ্চে ডেকে নিলেন তাঁর মাকে। মা-মেয়ের সেই দৃশ্য এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। টুর্নামেন্টের শেষ রাউন্ডে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চিনের ঝংই তানের বিরুদ্ধে লড়াকু ড্র করে চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেন বৈশালী। একইসঙ্গে আট পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন রাশিয়ার কাটেরিনা লগনোও। তবে টাই-ব্রেক স্কোরে এগিয়ে থাকায় ট্রফি ছিনিয়ে নেন দক্ষিণী তরুণী। এই সাফল্যের সাক্ষী ভাই প্রজ্ঞানন্দও। দৃশ্যও গর্বে ভরে ওঠে তাঁদের মুখ। বৈশালীর এই জয় মানে একসঙ্গে প্রার্থিতা প্রতিযোগিতায় থাকবেন দুই ভাইবোনই- প্রজ্ঞানন্দ পুরুষ বিভাগে, বৈশালী মহিলা বিভাগে। ২০২৩ সালে আইল অফ ম্যান-এও গ্র্যান্ড সুইস জিতেছিলেন বৈশালী। এবারও সেই সাফল্য ধরে রাখলেন। টুর্নামেন্টে তাঁর হিসেব-ছ'টি জয়, একটি হার আর চারটি ড্র। টাই-ব্রেকে গড়ে প্রতিপক্ষের রেটিং এক পয়েন্টে বেশি থাকায় লগনোকে পিছনে ফেলতে অসুবিধা হয়নি। এবার মেয়েদের প্রার্থিতা প্রতিযোগিতায় ভারতের তিন দাবাড়ু- দিব্যা দেশমুখ, কোনেরু হামপি এবং আর. বৈশালী। পুরুষদের দলে অবশ্য একাই থাকবেন প্রজ্ঞানন্দ। সেখানেই অপেক্ষায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি. গুকেশ।

'যত গর্জে তত বর্ষে না!' এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলছে না পাকিস্তান

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রবিবার রাতের 'হ্যান্ডশেক নাটক' ঘিরে উত্তাল ক্রিকেটমহল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অভিযোগের পাহাড় গড়ে তোলে, তোপ দাগে ম্যাচ রেফারির উপর। আসল নিশানা ভারতীয় ক্রিকেট দল। যার জেরে সুর চড়িয়ে এশিয়া কাপ বয়কটের হুঁশিয়ারিও দেন সলমন আঘারা। কিন্তু বাস্তব? বাংলা প্রবাদ ধার করে বলা যায় 'যত গর্জে তত বর্ষে না!' কিংবা 'পর্বতের মুষিকপ্রসব'। তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে গেলেও শেষমেশ নাম তোলার সাহস দেখাল না পাকিস্তান। পিছু হটতে বাধ্য হল। এই ইউ-টার্ন অবাক করলে পিছিয়ে আসার আসল কারণ আরও চমকে দেবে। সূত্রের খবর, শাস্তির খাঁড়া নেমে আসার ভয় এবং আর্থিক জরিমানার আতঙ্কের জেরেই আপাতত গলা নামিয়ে কথা বলছে পাক বাহিনী। এক সংবাদমাধ্যমের খবর মতে, পিসিবির অন্দরমহলের স্বীকারোক্তি-এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানো কার্যত অসম্ভব। এক শীর্ষ কর্তার মন্তব্য, ''আমরা যদি এটা করি, আইসিসি-র তরফে ভয়ঙ্কর শাস্তির মুখে পড়তে হবে। জয় শাহ নেতৃত্বাধীন সংস্থা কঠিন নিষেধাজ্ঞা চাপাবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের পর যে আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে, তাতে পাক ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।'' প্রসঙ্গত, পিসিবি সভাপতি তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল প্রধান মহসিন নকভি মাত্র একদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'আমার কাছে দেশের সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই!' একইসঙ্গে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ, টসের সময় তিনি পাক অধিনায়ক সলমন আঘাকে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে করমর্দন না করার পরামর্শ দেন।

পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে 'পোপটওয়াড়ি দল' বললেন গাভাসকর

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপে ভারতের কাছে রীতিমতো পর্যদুস্ত হয়েছে পাকিস্তান। ভারতের সাত উইকেটে জয়কে অবশ্য কৃতিত্ব দিতে নারাজ প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন আর বড় ম্যাচ নয়। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, ১৫ ওভার পরই তিনি চ্যানেল ঘুরিয়ে লাল ও নীল ম্যাঞ্চেস্টারের ইপিএল ম্যাচ দেখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এবার ভারতের প্রবাদপ্রতিম ওপেনার সুনীল গাভাসকর বললেন, পাকিস্তান হল মাঝারি মানের দল। এশিয়া কাপের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর গাভাসকর কটাক্ষ করে বলেছেন, পাকিস্তানের জাতীয় দল এখন পোপটওয়াড়ি দলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মারাঠি ভাষায় পোপট মানে হল টিয়া পাখি আর ওয়াড়ি মানে মাঝারি। গাভাসকর আদতে মুম্বই নিবাসী। মুম্বইয়ের দুর্বল দলকে বলা হয় পোপটওয়াড়ি দল। ম্যাচের কথা বলতে গেলে, ভারত একতরফাভাবে পাকিস্তানকে পরাজিত করে সাত উইকেটে ম্যাচটি জিতেছে। ভারত ২৫ বল বাকি থাকতেই পাকিস্তানকে পরাজিত করে বর্তমান টুর্নামেন্টে তাদের টানা দ্বিতীয় জয় নিশ্চিত করেছে। এই ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, পাকিস্তান ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৭ রান করে। জবাবে, ভারত ১৫.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩১ রান করে ম্যাচটি জিতে নেয়। ভারতীয় বোলারদের পর, ব্যাটাররাও হতাশ করেননি এবং সহজেই লক্ষ্য অর্জন করেন।

৩১ বছর বয়সেই অবসরে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

অনেক দিন ধরেই মাঠের ভেতরের চেয়ে বাইরে বেশি সময় কাটাচ্ছিলেন স্যামুয়েল উমতিতি। সেই পরিণতি মেনে নিয়ে এবার পাকাপাকিই মাঠের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন তিনি। চোটজর্জর ক্যারিয়ারের পথচলা থামিয়ে দিলেন ফরাসি ডিফেন্ডার। স্রেফ ৩১ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় জানালেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার।

প্যারিস, ১৬ সেপ্টেম্বরঃ গত মরসুম শেষে লিল ছাড়ার পর ক্লাব খুঁজছিলেন উমতিতি। কিন্তু চোটপ্রবণ ডিফেন্ডার খুঁজে পাচ্ছিলেন না তেমন কোনো ঠিকানা। নিজের ভবিষ্যত বুঝে যান তাতেই। ক্লাব ফুটবলে বার্সেলোনার উমতিতি হিসেবেই তার মূল পরিচিতি। ক্লাব ফুটবলে ১৩ বছরের ক্যারিয়ারের ৭ বছরই কাটিয়েছেন তিনি কাতালান ক্লাবটিতে। তার জন্ম ক্যামেরুনে। দুই বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে চলে আসে ফ্রান্সে। ৮ বছর বয়সে লিওঁর একাডেমি থেকে ফুটবলার হয়ে ওঠার অধ্যাবসায় শুরু তার। এই ক্লাবের যুব দল, দ্বিতীয় দল হয়ে মূল দলে অভিষেক ২০১২ সালে। ২০১৬ সালে তিনি পাড়ি জমান বার্সেলোনায়। সেখানে পারফরম্যান্স দিয়ে কিছু সময় যেমন রাঙিয়েছেন, তেমনি চোট ও পড়তি ফর্মের হতাশাও ছিল সঙ্গী। চোটের কারণে অনেক ম্যাচ তাকে বাইরে থাকতে হয়। তবু ২০২২ সালে তার সঙ্গে চার বছরের জন্য চুক্তি নবীকরন করেন বার্সেলোনা। কিন্তু এর পরপরই আবার বড় চোটে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ২০২৩ সালে চুক্তির তিন বছর বাকি থাকতেই ক্লাব ছাড়তে হয় তাকে। সেখান থেকে লিলে যোগ দিলেও গত দুই বছরে সেভাবে মাঠেই থাকতে পারেননি খুব বেশি সময়। গত মরসুম শেষে তাই এই ক্লাবেও শেষ হয় অধ্যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই চুকেবুকে

গেল তার অধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে সোমবার বিদায়ের ঘোষণা করেন উমতিতি। উত্থান-পতনের তীব্রতায় ভরা ক্যারিয়ার শেষে সময় হয়েছে বিদায় জানানোর। আমি প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে সবকিছু উজা। করে দিয়েছি এবং কোনো আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ নেই বললেও তার আরেকটি কথায় ঠিকই ফুটে উঠল হৃদয়ের কোণে জমে থাকা ব্যথা। ''লিলে ঘুরে দাঁড়ানোর সব চেষ্টাই আমি করেছি। কিছু লোক জানে, কতটা কঠোর চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু আমার শরীর সাড়া দেয়নি প্রত্যাশামতো।'' ক্লাব ক্যারিয়ারে বার্সেলোনার হয়ে ১৩৩ ম্যাচ খেলেছেন উমতিতি। জিতেছেন দুটি লা লিগা, তিনটি কোপা দেল রে ও দুটি স্প্যানিশ সুপার কাপ। তবে তার ফুটবল ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জন নিঃসন্দেহে ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়। ফ্রান্সের হয়ে স্রেফ ৩১টি ম্যাচই খেলেছেন তিনি। এর মধ্যে ছিল ২০১৬ ইউরো ও ২০১৮ বিশ্বকাপ। রাশিয়ায় বিশ্বকাপে ফ্রান্সের ট্রফি জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল রক্ষণে তার পারফরম্যান্সের। সেমি-ফাইনালে বেলজিয়ামের বিপক্ষে তার দ্বিতীয়ার্ধের গোলেই জিতেছিল ফ্রান্স। উমতিতির বিদায়বেলায় সেই সময়টায় ফিরে গেছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ে দেশম। ''স্যাম, তুমি ফ্রান্স জাতীয় দলে যোগ দিয়েছিলে ২০১৬ ইউরোতে এবং রাশিয়ায় আমাদের বিশ্বকাপ জয়ের পথে রেখেছো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার সেই হেডের গোলটি সবারই মনে থাকবে। ওই গোলেই বেলজিয়ামকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলাম আমরা। তার রক্ষণাত্মক দৃঢ়তা ও লড়িয়ে মনোভাবও মনে পড়ে আমার। তার হাঁটু তাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তার পরও অনুকরণীয় সাহসিকতায় সে শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com